চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 11 January, 2020 ■ আগরতলা, ১১ জানুয়ারী , ২০১৯ ইং ■ ২৫ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ড্রেনে সদ্যোজাত কন্যা সন্তান উদ্ধার, রাতে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। সাতসকালে ড্রেনে এক সদ্যোজাত কন্যা সন্তান উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু, চিকিৎসারত অবস্থায় রাতেই শিশুটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

আজ বাড়ির আবর্জনা ফেলতে গিয়ে কান্নার শব্দ শুনে ভাটি অভয়নগর পশ্চিম পাড়ার বাসিন্দা জনৈকা মহিলা ওই শিশুটিকে উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে ওই শিশুটিকে উদ্ধার করে আইজিএম হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, শিশুটির আজকেই জন্ম হয়েছে।

আজ আবারো প্রমাণিত হয়েছে যুগে যুগেই কুন্তীরা নির্দয়ী হন। কনকনে ঠান্ডায় ড্রেনে সদ্যোজাত শিশু উদ্ধারের ঘটনায় এমনটাই মনে হয়েছে। ঘটনার বিবরণে স্থানীয় এলাকাবাসীর বক্তব্য, ওই শিশুটিকে ব্যাগের ভিতরে ঢুকিয়ে নির্জনতার সুযোগে কেউ ফেলে গেছেন। শিশুটি যেখানে উদ্ধার হয়েছে তার পাশেই রক্তের দাগ রয়েছে। জনৈক এলাকাবাসী বলেন, আজ সকালে তাঁর মা বাড়ির আবর্জনা ফেলতে গিয়ে ড্রেনের মধ্যে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাড়ি থেকে কম্বল বাচ্চাটিকে ভাল মুড়ে নেন। এরই মধ্যে খবর দেওয়া হয় পশ্চিম আগরতলা থানায়। খবর পাওয়ার এক ঘণ্টা পুলিশ এসে শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

পুলিশ জানিয়েছেন, ওই কন্যা সন্তানের পরিচয় জানা যায় নি। তবে, চিকিৎসকদের বক্তব্য অনুযায়ী আজই তার জন্ম হয়েছে। পুলিশের কথায়, শিশুটিকে আইজিএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সাথে চাইল্ড লাইনকেও খবর দেওয়া হয়েছে। তারা এসে শিশুটির খোঁজ নিয়ে গিয়েছিলেন। হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, রাত ৯টা নাগাদ চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশুটির মৃত্যু হয়েছে।

বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস জন্মানোর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মৃত্যু হয় এক শিশু কন্যার। আজ ওই শিশু কন্যার মৃত্যু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে, সমাজ ব্যবস্থা ভয়ংকর ভাবে কুলসিত হয়ে পড়েছে। লজ্জা ঢাকতে ফুটফুটে এক শিশুকে ড্রেনে ফেলে যাওয়ার ঘটনা সভ্য সমাজকে কলঙ্কিত করেছে। হৃদয়বিদারক এই ঘটনা মানুষের মনকে নাড়া দেবে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

ইন্টারনেট বাকস্বাধীনতার অংশ

যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা পর্যালোচনার নির্দেশ শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): গণতন্ত্রে বাকস্বাধীনতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইন্টারনেটও বাকস্বাধীনতারই অংশঊ জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হওয়া বিভিন্ন আবেদনের শুনানিতে শুক্রবার এমনই জানাল শীর্ষ আদালত। একইসঙ্গে ইন্টারনেট-সহ জম্মু ও কাশ্মীরে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পর্যালোচনা করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট এদিন বলেছে, 'তথ্য আদান-প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল ইন্টারনেট। ইন্টারনেট মত প্রকাশের স্বাধীনতারই একটি অংশঊ সুতরাং ইন্টারনেট-সহ যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা নিয়ে পর্যালোচনা করতে হবে সরকারকে।' সুপ্রিম কোর্টের এদিনের রায়ে অত্যন্ত খুশি প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ। শীর্ষ আদালতের রায়ের পরই গুলাম নবি আজাদ বলেছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতিটি মানুষ এই রায়ের অপেক্ষায় ছিলেন। ভারত সরকারকে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট থেকে যাবতীয় নির্দেশ পাবলিশ করতে হবে। আদালত এটাও জানিয়ে দিয়েছে, ইন্টারনেট সম্পর্কিত কোনও নির্দেশ বিচারব্যবস্থার মধ্যেই পড়ে।

জম্মু ও কাশ্মীরে কেন ইন্টারনেট-সহ অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছে সরকার, এ নিয়ে মামলা দায়ের করেছিলেন কাশ্মীর টাইমস-এর সম্পাদক অনুরাধা ভাসিন এবং কংগ্রেস সাংসদ গুলাম নবি আজাদ।

শুক্রবার শীর্ষ আদালতের বিচারপতি এন ভি রামানা, আর সুভাষ রেড্ডি এবং বি আর গাভাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি হয়। শীর্ষ আদালত এদিন জানায়, 'বহু হিংসার সাক্ষী থেকেছে কাশ্মীরঊ সুরক্ষা ইস্যুতে মানবাধিকার এবং স্বাধীনতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমরা।' শীর্ষ আদালত জানায়, 'গণতন্ত্রে বাকস্বাধীনতা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইন্টারনেট মত প্রকাশের স্বাধীনতারই একটি অংশ।' এরপরই জম্মু ও কাশ্মীর সরকারকে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, ইন্টারনেট-সহ জম্মু ও কাশ্মীরে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পর্যালোচনা করতে হবে। আইনজীবী সদন ফারাসাত জানিয়েছেন, শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, সংবিধান অনুযায়ী অনির্দিষ্টকালের জন্য ইন্টারনেট বন্ধ রাখতে পারে না রাজ্য। এটি ক্ষমতার অপব্যবহার।

দেশে চালু হল সংশোধীত নাগরিকত্ব আইন

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি।। দেশে চালু হল সংশোধীত নাগরিকত্ব আইন। সাড়া দেশ ব্যাপী প্রতিবাদের মধ্যেই এই সাহসি সিদ্ধান্ত নিতে পিছু পা হল না কেন্দ্রীয় সরকার। আজ সংশোধীত নাগরিকত্ব আইনের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। এরই সাথে এখন থেকে দেশের সমস্ত রাজ্য এই আইন লাগু করতে বাধ্য থাকবে। তবে, পশ্চিম বঙ্গ সহ বেশ কয়েকটি অ-বিজেপি রাজ্য ওই আইন লাগু করবে না সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২০১৬ সালে সংসদে কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশ করেছিল। তখন থেকেই ওই বিল নিয়ে দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় বইতে শুরু হয়েছিল। সংসদে ওই বিলের বিরোধীতায় তুমুল হইহট্টগোল এবং প্রতিবাদের মাঝে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সিলেক কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল। সময়ের সাথে সরকারের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায়। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে পূণরায় ক্ষমতায় আসে বিজেপি।

মোদি সরকারের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই একের পর এক সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জম্মু কাশ্মীর অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল করে দেওয়ার পর সংসদে শীতকালীন অধিবেশনে তিনি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশ করেন। এই বিল পেশ করার আগে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজে স্বাবলম্বী হয়ে অন্যকে রোজগার দিন, স্বপ্ন ফেরি করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। সরকারি চাকুরীর অপেক্ষায় বসে না থেকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠুন। চাকুরীর পেছনে না দৌড়ে অন্যকে চাকুরী দেওয়ার ক্ষমতা রাখুন। শুক্রবার এইভাবেই স্বপ্ন ফেরি করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা সরকার ঋণ প্রদানে যথেষ্ট আন্তরিক। সে-ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলি ব্যবহার করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠুন। উৎসাহ দিয়ে বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ এনে বলেন, দীর্ঘ ২৫ বছর, শাসক ও শোষিতের ইতিহাস যারা শোনাতেন, তারাই সাধারণ শ্রমিকের কথা না ভেবে রাজনৈতিক স্বার্থে তা ব্যবহার করতেন। প্রসঙ্গত, তিনি একই ব্যক্তিকে অধিক সংখ্যায় অটোর পারমিট প্রদান সংক্রান্ত বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে -ভাবেই সিপিএমকে বিঁধেছেন। তাঁর দাবি, বর্তমান সময়ে শুধুমাত্র অটোচালক হলেই তাকে পারমিট দেয়া হচ্ছে। একজনকে অধিক পারমিট দেওয়ার প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাতে প্রকৃত অর্থেই যারা অটোচালক তারা সরকারের সুবিধা গ্রহণ করতে পারছেন এবং উপকৃত হচ্ছেন।

এদিন তিনি বলেন, ঋণ নেওয়ার আগে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলি ভাল করে যাচাই করে নিন। তাতে, ঋণ নিয়ে সঠিক জায়গায় লগ্নি করে স্বনির্ভর হতে পারবেন। তাঁর দাবি, এখন সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে কমিশন প্রথা বন্ধ হয়ে গেছে। যোগ্য ব্যক্তি নির্দিষ্ট প্রকল্প দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলি থেকে সহজেই ঋণ নিতে পারছেন।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী আজ বেশ কিছু ক্ষেত্রের উদাহরণ তুলে ধরেন। তাতে, প্রাধান্য দিয়েছে কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, রাবার, ধূপকাঠির শলা ইত্যাদিকে। এদিন অনুষ্ঠান শেষে ২৫ জনকে ওবিসি কর্পোরেশনের ঋণে কেনা অটোরিকশা তুলে দেন তিনি।

সিএএ বিরোধিতায় র‍্যালি ও সভার ডাক প্রদ্যুতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় ফের ময়দানে নামছেন ত্রিপুরার রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। তাঁর নবগঠিত সংগঠন তিপ্রা-র ব্যানারে আগামীকাল জিরানীয়া মহকুমার দশরাম পাড়ায় রেলি ও সভা করবেন তিনি। এই আন্দোলন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক বলে দাবি করেছেন প্রদ্যুৎ কিশোর।

আজ তিনি জানিয়েছেন, ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন মেনে নেওয়া যায় না। এমনিতেই ত্রিপুরা অনেক বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। তাই, নতুন বোঝা কাঁধে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই, আগামীকাল রেলি ও সভা করার মনস্থ করেছি। প্রদ্যুৎ বলেন, আগামীকাল দুপুর ১২টায় জিরানীয়া মহকুমায় দশরাম পাড়ায় রেলি ও সভা করা হবে। তাঁর কথায়, দশরাম পাড়ায় মহারাজা বীর বিক্রমের মূর্তির নিচে অস্থায়ী মঞ্চে সভার আয়োজন করা হয়েছে।

প্রদ্যুতের দাবি, আগামীকালের রেলি ও সভাকে অনেকেই সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, পাতালকন্যা জমাতিয়া, টিপিএফ, টিএসেফ এবং অতিসা আগামীকালের রেলি ও সভায় অংশ নেবে। তাছাড়া, আইপিএফটি এবং আইএনপিটি নেতাদেরও তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, আগামীকাল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক মঞ্চে আমরা মিলিত হচ্ছি। তাঁর আবেদন, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় ওই আন্দোলনকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবেন না। কারণ, দেশের এবং দশের প্রতি নাগরিকদেরও দায়িত্ব রয়েছে। সেই দায়িত্ব পালনে আগামীকাল আমরা সবাই একত্রিত হতে চাইছি, দাবি করেন তিনি।

তাঁর কথায়, এখন সময় হয়েছে উপজাতিদের একত্রিত হতে হবে। একজোট হয়ে লড়াইয়ে নামলেই জোর করে কেউ কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবে না। তাঁর সাফ কথা, সমগ্র ত্রিপুরার বৃহত্তর স্বার্থে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ত্রিপুরায় চালু হতে দেওয়া হবে না।

গণধোলাই দিয়ে লম্ফটকে পুলিশের হাতে তুলে দিলো এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। ইন্দ্রনগরে চরিত্রহীন লম্ফট এক বিবাহিত যুবককে উত্তমমধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন এলাকাবাসী। ওই লম্ফটের নাম সুশান্ত সরকার। পেশায় অটো চালক। স্ত্রী ও মাধ্যমিক উত্তীর্ণ এক কন্যাও রয়েছে তার। তদুপরি স্থানীয় কিশোরী যুবতি এমনকি গৃহবধূদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করে আসছে। স্কুল পড়ুয়া এক ছাত্রীর সম্ভ্রমহানী করে বিকৃত ছবি ছড়িয়ে দিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। দুশ্চরিত্র ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

সিপিএম পার্টি অফিসে হামলা শক্তি প্রদর্শন নয়, দুর্বলতার লক্ষণ : মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। আক্রান্ত পার্টি অফিস পরিদর্শনে গিয়ে ফের বিজেপি-কে নিশানা করলেন সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, সিপিএম পার্টি অফিসে হামলা শক্তি প্রদর্শন নয়, দুর্বলতার লক্ষণ।

গত কয়েকদিন ধরেই ত্রিপুরায় সিপিএম পার্টি অফিস আক্রান্ত হচ্ছে। গতকাল রাতে নরসিংগড়ে সিপিএম পার্টি অফিসে ভাংচুর এবং আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার ওই পার্টি অফিস পরিদর্শনে যান। সেখানে তিনি স্থানীয় সিপিএম নেতাদের সাথে পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন।

পার্টি অফিস থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপিকে নিশানা করে তিনি বলেন, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর

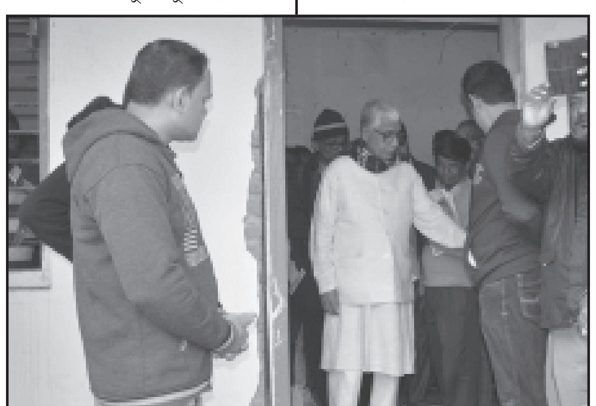

মানিক সরকার বলেন, সিপিএম পার্টি অফিসে ভাংচুর, আগুন লাগানোর ঘটনা নতুন নয়। একাধিকবার আক্রমণ হয়েছে সিপিএম পার্টি অফিসে।তাঁর কটাক্ষ, বিজেপি ভয় পেয়ে গেছে। কারণ, মানুষ এখন ক্রমাগত তাঁদের সঙ্গ ছাড়ছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরাবাসীকে বিভ্রান্ত করে, প্রলোভন দেখিয়ে ভোট সংগ্রহ করেছিল বিজেপি। আজ সেই মানুষের সেই মোহ ভঙ্গ হচ্ছে।

মানিকের সাফ কথা, অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই এখন সিপিএম পার্টি অফিসগুলিতে হামলা চালানো হচ্ছে। তাঁর মতে, পার্টি অফিসে হামলা শক্তি প্রদর্শন নয়, দুর্বলতার লক্ষণ। অবশ্য, বিরোধী দলনেতার এই দাবি পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে শাসক দল বিজেপি। বিজেপি-র দাবি, দলীয় অন্তকর্ন্দেলে সিপিএম পার্টি অফিসগুলি আক্রান্ত হচ্ছে। ২৫ বছর মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। তারই বহিঃপ্রকাশ এখন দেখা যাচ্ছে।

নির্যাতিতাদের খোঁজ নিয়ে সফর শুরু সুদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ জানুয়ারি।। রাজধানীতে নারী নির্যাতন বিরোধী মিছিল সংগঠিত করার পর নির্যাতিত ও ধর্ষিতাদের খোঁজ খবর নিতে প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বিভিন্ন এলাকা সফর শুরু করেছেন। শুক্রবার খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমায় শ্লীলতাহানির শিকার হওয়া এক উপজাতি গৃহবধূর বক্তব্য শুনে রাজ্যের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন রীতিমতো হতবাক্ হয়ে যান। একাংশ পুলিশের কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেন তিনি। তিনি ক্ষোভের সাথে বলেন, রাজ্যে ভালো পুলিশের যেমন অভাব নেই, তেমনি পুলিশের একটা অংশ অনভিপ্রেত ঘটনা গুলিকে মদত জোগায়। মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন পূর্ব চাকমাঘাট এলাকার এক গৃহবধূর শ্লীলতাহানির ঘটনার খোঁজ খবর নিতে শুক্রবার দুপুরে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন ওই মহিলার বাড়িতে যান। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, সরকার চায় এমন ঘটনাও না ঘটুক, কিন্তু একাংশ পুলিশের কারণে অভিযুক্তরা উৎসাহ পাচ্ছে। তিনি এও বলেন, এটি গত ৩০ ডিসেম্বরের ঘটনা। প্রায় ১২দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অভিযুক্তরা এলাকায় বুক চেতিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ততা গ্রেফতার হয় নি। তিনি অভিযুক্তদের গ্রেফতার সহ এই মামলার তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়া চাকমা ঘাট এলাকায় ক্ষোভ ক্রমশ চাঙ্গা হচ্ছে। বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা ইতিমধ্যেই এইসব নাড়কীয় ঘটনার প্রতিবাদে ময়দানে নামতে শুরু করেছে।

ব্রু শরণার্থী প্রত্যাবর্তন এবং বাঙালির নিরাপদ জীবন সুনিশ্চিত, সুর চড়ালো নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ

এডিসি ভোট বয়কট ও জাতীয় সড়ক অবরোধের হুমকি

আগরতলা, ১০ জানুয়ারি (হি. স.)।। ত্রিপুরায় আশ্রিত ব্রু শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তন এবং কাঞ্চনপুরে বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে সুর চড়ালো নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ। দাবি পূরণ না হলে জাতীয় সড়ক অবরোধের পাশাপাশি এডিসি ভোট বয়কট এবং আইনি লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মঞ্চের সভাপতি রঞ্জিত নাথ। তিনি জোর গলায় বলেন, বাঙালি ত্রিপুরার প্রকৃত নাগরিক। তাঁদের এই রাজ্যে নিরাপদে থাকা সুনিশ্চিত করতেই হবে। সে-ক্ষেত্রে উপজাতি ভাবাবেগে সুড়সুড়িয়ে দিয়ে যারা জাতি-উপজাতির মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে চাইছেন তাঁদের চাঁচা-ছোলা ভাষায় সমালোচনা করেন তিনি। রঞ্জিতবাবুর কথায়, আন্দোলনের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে আগামীকাল কাঞ্চনপুর মহকুমায় লালঝুরি বাজারে ৬ ঘন্টার গন অবস্থানে বসবে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ। এরপর বিভিন্ন জেলায় ওই আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে রঞ্জিতবাবু বলেন, ত্রিপুরার মূল অধিবাসী ও ভূমিপুত্র হয়েও বাঙালিদের উদ্বাস্তু হিসেবে যাতনা সহ্য করতে হচ্ছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার মহারাজা দ্বিতীয় ধর্ম মাণিক্যের আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা মেঘনা নদীর পূর্ব পাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই সমতল অঞ্চল চাকলারোসনাবাদ অধুনা বাংলাদেশ নামে পরিচিত ছিল। তাঁর দাবি, ওই সময় ওই অঞ্চলের শতকরা ৯৭ ভাগ ছিল বাঙালি। তিনি বলেন, স্বাধীনতার সময় ভারত ভাগের ফলে ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ এলাকা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। চাকলারোসনাবাদ থেকে মেঘনা পূর্ব পাড় এরই অংশ বিশেষ ছিল। তাঁর দাবি, পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু বাঙালীরা ধর্মীয় কারণে নির্যাতিত হয়ে ত্রিপুরায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর আরও দাবি, ওই বাঙালীরা ত্রিপুরার মূল অধিবাসী ও ভূমিপুত্র। সে-জন্যই ১৯৪৯ সালে কাঞ্চনপুরে ওপার বাংলা থেকে আসা বাঙালীদের ১ হাজার দ্রোণ জমি দান করেছিলেন মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী। তাঁর সাফ কথা,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফেইসবুক পোস্ট অরিন্দমের বিরুদ্ধে তদন্তে ও গ্রেফতারিতে স্থগিতাদেশ, ৪ সপ্তাহের মধ্যে জবাব তলব উচ্চ আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। একটি ফেইসবুক পোস্টকে ঘিরে পুলিশ প্রদেশ কংগ্রেসের আইটি সেলের অরিন্দম ভট্টাচার্য্যকে গ্রেফতার করেছিল। তিনি জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু, পুলিশ নতুন দুটি ধারা যুক্ত করে তাকে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল। আজ ত্রিপুরা হাইকোর্ট অরিন্দম ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে তদন্তে এবং গ্রেফতারিতে স্থগিতাদেশ জারি করেছে। শুধু তাই নয়, ৪ সপ্তাহের মধ্যে উচ্চ আদালত জবাব তলব করেছে।

এবিষয়ে অরিন্দমের আইনজীবী রঘুনাথ সরকার জানিয়েছেন, তার মকেলের বিরুদ্ধে একটি ফেইসবুক পোস্টকে ঘিরে ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধি ১২০বি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ৯৩ ◻ ১১ জানুয়ারি ২০২০ ইং ◻ ২৫ পৌষ ◻ শনিবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

গাঁজা চাষীদের দুঃসাহস

রাজ্যের কোথাও কোথাও গাঁজা চাষ সগৌরবে চলিতেছে। শুধু তাই নয় গাঁজা বিরোধী অভিযানে পুলিশ আক্রান্ত হইয়াছে। গাঁজা চাষীরাই কতখানি সংঘবদ্ধ ও বেপরোয়া তাহা মারমুখী অবস্থা হইতে স্পষ্ট। রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের পর নেশা বিরোধী জোরদার অভিযান শুরু হয়। এই অভিযানে সারা রাজ্যে গাঁজা বাগান নষ্ট করে দেয়। বহু গাঁজা উদ্ধার করা হয়। রাজ্যের হাজার হাজার গাঁজা চাষীদের জীবনে নামিয়া আসে দুর্যোগ। সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করিয়া গাঁজা চাষ ধ্বংসের অভিযান চলে। তবু, গোপনে চলে গাঁজা চাষ। কারণ, গাঁজা এরাজ্যে চাষীদের দিয়াছে অফুরন্ত অর্থ, স্বাচ্ছন্দ আর্থিক বুনিয়াদ। এরাজ্যের গাঁজার নব্বই ভাগই রপ্তানী হইত বহির্রাজ্যে। কাঁচা পয়সা আসিত ত্রিপুরায়। সেই কাঁচা পয়সার লোভ সংবারণ করিতে পারে নাই একশ্রেণীর চাষীরা। তাহারা আবার মনোনিবেশ করে গাঁজা চাষে। মেলাঘরের তৈবান্দলে বৃহস্পতিবার গাঁজা বিরোধী অভিযানে যায় পুলিশ। তখনই গাঁজা চাষীদের আক্রমণের মুখে পড়িতে হয় পুলিশকে। ভাঙচুর হয় পুলিশের গাড়ি। আত্মরক্ষার্থে অভিযান স্থগিত রাখিয়া দাঁড়িয়া আশ্রয় নিয়া রক্ষা হয় নাই। দা, লাঠি নিয়া ফাঁড়ি ঘেরাও করিয়া পুলিশ অফিসার পুলিশ কর্মীদের গায়ে কেরোসিন ঢালিয়া পোড়াইয়া মারিবারও চেষ্টা হয়। শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা বেগতিক দেখিয়া ফাঁড়ি ছাড়িয়া জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় নেয় পুলিশ কর্মীরা। সংবাদ পাইয়া মহকুমা পুলিশ অফিসার পুলিশ বাহিনী নিয়া তৈবান্দলে ছুটিয়া আসিয়া গাঁজা চাষীদের উপর লাঠিচার্জ করিয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

তৈবান্দলে অন্তত দুইশত গাঁজা চাষী পুলিশ কর্মীদের নিরস্ত হইবার অনুরোধ জানায়। কিন্তু নিদ্ধল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই তাহারা মারমুখী হয়। অভিযোগ আছে এলাকার ক্ষমতাসীন দলের নেতা কর্মীদেরও গাঁজা চাষীদের প্রতি মদত ছিল। অভিযোগ আরও বলা হইয়াছে যে, নেতাদের মদত ও ইশারাতেই পুলিশের উপর হামলার দুঃসাহস দেখায় গাঁজা চাষীরা। ইহাও আজ সত্যি যে, শাসক দলীয় নেতাদের মদত ও যোগ সাজসে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় গাঁজা চাষ শুরু হইয়াছে। আর এজন্যই গাঁজা চাষীরা বেপরোয়া হইতে পারিয়াছে। ওসি সহ পুলিশের গায়ে কেরোসিন ঢালিয়া মারিয়া ফেলিবার দুঃ সাহস পাইল কিভাবে গাঁজা চাষীরা। একথা হয়তো অস্বীকার করা যাইবে না বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর যেভাবে গাঁজা বিরোধী সাঁড়াশী আক্রমণ চালিয়াছিল তাহা যেন অনেকটাই স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। পুলিশ এখন আগের মতো গাঁজা বিরোধী অভিযানে সচল নহে। আর শিথিলতার সুযোগে রাতারাতি রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় নতুন করিয়া গাঁজা চাষ শুরু হয়। এই ঘটনা ইহাই স্পষ্ট করিয়া দিতেছে স্থানীয় প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন দলের মদত না থাকিলে চাষীরা আবার মারণ খেলা মাতিয়া উচিত কিনা সন্দেহ। একথাও স্পষ্ট হইয়াছে, গাঁজা চাষ বন্ধ করিতে গিয়া ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয় না। গাঁজা চাষের পরিবর্তে অন্যান্য সবজির চাষ ভাল লাভের মুখ দেখাইবে বলিয়াও চাষীদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা হয়। কিন্তু তাহাও সাফল্য পায় না। কারণ গাঁজা যে অর্থ আনিয়া দেয়, তাহার রস যাহারা পাইয়াছেন তাহাদের কাছে অন্যসব তুচ্ছ। এই গরীব চাষীদের কে বুঝাইবে?

গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে সারা দেশেই কি একইভাবে অভিযান চলে? ত্রিপুরায় গাঁজা বিরোধী অভিযানে দু'হাত তুলিয়া রাজী হইয়াছে সরকার। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে নমঃ নমঃ করিয়া গাঁজা বিরোধী অভিযান হয়। মধ্যপ্রদেশ সরকার গাঁজা চাষে লাইসেন্স প্রদান করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। রাজ্য সরকার হয়ত তাহা ভাবিয়া দেখিতে পারেন। তাহা হইলে রাজকোষে যেমন অর্থ আসিবে তেমনি চাষীরাও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পাবেন। গাঁজা চাষীদের বেপরোয়া মনোভাব ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে, পরিস্থিতি কত ভয়ানক হইতে পারে। রাজ্য সরকার নেশা বিরোধী আপোষহীন সিদ্ধান্ত নিয়া সারা দেশের নজর কাড়িয়াছেন। এই অবস্থায় নিশ্চয় ইহাও আশা করা যাইতে পারে যে, রাজ্য সরকার গাঁজা চাষ সম্পর্কেও একটি গ্রহণযোগ্য নীতি প্রণয়ন করিতে পারেন। সেই নীতি কার্য্যকর করিয়া নতুন ত্রিপুরা গড়িবার স্বপ্ন সফল হইতে পারে।

প্রস্তুতি শেষ, পৌষ সংক্রান্তিতে বিরাট জনসমাগমের অপেক্ষায় গঙ্গাসাগর

গঙ্গাসাগর, ১০ জানুয়ারি (হি. স.) : ইতিমধ্যেই গত বুধবার সরকারি ভাবে উদ্বোধন হয়েছে ২০২০ সালের গঙ্গাসাগর মেলার। পুণ্যার্থীরা ও মেলা প্রাঙ্গণে আসতে শুরু করেছেন। তবে সংক্রান্তি তিথিতে প্রচুর পরিমানে জন সমাগম এই মেলায় হবে বলেই দাবি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা প্রশাসনের। এ বছর ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ্য মানুষ গঙ্গাসাগর মেলায় আসবেন বলেই দাবি করেছেন জেলাশাসক ডঃ পি উলগানাথন।

এবারে কোথাও পূর্ণ কুম্ভমেলা না থাকার কারণে এই গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্যার্থীদের ভিড় বাড়বে বলেই অনুমান প্রশাসনের। সেই কারণে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর। মেলায় এসে যাতে পুন্যারথীদের কোনরকম অসুবিধার মধ্যে না পরতে হয় সেই কারণে বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা বলয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে। পাশাপাশি এবারের মেলাকে অনেকটা ডিজিটাল ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক। ২০২০ সালের গঙ্গাসাগর মেলাকে ইকো ফ্রেন্ডলি ও প্লাস্টিক মুক্ত মেলা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

পাশাপাশি মুড়ি গঙ্গার নাব্যতা বাড়ানো হয়েছে ড্রেজিং এর মাধ্যমে। এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় আসা যাওয়ার জন্য সাড়ে তিন হাজারের বেশি বাসের ব্যবস্থা করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। নতুন রূপে এবারের মেলা প্রাঙ্গনকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। তবে ইতিমধ্যেই মেলাতে হাজার হাজার পুণ্যার্থী আসতে শুরু করেছেন প্রতিদিন। আগামী ১৪ই ও ১৫ই জানুয়ারি মকরসংক্রান্তি তিথিতে সব থেকে বেশী পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগর মেলায় ভিড় জমাবেন বলে আশাবাদী প্রশাসন। তবে সংক্রান্তির সময়ের ভিড় এড়াতে বহু পুণ্যার্থী ইতিমধ্যেই গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গনে এসেছেন ও সাগরে ডুব দিয়ে কপিল মুনির মন্দিরে পুজো দিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

অন্যদিকে এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় প্রচুর অত্যাধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে মেলায়। গঙ্গাসাগর মেলার জন্য অতিথি পথ নামের মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে জেলা প্রশাসন। মেলায় এসে যাতে শিশু ও বয়স্করা হারিয়ে না যান সেই কারনে বারকোড সম্বলিত রিষ্টব্যান্ড এর ব্যবহার করা হচ্ছে। তেমনি মোবাইল টাওয়ারের সমস্যা এড়াতে ইতিমধ্যেই সাগর সঞ্চার নামে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও এই মেলায় যে সমস্ত মানুষ আসতে পারবেন না, গঙ্গাস্নান করতে পারবেন না তাদের জন্য ই স্নানের ব্যবস্থা ও করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা প্রশাসন। বাড়িতে বসে অনলাইনে এপ্লাই করলেই গঙ্গাসাগরের জল ও কপিল মুনির মন্দিরের প্রসাদ পেয়ে যাবেন কুরিয়ারের মাধ্যমে। শুধুমাত্র কুরিয়ার চার্জই দিতে হবে এর জন্য।

উত্তর আফগানিস্তানে গাড়ি দুর্ঘটনা, মৃত্যু ৩ জনের

কাবুল, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর আফগানিস্তানের সমানগান প্রদেশে গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৩ জনঊ বৃহস্পতিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সমানগান প্রদেশের হজরত সুলতান জেলায়, সমানগান-বালখ হাইওয়েতেঊ বৃহস্পতিবার রাতে সমানগান-বালখ হাইওয়েতে একটি গাড়ি ও যাত্রীবাহী বাসে সংঘর্ষ হয়ঊ দুর্ঘটনার জেরে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনেরঊ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৩ জনঊ সকলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সমানগান পুলিশ মুখপাত্র আব্দুল মুনীর রাহিমী জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে সমানগান-বালখ হাইওয়েতে দ্রুত গতিতে ছুটছিল একটি গাড়িঊ ওই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাসে ধাক্কা মারেঊ সংঘর্ষের তীব্রতায় গাড়িটি ভেঙে যায়ঊ প্রাণ হারিয়েছেন ৩ জনঊ আহতের সংখ্যাও ৩ জনঊ পুলিশ মুখপাত্র জানিয়েছেন, আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে

ভারতের নাগরিকত্ব -সংশয়ে বাংলাদেশ

নারায়ণ দাস

বাংলাদেশে শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভার দুই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের মন্ত্রীদের ভারত সফর বাতিল এবং গুয়াহাটিতে বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনারের গাড়ি আক্রান্ত---সম্প্রতি এই ঘটনার জেরে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সুসম্পর্কে চিড় না ধরলেও, নিভৃতে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মনে যে একটা ক্ষোভ দানা বাঁধঠে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ক্ষোভটা এতই তীব্র যে, গুয়াহাটির অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য বাংলাদেশের ভারতের হাইকমিশনারকে ডেকে নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তার নিন্দা করে দূতের জন্য যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন। বাংলাদেশ দূতের গাড়িতে তাঁর মা-বাবাও ছিলেন, কিন্তু দুঃখনজক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের তাঁর গৃহে না এনে, তিনি সোজা বাংলাদেশে তাঁদের ফেরত পাঠিয়ে দেন।

দিল্লির সাউথ ব্লক এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে এবং বাংলাদেশ দূতের বাসস্থানের নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর হলেও সবসময় যে সে সম্পর্ক এক লয়ে চলে না, মন্ত্রিদ্বয়ের সফর বাতিল এবং গুয়াহাটির ঘটনা তার প্রমাণ। যদিও বাংলাদেশ ভিতরে রাগ পুষেও বলেছে, সয় সুযোগমতো দু'জন মন্ত্রীই আবার ভারত সফরে যাবেন। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের ওফর বক্তৃতাকালে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানকে একই বন্ধনীতে রাখা এবং কোনও বিপর্যয়ের পরে সেদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষ করে হিন্দুরা যদি ভারতে আসতে বাধ্য হন, তাহলে ভারত তাঁদের গ্রঙণ করবে এবং যথাসময়ে নাগরিকত্ব দেবে। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দুরা যে কোনও কোনও সময় অত্যাচারিত হচ্ছেন, তারও উল্লেখ করেন।

অমিত শাহের এই মন্তব্যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় বাংলাদেশ সরকার এবং সেদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্মতিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভারত সফর বাতিল ঘোষণা করেন। বাংলাদেশের বক্তব্য, যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করে শেষে ভারতের সাহায্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হল এবং পাকিস্তান নামক দেশটি দু'টুকরো হয়ে গেল, সেই পাকিস্তানের নাম বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হল , যা অত্যন্ত গর্হিত এবং নিন্দনীয়। তা ছাড়া শেখ হাসিনার শাসনাধীন

বাংলাদেশের হিন্দুরা এখন উদ্বেগহীন জীবনযাপন করেছেন। তাঁদের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত নয়। তবে বিএনপি'র শাসনকালে হিন্দুদের ওপর যে নির্যাতন হয়েছে, তা স্বীকার করে বলা হয় এখন তো তা অতীত। বাংলাদেশে প্রায় ১৬ কোটি নাগরিকের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের, বিসেষ করে হিন্দুর সংখ্যা এখন প্রায় দুই কোটির ওপর।

বাংলাদেশের দাবি, এখন হিন্দুরা সুখেস্বচ্ছন্দেই বাস করছেন। দুর্গাপূজো থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য পুজোপার্বণ তাঁরা যথারীতি করছেন---তেমন কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। তবে তাই বলে এখন যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর কোনও না কোনও কারণে পীড়ন বা অত্যাচারের ঘটনা ঘটছে না, তা বললে ভুল হবে। কিন্তু

সমর্থকরা হিন্দুদের উস্কানি দিচ্ছে ভারতে চলে যাওয়ার। তাঁদের বোঝানো হচ্ছে নতুন নাগরিকত্ব আইনের ফলে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা কোনও অজুহাত দেখিয়ে যদি বারতে চলে যায়, তাহলে তাদের নাগরিকত্ব পেতে অসুবিধে হবে না। সেই জন্যই এই আইন এবং তার সুবিধে পেতে পারে তারা। আর নাগরিকত্ব পেলে চাকরিবাকরি পেতেও কোনও অসুবিধে হবে না। ঢাকার একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবরে জানা যায়, জমাতপন্থীরা তলে তলে এই ধরনের একটি প্রচার চালাচ্ছে, বাংলাদেশের জেলাগুলির প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জে। এর ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন একটা অস্বস্তি নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

এই নাগরিকত্ব আইন পাস হওয়ার

সম্প্রতি বাংলাদেশের একজন বুদ্ধিজীবী, লেখক এবং ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির চেয়ারম্যান সাহরিয়ার কবির কলকাতায় এসেছিলেন। একটি আলোচনা সভায় যোগ দেওয়ার পর তিনি বলেন, বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধরা কোথাও কোথাও হুমকির শিকার হচ্ছেন। তিনি জানান, বিএনপি-জামাত সরকারের জমানায়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নানাভাবে নির্যাতনের ফলে, তাঁদের দেশ ছাড়ার একটা প্রবণতা দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কোনও কোনও ঘটনায় তাঁদের ওপর অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে সেই অবস্থার অবসান ঘটেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন এখন

কারণে নেই। বাংলাদেশেও ভারতের মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ়, এই সম্পর্কে চিড় ধরার কোনও সম্ভাবনা নেই। প্রধানমন্ত্রী ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলাদেশেণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এই বছরের গোড়ার দিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ যাওয়ার কথা রয়েছে। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীকে এই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কূটনৈতিক মহলের বিশ্বাস, ঢাকায় অবস্থানকালে প্রধানমন্ত্রী এই উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া ছাড়াও শেখ সাহিনার সঙ্গে দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবেন। সেই আলোচনায় নাগরিকত্ব আইন

ঘটনা। গুলি চালানো নিয়ে তদন্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশ সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে তার সীমান্ত এলাকায় ইন্টারনেট সার্ভিস বন্ধ করে রেখেছে। কারণ বাংলাদেশের দুশ্চিন্তা ভারতে নাগরিকত্ব আইন লাগু হওযার ফলে সেখানকার মুসলিম বাংলাদেশে ডুকতে পারে। সেই কারণেই বাংলাদেশে ঢুকতে পারে। সেই কারণই বাংলাদেশ এই সতর্কতা অবলম্বন করেছে। অসমে যখন ১৯ লক্ষ বাঙালি হিন্দু মুসলিম নাগরিকত্বের চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়েছিল, তখনও বাংলাদেশ সরকার উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল, পাছে বাঙালি হিন্দুরা, যারা অতীতে তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ থেএক অসমে গিয়ে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেছিল, তারা নাগরিকত্ব হারিয়ে আবার বাংলাদেশ ঢুকে না পড়ে। কিন্তু ভারত সরকার বাংলাদেশে সরকারের উদ্বেগ নিরসন করে বলেছিল, যাঁরা নাগরিকত্ব হারালেন, তাঁরা যাতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে না ঢোকে, সে ব্যাপারে ভারত দৃষ্টি রাখাবে। তবে শেষ পর্যন্ত অসমে বাদ পড়াদের মধ্যে কেউই অসমে যায়নি, যা শেখ হাসিনার কাছে স্বস্তিদায়ক। নাগরিকত্ব আইন এভং তার ওপর ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মন্তব্য ঘিরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহল ক্ষুব্ধ হলেও দ'দেশের সম্পর্কে কোনও জটিলতা দেখা দেবে না বলেই ভারতে সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। ভারত-বাংলাদেশে সীমান্ত এখন শান্ত। অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যাও যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশের একজন মন্ত্রী সম্প্রতি কলকাতায় বলেছেন, বাংলাদেশে বসবাসকারীদের মধ্যে যদি কেউ কেউ বৈধ কাগজপত্র ছাড়া ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে থেকে থাকে, তার তালিকা পেলে বাংলাদেশ তাদের দেশে ফিরিয়ে নেবে—'পুশব্যাক' করতে হবে না। বাংলাদেশ সরকারের অস্বস্তি যে বিএনপি এবং সাথী জামাত-ই-ইসলামির সদস্যরা দেশের কোনও কোনও স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষ করে হিন্দুদের নানাভাবে দেশ ছাড়ার প্ররোচনা দিচ্ছে তাঁদের সম্পত্তি হস্তগত করার লোভে। তবে বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে দৃষ্টি রাখছে বলে বিশেষ সূত্রে জানা যায়। সরকারি সূত্রে দাবি করা হয়েছে, বাংলাদেশে হিন্দুরা এখন রিাপদ। তাঁরা সরকারের সব সুযোগসুবিধা বোগ করছেন—সুতরাং তাঁদের দেশ ত্যাগের কোনও কারণই নেই

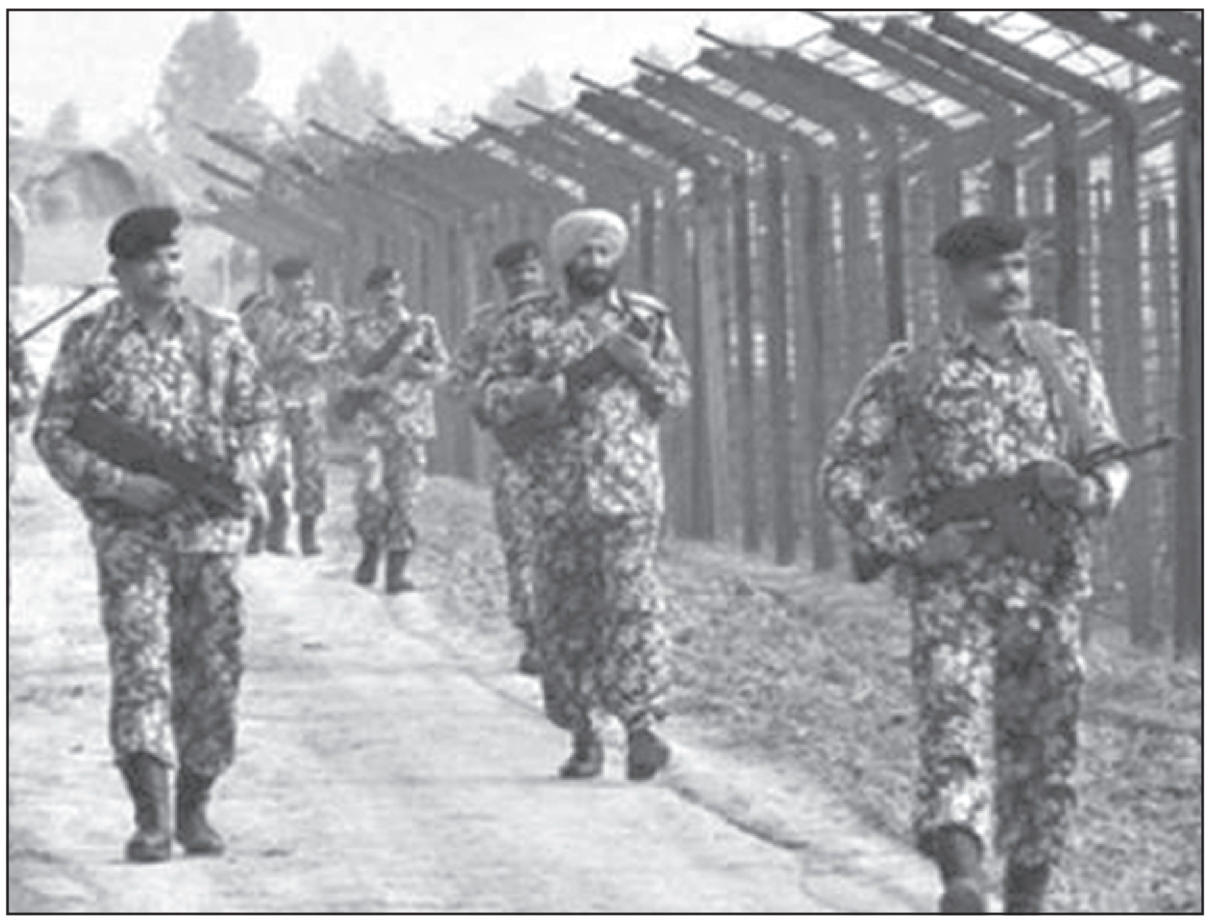

এমন কোনও ঘটনা ঘটলে প্রশাসন সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং দোষীদের খুঁজে বের করতে কোনও ত্রুটি রাখছেন না।

দিল্লির বক্তব্য, ভারতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাগরিকত্ব বিল নিয়ে অসমে আলোচনাকালে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর পীড়নের যে কথা বলেছিলেন, তা ঘটত বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রধানমন্ত্রীত্বকালে ---বর্তমানে শেখ হাসিনার জমানায় নয়। বাংলাদেশ তা মেনে নিলেও সংশয় দুর হয়নি। ভারত সরকারের নাগরিকত্ব আইন পাস হওয়ার পর বাংলাদেশে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধী মৌলবাদী সম্প্রদায় এবং পাকিস্তানঘেঁষা উগ্রপন্থী জামাত

আগে হিন্দুরা ভাবতেন, বাংলাদেশই তাদের স্থায়ী ঠিকানা—এই দেশ তাদেরই। এই দেশেই তাঁদের জীবন কাটাতে হবে শেষ দিন পর্যন্ত। কিন্তু ভারতের এই আইন তাঁদের বিপদ বাড়াচ্ছে---কারণ এখন তাঁরা ভারতে শুরু করেছেন, তাঁদের ওপর কোনও অত্যাচার, জোরজুলুম হলে ভারতে যাওয়ার সীমান্ত খোলা আছে, তাঁরা সেখানে যেতে পারবেন। আবার জামাতদের উদ্দেশ্য অন্যরকম। ভয় দেখানোর ফলে অথবা উস্কানির কারণে হিন্দুদের মধ্যে যদি অনেকেই ভারতে চলে যান, তাহলে তাদের বাড়িঘর,জমি অধিকতার কম মূল্যে তারা কিনতে পারবে।

মোটামুটি নির্বিঘ্নে স্বস্তি নিয়ে জীবন নির্বাহ করেছেন। দেশ ছাড়তে হবে, এই ধরনের প্রবণতার যে সৃষ্টি হয়েছিল, বেগম খালেদার শাসনকালে, এখন তার আর তা নেই।

তবুও নাগরিকত্ব আইন নিয়ে বাংলাদেশ সরকার দিল্লির নানা আশ্বাস সত্ত্বেও, খুশি হতে পারছে না, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। যদিও বাংলাদেশ সরকার এবং সে দেশের বিশিষ্টজনরা বলেছেন, নাগরিকত্ব ইস্যু বারতের নিতান্তই অব্যন্তরীণ ব্যাপার—এ ব্যাপারে তাদের কিছু বলার থাকতে পারে না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশ সরকারকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, বাংলাদেশের দুশ্চিন্তার কোনও

পাস এবং তার ওপর ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের সম্পর্ক যে কালো মেঘের সঞ্চার হয়েছে,তা কেটে যাবে। দিল্লির সাউথ ব্লক মনে করে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দুই মন্ত্রীর ভারত সফর বাতিল এবং বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডসের এক জওয়ানের গুলিতে সম্প্রতি মালদার এখ গ্রামবাসীর মৃত্যু নিয়ে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তারও অবসান ঘটবে। প্রণব মণ্ডল বলে একজন ভারতীয় নাগরিক এখনও বাংলাদেশে আটক আছে, তাকেও অচিরেই মুক্তি দেওয়া হবে বলে বাংলাদেশ সরকার জানিয়েছেন। এই মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখকজনক। মনে হয় ভুল বোঝাবুঝির কারণে এই

।(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিধ্বংসী দাবানলে বিপন্ন বাস্তুতন্ত্র

দীপক সাহা

যে অরণ্যের ডাকে বৃষ্টি নামে বারবার, যে অরণ্যের সর্ববৃহৎ সবুজের সমারোহ পৃথিবীর একটা বিরাট অংশকে করে রেখেছে সবুজ, প্রতিনিয়ত জোগাচ্ছে অক্সিজেন, পৃথিবীর ফুসফুস সেই আমাজনই আজ বিপন্ন। মায়াবী সভ্যতার আগ্রাসী উল্লাসে ক্ষতির সম্মুখীন সে। নিমেষেই শেষ হচ্ছে এক বা একাধিক অথবা শত-সহস্র কোটি জীবন। তাহলে কীভাবে বাঁচবে বসুধা? সবকিছুর পরেও তো আশা ছিল। ভাবনা থাকত আর যাই হোক আমাজন তো আছে। আজ সেও শেষের দোরগোড়ায়। আমাজন বনে বিধ্বংসী দাবানলের ক্ষতের দুঃসহ স্মৃতি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই অস্ট্রেলিয়ার দাবানলে হারিয়ে গেল প্রায় ৫০ কোটি বন্যপ্রাণী। খবরে প্রকাশ, ইউনিভার্সিটি অব সিডনির পরিবেশবিদরা জানান, দাবানলে সেপ্টেম্বর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৪৮ কোটি স্তন্যপায়ী, পাখি ও সরীসৃপ মারা গেছে। দাবানলে নিহত মানুষের সংখ্যা ১৮। প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নিঃসন্দেহে এ সংখ্যা আরও বাড়বে।

দাবানলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে হাজার হাজার কোয়ালা। বিলুপ্তির ঝুঁকিতে থাকা এ প্রাণীটির বেশির ভাগই বাস করতে অস্ট্রেলিয়ার বনাঞ্চলে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের মধ্য-দক্ষিণ উপকূলবর্তী অঞ্চল বসবাসরত প্রায় আট হাজার কোয়ালা মারা গেছে এ দাবানলে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও এই ছবিতে দেখা গেছে, অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলবর্তী অঞ্চলে দাবানলের লেলিহান শিখা থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে ক্যাঙ্গারুরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিভিন্ন স্তানে অসংখ্য প্রাণী পুড়ে মরে গেছে। কাকাতুয়া সহ অন্য অনেক পাকি মরে গাছের নীচে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। যেসব কৃষক আগুন থেকে বাঁচার জন্য অন্য স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁরা পরে বাড়ি ফিরে দেখেন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ফসলি জমি, গৃহপালিত ও বন্যাপ্রাণী। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্থানয় আদিবাসীরা। তাদের বসবাসের বেশির ভাগ এলাকা পুড়ে গেছে। এছাড়া গ্রামের অনেক স্থাপনাতেও আগুন লেগে যায়। আশার কথা, সব আদিবাসীকে গ্রামের বাইরে

নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ পরিষদের পরিবেশবিদ মার্ক গ্রাহাম বলেন, অত্যন্ত গরম ও দ্রুত ছড়িয়ে পড়া এ দাবানলে পুড়ে মারা গেছে অসংখ্য প্রাণী। বিশাল এলাকা এখনও জ্বলছে দাবানলে। এতে সামানের দিনগুলিতে আরও অনেক প্রাণী পুড়ে মরবে। পরবর্তীকালে সম্ভবত ওইসব প্রামীর মরদেহও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

স্বেচ্ছাসেবী প্রাণী উদ্ধারকর্মী ট্র্যাসি বার্গেস বলেন, প্রত্যাশার চেয়ে খুব কম প্রামীকে আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য আনা হচ্ছে, যা বেশ উদ্বেগজনক। আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ এটাই যে, হয়তো তারা মরেই গেছে, তাই তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য আনা হচ্ছে না। প্রাণীদের মৃত্যুর মিছিলে এ সংকট আরও তীব্র রূপ ধারণা করার আশঙ্কা দেখা গিয়েছে।

পৃথিবী তথা প্রাণর বসবাসস্থল নিয়ে চারদিকে 'গেল গেল রব'। কিন্তু সে রব কতটা আন্তরিক, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে বার বার। বেঁচে থাকার রসদ যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকুও এবার শেষ হওয়ার মুখে। সব জল্পনা-কল্পনা, বড় বড় ফেসবুক পোস্ট, পরিবেশ বাঁচানোর অঙ্গীকারে বিরাট অংশের সমর্থন থাকলেও এবার বোধহয় সত্যিই

দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। সীমাহীন ভোগ লালসা ও নগরায়ণের দাপটে প্লাস্টিকভর্তি সমুদ্র, জঙ্গলহীন রাস্তা, কংক্রিটে বোজানো জলাশয়, চুরি হওয়া নদীর পাড়ের পর, এবার সত্যিই এক ধ্বংসের দিকে আমরা।

বিশ্ব উষ্ণায়নের ভ্রূকুটিতে উত্তর মেরুতে বইছে নদী, হিমালয়ের

অবাধ বিচরণ। এসব নিয়ে আমরা নির্লিপ্ত। কিন্তু গাছের পাতা বাড়ির উঠোনে পড়লে চিৎকার করে বলব, 'গাঠ কাটো'। অসুবিধা হলেই বল, 'পুকুর বোজাও।' শুধুই মত্ত হব, কংক্রিটের জঙ্গল তৈরিতে। কী হবে কলকাতার কিডনি জলাশয় বাঁচিয়ে? তার থেকে তো ফ্ল্যাটষ শপিং মল, অনেক বেশি চলবে।

দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে স্পেনের মাদ্রিদ শহরে ২-১৫ ডিসেম্বর ইতিহাসেরদীর্ঘতম পরিবেশ মহাসম্মেলনের (কনফারেন্স অব পার্টিজ সংক্ষেপে সিওপি) শেষে ফললাভ এককথায় শূন্য। ২ থেকে ১৩ ডিসেম্বর সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। সম্মেলনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো 'পরিবেশ নির্বোধ' ব্যক্তির ছড়ি

হিমবাহ গলে অববাহিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বন্যার চোখ রাঙানি। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোফ অরণ্যও সভ্যতার হুমকির মুখে। আর একটা বুলবুল এলে কে বুক চিতিয়ে আমদের রক্ষা করবে? সমুদ্র থেকে পাহান প্লাস্টিকের

তাই নয় কি? পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে গোটা বিশ্ব খুব দ্রুত আরও জটিল পরিস্থিতিতে পড়তে যাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে আশঙ্কাজনক হারে মারা যাচ্ছে বন্যপ্রাণীরা। অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অনেকে বিলুপ্তপ্রায়। গেল বছর প্রায় ২০০টি

ঘোরানো অব্যাহত ছিল। ফলত, কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। বেগতিক দেখে নজিরবিহীনভাবে সম্মেলনের পরিচালকমণ্ডলী সম্মেলন আরও দু'দিন বাড়িয়ে দিলেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সাফানগর ধর্ষণকাণ্ডে খুনিদের শাস্তির দাবিতে বিজেপির মিছিলকে অনুমতি দিল হাইকোর্ট

কলকাতা ,৯ জানুয়ারি (হি.স): শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ দিনাজপুরের সাফানগর ধর্ষণকাণ্ডে শাস্তির দাবিতে বিজেপির মিছিলকে অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার কোর্ট খুলতেই শুরু হয় ওই মামলার শুনানি। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য সাফ জানিয়ে দেন এই মিছিল হবে। তবে মিছিলের রুট বেঁধে দেন বিচারপতি। বলেন, নন্দন থেকে এই মিছিল বের হয়ে এক্সাইড মোড় হয়ে বিড়লা তারা মন্ডল হয়ে, সেন্ট পলস চার্চ হয়ে নন্দনেই শেষ হবে।

প্রমীলা বিশ্বাসকে ধর্ষন ও খুনের প্রতিবাদে নন্দন চত্বর থেকে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছিল বিজেপি যুব মোর্চা এবং বিজেপি মহিলা মোর্চা। যার নেতৃত্বে থাকার কথা ছিল যুব মোর্চার সভাপতি দেবজিত সরকার ও মহিলা মোর্চা সভানেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের। ৮ জানুয়ারি মিছিল নিয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে কলকাতা পুলিশের সদর দফতরের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়। কিন্তু ৯ তারিখ বৃহস্পতিবার দুপুরে লালবাজার থেকে জানানো হয় এই মিছিলের কোনো রকম কোনো অনুমতি দেওয়া যাবেনা। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন বিজেপির আইনজীবী স্মরজিত রায়চৌধুরি। তিনি বলেন, 'রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এমনি ঠিক নেই। সব জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল হচ্ছে কিন্তু এটা একটা মেয়েকে পুড়িয়ে মারার জন্য প্রতিবাদ মিছিল হবে সেখানে কোন শব্দ হবে না, তা সত্ত্বেও কেন পুলিশ এই মিছিলের অনুমতি দেবে না। 'তখন বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য মামলাটি গ্রহণ করেন। জানান, 'এই মামলা আমি আগামীকাল সকাল ১১টার সময় শুনবো।'

শুক্রবার এই মামলার শুনানির শুরুতেই আডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, বিজেপির দেওয়া রুটে এসইউসির একটি মিছিল আছে। তাই পুলিশ ওই রুটে বিজেপিকে মিছিল করার অনুমতি দেয় নি। তখন মামলাকারীর আইনজীবী স্মরজিত রায়চৌধুরি বলেন, তাহলে নন্দন থেকে ধর্মতলা মিছিল করার অনুমতি দেওয়া হোক। কিশোর দত্ত জানান, সেখানে একটি অরাজনৈতিক সংগঠনের মিছিল আছে। তাই ধর্মতলায় মিছিল করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। স্মরজিত রায়চৌধুরি খবর নিয়ে জানতে পারেন যুবাবুর বাজারের ওখানে আজ এসইউসির কোনো প্রোগ্রাম নেই। ফলে নন্দন থেকে মিছিল করার কোনো অসুবিধা নেই বলে আদালতকে জানান। এরপরেই বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য সময়সীমা ও রুট বেঁধে দিয়ে বিজেপিকে নন্দন থেকে মিছিল করার অনুমতি দেন।

গত সোমবার দিনাজপুরের সাফানগরের প্রমীলা বিশ্বাসকে বিয়ের জন্য ছেলের বাড়ি থেকে দেখতে আসার কথা ছিল। কিন্তু প্রমীলা বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না থাকায় নিজের আধার কার্ড ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে রবিবার অর্থাৎ ৫ ই জানুয়ারি বেলা একটার সময় প্রেমিক মাহবুবের কথামতো ফুল বাড়ির উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। চাদর কেনার বাহানায়। সেই ভালোবাসার সুযোগ নিয়ে মাহবুব ও তার দুই বন্ধু অশোক গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে বেলখর গ্রামের নির্জন মাঠে তাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষিতা মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে পড়ায় প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে মাহবুব ছুরি দিয়ে প্রমীলার পেটে আঘাত করে গলার নলি কেটে দেয়। এরপর যে বাইকে করে তারা সেই জায়গায় গিয়েছিল, সেই বাইক থেকে রাস্তায় পড়ে থাকা বোতলে তেল ভরে তার গায়ে ঢেলে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সেই অগ্নিদগ্ধ মেয়েটিকে কালভার্টের নিচে ফেলে দিয়ে বাইকে করে এসে প্রাণ সাগরে রাখা অপর একটি বাইক নিয়ে রাত্রি প্রায় দুটো নাগাদ তারা বাড়ি চলে যায়। এই ঘটনার প্রতিবাদেই আজ বেলা বারোটার সময় বিজেপি যুব মোর্চা এবং বিজেপির মহিলা মোর্চা নন্দন থেকে একটা মৌন মিছিলের ডাক দিয়েছিল।

যুবকের মৃত্যু ঘিরে রণক্ষেত্র খিদিরপুর, বাসে আগুন, পুলিশকে ইঁট, পাল্টা লাঠিচার্জ

কলকাতা ,১০ জানুয়ারি (হি.স): বাসের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু ঘিরে রণক্ষেত্র খিদিরপুর। ঘটনার জেরে ক্ষিপ্ত জনতা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একাধিক গাড়ি ভাঙচুর করে। পরপর তিনটি বাস ভাঙচুর করার পরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছলে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইঁট ছোঁড়ে জনতা। পাল্টা লাঠি চালায় পুলিশ।

শুক্রবার দুপুরে খিদিরপুরের রিমাউন্ট রোডে পথ দুর্ঘটনায় এক পথচারী যুবকের মৃত্যু হয়। তার পরই উত্তেজিত জনতা ঘাতক বাসটি ধরে ফেলে। প্রথমে বাসটি ভাঙচুর করা হয়। তার পর জনতার একাংশ বাসে অগ্নিসংযোগ করে। উত্তেজিত জনতা বাস ভাঙচুরের পর ওই তিনটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়।

প্রথমে যে পুলিশের বাহিনী পৌঁছয় তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হন। তাঁদের লক্ষ্য করে উত্তেজিত জনতা ইট বৃষ্টি করে বলে অভিযোগ। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠি চার্জও করে। বর্তমানে বড় পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, পর পর বাসে অগ্নিসংযোগ করে। পালটা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়েন বিক্ষোভকারীরা। তাতে জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসার ছেড়ে পর দেওয়া হয়েছে। আপাতত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

শুক্রবার বেলা একটা নাগাদ খিদিরপুরের রিমাউন্ট রোড দিয়ে যাচ্ছিল ১২সি, ১২সিএ/১/এ এবং ২৫৯ বাস। যাত্রী তোলার জন্য দু'টি বাস রেষারেষি করছিল। সেই সময় অরুণ ভার্মা নামে এক যুবক ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। বেপরোয়া গতিতে আসা একটি বাস সজোরে ওই যুবককে ধাক্কা মারে। তিনি ছিটকে কিছুটা দূরে গিয়ে পড়েন। তাঁর মাথার ওপর দিয়ে চলে যায় বাসটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের। দুর্ঘটনার পরই উত্তেজিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় সবসময়ই রিমাউন্ট রোড দিয়ে রেষারেষি করেন বাসচালকরা। পুলিশ দেখভালের দায়িত্বে থাকলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তার জেরেই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এই অভিযোগে রিমাউন্ট রোডে ১২সি, ১২সিএ/১/এ এবং ২৫৯ রুটের তিনটি বাসে আগুন জ্বালিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। এরপর দেহ ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলে ডিসি বন্দরের নেতৃত্বে বড় পুলিশ বাহিনী পৌঁছেছে। তাঁরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

উত্তর আফগানিস্তানে বাস ও গাড়ির সংঘর্ষ, মৃত্যু ৩ জনের

কাবুল, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর আফগানিস্তানের সমানগান প্রদেশে গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৩ জনঊ বৃহস্পতিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সমানগান প্রদেশের হজরত সুলতান জেলায়, সমানগান-বালখ হাইওয়েতে। বৃহস্পতিবার রাতে সমানগান-বালখ হাইওয়েতে একটি গাড়ি ও যাত্রীবাহী বাসে সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার জেরে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। সকলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সমানগান পুলিশ মুখপাত্র আব্দুল মুনীর রাহিমী জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে সমানগান-বালখ হাইওয়েতে দ্রুত গতিতে ছুটছিল একটি গাড়ি। ওই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাসে ধাক্কা মারেঊ সংঘর্ষের তীব্রতায় গাড়িটি ভেঙে যায়। প্রাণ হারিয়েছেন ৩ জন। আহতের সংখ্যাও ৩ জনঊ পুলিশ মুখপাত্র জানিয়েছেন, আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেলেন সাইরাস মিস্ত্রি, স্থগিত এনসিএলএটি-র রায়

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টে অস্বস্তিতে পড়লেন সাইরাস মিস্ত্রিঊ গত ১৮ ডিসেম্বর ন্যাশনাল ল'অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনাল (এনসিএলএটি) টাটা গোষ্ঠীর এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান হিসেবে সাইরাস মিস্ত্রিকে পুনর্বহালের রায় দিয়েছিল। কিন্তু, শুক্রবার এনসিএলএটি-র রায় স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, পদে ফিরতে চেয়ে এনসিএলএটি-তে কোনও আবেদন জানাননি সাইরাস মিস্ত্রি। তাই এনসিএলএটি-র তরফে সাইরাসকে পুনর্বহাল করার রায় ভুল ছিল।

প্রসঙ্গত, রতন টাটার পর ২০১২ সালে টাটা গোষ্ঠীর ষষ্ঠ চেয়ারম্যান হয়েছিলেন সাইরাস মিস্ত্রি। কিন্তু, ২০১৬ সালে সাইরাস মিস্ত্রিকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। পরে ডিরেক্টরস বোর্ড থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল সাইরাসকে। গত ১৮ ডিসেম্বর ন্যাশনাল ল'অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনাল (এনসিএলএটি) সংস্থার চেয়ারম্যান হিসেবে সাইরাস মিস্ত্রিকে পুনর্বহালের রায় দেয়। মিস্ত্রিকে সরিয়ে এন চন্দ্রশেখরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করার পদক্ষেপকেও অবৈধ ঘোষণা করা হয়ঊ টাটা সন্স ছাড়াও সাইরাস মিস্ত্রিকে টিসিএস, টাটা ইন্ডাস্ট্রিজ এবং মহারাষ্ট্রের টাটা টেলিসার্ভিসেসেরও প্রধান হিসেবে পুনর্বহাল করতে বলা হয়।

সেই রায় কার্যকর করার জন্য চার সপ্তাহ সময় দিয়েছিল ন্যাশনাল ল'অ্যাপেলেট টাটা গোষ্ঠীর (এনসিএলএটি)ঊ যাতে উচ্চ আদালতে আবেদন জানানো যায়। সেই রায়কেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েই গত ২ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল টাটা গোষ্ঠী। এদিন টাটা গোষ্ঠীর সেই আবেদনের শুনানি করতেও রাজি হন প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে। শীর্ষ আদালতের তরফে সাইরাস মিস্ত্রিকে নোটিসও পাঠানো হয়েছে।

শ্রীরামপুরে বিজেপির অভিনন্দন যাত্রায় বিস্ফোরক মন্তব্য দিলীপ ঘোষেব

হুগলি, ১০ জানুয়ারি (হি. স.) : নৈহাটির বাজি বিস্ফোরণ ঘটনায় কোন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করার দাবী জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি অভিযোগ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নাম না করে বলেন, সর্ষের মধ্যে ভূত রয়েছে। এই ঘটনার সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের লোক জড়িত।

দিলীপ ঘোষ এদিন শ্রীরামপুরের মাহেশে দলের উদ্যোগে আয়োজিত সংশোধীত নাগরিকত্ব আইনের সমর্থনে অভিনন্দন যাত্রায় অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একথা বলেন। আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কলকাতায় আসছেন তিনি আশা প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় সরকার নিরাপত্তা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখবে। কারণ পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী রাজ্য হওয়ার জন্য উগ্রপন্থীরা ঢুকছে। মুখ্যমন্ত্রীর নৈহাটির বাজি বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্তদের রাজ্য সরকার ক্ষতিপূরণের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী সবেতেই ক্ষতিপূরণ দিচ্ছেন তিনি রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করে বলেন, মানুষের নিরাপত্তার দায়িত্ব সেদিকে লক্ষ্য রেখে ব্যবস্থা নেন।

বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার বিরোধীদের সেই অধিকার দিচ্ছে না। অভিনন্দন যাত্রা শেষ হয় শেওড়াফুলি বাজার এলাকায়। অভিনন্দন যাত্রায় অংশ নেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা মুকুল রায় প্রচুর কর্মী সমর্থক।

গৌরী লঙ্কেশ হত্যা মামলা ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী

বেঙ্গালুরু, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ খুন-মামলায় আরও একজনকে গ্রেফতার করল বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। ধৃতের নাম রুশিকেশ দেবদিকর ওরফে মুরালি (৪৪)। বৃহস্পতিবার ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলার কাটরাসে গোপন ডেরা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে রুশিকেশ দেবদিকরকে। বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) সূত্রের খবর, সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ হত্যায় ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে অন্যতম রুশিকেশ। রুশিকেশ ওরফে মুরালিই এই মামলার ১৮ তম অভিযুক্ত।

শুক্রবার সিট-এর পক্ষ থেকে বিবৃতি মারফত জানানো হয়েছে, বহু দিন ধরেই পলাতক ছিল রুশিকেশ দেবদিকর ওরফে মুরালি। বৃহস্পতিবার ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলার কাটরাসে গোপন ডেরা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে রুশিকেশ দেবদিকরকে। বেঙ্গালুরুর সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ ২০১৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর রাতে নিজের বাড়ির সামনেই খুন হয়েছিলেনঊ বাইকে চড়ে আসা আততায়ীরা তাঁকে গুলি করে খুন করেছিলঊ গৌরী লঙ্কেশ হত্যা মামলায় নাম জড়িয়েছে 'সনাতন সংস্থা' নামে একটি সংগঠনের। এই মামলার তদন্ত করছে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)।

কলকাতা সফর কাটছাঁট করলেন প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা ,১০ জানুয়ারি (হি.স): সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ইস্যুতে এমনিতেই উত্তাল গোটা দেশ। নাগরিকত্ব আইন নিয়ে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের দুই শীর্ষ নেতা, প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহকে কাঠ গড়ায় তুলেছে একাধিক বিরোধী দল। পশ্চিমবঙ্গ তার ব্যাতক্রম নয়। কিন্তু এত কিছুর পরেও পিছু হটতে নারজ কেন্দ্র। এই পরিস্থিতিতে আগামীকাল কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

কিন্তু তাকে বিমানবন্দরের বিক্ষোভ দেখানো হবে বলে অনেক আগেই ঘোষণা করেছে বামফ্রন্ট। এমনকি এনআরসি ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীকে কালো পতাকা দেখানোর মতো সিদ্ধান্তও নিয়েছে প্রতিবাদীরা। জানা গেছে , মাত্র এক রাত থেকেই কলকাতা ছাড়বেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু কয়েক দিন আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় থাকবেন অন্তত দু'রাত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কলকাতার সফর সূচিতে কাটছাট নিয়েই উঠতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্ন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জানানো হয়েছিল ১০ জানুয়ারি কলকাতা আসবেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু ১০ তারিখের বদলে ১১ তারিখ কলকাতার মাটিতে পা রাখছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী আগামীকাল শনিবার ১১ জানুয়ারি বিকেলে ৪ টা ৩০ মিনিটে দমদম বিমানবন্দরে নামবেন প্রধান মন্ত্রী। বিকেল ৫ টা ৩০-এ তিনি ওল্ড কারেনসি ভবনে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন তিনি। সন্ধ্যে সাড়ে ৬ টায় মিলিনিয়াম পার্ক থেকে তিনি হাওড়া ব্রিজের লাইট এন্ড সাউন্ড উদ্বোধন করবেন । ৭ টা ৫০ মিনিটে নরেন্দ্র মোদী যাবেন বেলুর মঠে। রাত ৯ টায় পৌঁছবেন রাজভবনে। সেখানেই রাত্রিবাস তাঁর। ১২ জানুয়ারি, রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। সেখানে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। বেলা ১২ টা ৩০ মিনিটে দমদম বিমানবন্দর থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন তিনি।

ওয়াই প্লাস থেকে জেড ক্যাটেগরি, সুরক্ষা বাড়ল মহন্ত নিত্যগোপাল দাসের

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): এতদিন ছিল 'ওয়াই প্লাস' ক্যাটেগরির নিরাপত্তা বলয়ের ঘেরাটোপ। কিন্তু, জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। তাই সুরক্ষা বাড়ানো হল শ্রী রাম জন্মভূমি ন্যাস-এর প্রধান মহন্ত নিত্য গোপাল দাসের। 'ওয়াই প্লাস' থেকে বাড়িয়ে 'জেড' ক্যাটেগরি করা হয়েছে মহন্ত নিত্য গোপাল গাসের সুরক্ষ। এর ফলে একাধিক পুলিশ কর্মী সর্বদা রাম জন্মভূমি ন্যাস-এর প্রধান মহন্ত নিত্য গোপাল দাসের নিরাপত্তায় মোতায়েন থাকবেন। শুক্রবার সরকারি সূত্রে এমনই জানা গিয়েছে।

২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর অযোধ্যা জমি বিবাদ মামলার রায়দান করেছিল সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চঊ শীর্ষ আদালত জানায়, অযোধ্যার ২.৭৭ একর বিতর্কিত জমিতেই নির্মাণ হবে রাম মন্দির। মুসলিমরা মসজিদ নির্মাণের জন্য অযোধ্যাতেই বিকল্প ৫ একর জমি পাবেনঊ রাম মন্দির ট্রাস্ট তৈরি হওয়ার আগেই শ্রী রাম জন্মভূমি ন্যাস-এর প্রধান মহন্ত নিত্য গোপাল দাসের সুরক্ষা বাড়ানো হল। এতদিন 'ওয়াই প্লাস' সুরক্ষা পেতেন তিনি, এবার থেকে 'জেড' ক্যাটেগরির সুরক্ষা পাবেন মহন্ত নিত্য গোপাল দাস। প্রসঙ্গত, মহন্ত নিত্যগোপাল দাসের সুরক্ষা বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে আবেদন করেছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

কংগ্রেস-বিজেপির লড়াইয়ে ভোপালে বিনামূল্যে বিলি হচ্ছে 'ছপাক' ও 'তানহাজী'-র টিকিট

ভোপাল, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : কংগ্রেস-বিজেপির রাজনৈতিক লড়াইয়ে মধ্যপ্রদেশের ভোপালবাসীর পোয়াবারো। বিনামূল্যে বিলি হচ্ছে 'ছপাক' ও 'তানহাজী'-র টিকিট। কংগ্রেস সমর্থকরা বিনামূল্যে 'ছপাক'-র টিকিট বিলি করলেন। পাল্টা বিনামূল্যে 'তানহাজী'-র টিকিট বিলি করলেন বিজেপি সমর্থকরা। ফলে সবমিলিয়ে ভোপালবাসীদের জন্য এখন সুসময়। জেএনইউ আন্দোলনকারীদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে দীপিকা পাড়ুকোন পড়েছেন বিজেপির ক্ষোভের মুখে। দীপিকার ছবি 'ছপাক' বয়কটেরও ডাক দিয়েছেন তারা। এই অবস্থায় কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দল দীপিকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এই টানাপোড়েনের মধ্যেই ভোপালে বিনামূল্যে 'ছপাক'-র টিকিট বিলি করলেন কংগ্রেস সমর্থকরা। অন্যদিকে বিজেপি সমর্থকরা পাশে দাঁড়িয়েছে অজয় দেবগন অভিনীত ছবি 'তানহাজী'-র। তারাও পাল্টা বিনামূল্যে 'তানহাজী'-র টিকিট বিলি করলেন।

সবমিলিয়ে এই মুহুর্তে ভোপালবাসীদের পোয়াবারো। এখন ভোপালের যে বাসিন্দা যে রাজনৈতিক দলেরই সমর্থক হোক না কেন বিনামূল্যে নতুন ছবি দেখার সৌভাগ্য হচ্ছে সবারই। উল্লেখ্য, আগেই দীপিকা পাড়ুকোনের ছবি 'ছপাক'-কে করমুক্ত ঘোষণা করেছিল কংগ্রেস শাসিত রাজ্য মধ্যপ্রদেশ। এই ছবি করমুক্ত হয়েছে ছত্তীসগড়েও।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধ ক্ষমতা খর্ব করায় সায় দিল মার্কিন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস

ওয়াশিংটন, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধ ক্ষমতা খর্ব করতে সায় দিল মার্কিন কংগ্রেসের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস। বৃহস্পতিবার বিকেলে ভোটাভুটিতে এটি আনুমোদন পেয়েছে। এরপর মার্কিন সেনেটে বিলটি পাশ হলে কংগ্রেসের সঙ্গে পরামর্শ না করে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রম চালাতে পারবেন না ট্রাম্প শুক্রবার আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এ তথ্য জানায়।

খবরে বলা হয়, বৃহস্পতিবার বিকেলে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে 'ইরান ওয়ার পাওয়ার্স রেজ্যুলেশন' বিষয়ে ভোটাভুটি হয়েছে। ২২৪ ভোট পেয়ে অনুমোদন পেয়েছে। বিপক্ষে ভোট পড়েছে ১৯৪টি। এ রেজ্যুলেশনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন রিপাবলিকান রিপ্রেজেন্টেটিভ ম্যাট গেটজ, ফ্লোরিডার ফ্রান্সিস রুনি ও কেন্টাকির থমাস ম্যাসি।

তবে হাউস রিপাবলিকান লিডার কেভিন ম্যাকার্থি বলেছেন 'এ ভোট অর্থহীন'। অনুমোদনের জন্য এটি এখন সিনেটে পাঠানো হবে। হাউসের অনুমোদন পেলেও এ রেজ্যুলেশন অনেকটাই প্রতীকী। অন্য সব বিলের মতো প্রেসিডেন্টের সইয়ের জন্য পাঠানো হবে না এটি। তবে ডেমোক্র্যাটদের দাবি 'ওয়ার পাওয়ার্স অ্যাক্ট' বা যুদ্ধ ক্ষমতা আইনের বিষয়টি আলাদা। তাই এ রেজ্যুলেশনের আইনী ক্ষমতা রয়েছে।

তবে যুদ্ধ ক্ষমতা আইন সামরিক বাহিনী মোতায়েনের বিষয়টি প্রতিরোধ করে না। এ আইন অনুযায়ী, যুদ্ধের ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী ব্যবহারের বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেস উভয়ের অনুমোদন লাগবে। সেই সঙ্গে অভিযানের বিস্তারিত জানাতে হবে কংগ্রেসকে।

জেএনইউ হিংসায় আরও তিনটি অভিযোগ দায়ের : দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): গত ৫ জানুয়ারি, দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে হিংসার ঘটনায় আরও তিনটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। শুক্রবার দিল্লি পুলিশ সূত্রে এমনই জানা গিয়েছে। দিল্লি পুলিশ সূত্রের খবর, গত ৫ জানুয়ারি জেএনইউ হিংসা মামলায় আরও তিনটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ১৪টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। গত ৫ জানুয়ারি, রবিবার সন্ধ্যায় জেএনইউ ক্যাম্পাসে হামলা চালায় মুখে কাপড় বাঁধা একদল যুবক। ব্যাপক ভাঙচুর করার পাশাপাশি পড়ুয়াদেরও মারধর করা হয়। গত ৫ জানুয়ারির হামলার ঘটনায় জেএনইউএসইউ প্রেসিডেন্ট ঐশী ঘোষ-সহ মোট ৩৪ জন আহত হয়েছিলেনঊ হামলাকারীদের এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পারেনি দিল্লি পুলিশ। এদিকে, ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেওএনইউ)। শুক্রবার এমনই দাবি করেছেন জেএনইউ-র উপাচার্য এম জগদীশ কুমার। উপাচার্য জানিয়েছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিস্থিতি এখন শান্তিপূর্ণ ও স্বাভাবিক। অ্যাকাডেমিক স্বার্থে আমরা প্রতিটি পড়ুয়াকেই আমরা সহায়তা করব।'

শিলিগুড়িতে অপহৃত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট উত্তরপ্রদেশের কুশীনগরে, সন্দেহ পুলিশের

শিলিগুড়ি,১০ জানুয়ারি (হি.স): শিলিগুড়িতে অপহৃত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট উত্তরপ্রদেশের কুশীনগরে আছেন বলে মনে করছে পুলিশ। গত মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ির সেবক রোড থেকে অপহরন করা হয় তাকে। তাকে বিহার পার করে উত্তরপ্রদেশের কুশীনগরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। কুশীনগর বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের তীর্থস্থান। শিলিগুড়ির থেকে যার দূরত্ব প্রায় ৬০০ কিমি। গোয়েন্দারা মনে করছেন, নিখোঁজ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কিসান আগরওয়াল রয়েছেন ওই জায়গারই কাছাকাছি।

গত মঙ্গলবার সকালে 'ক্লায়েন্টদের' সঙ্গে বৈঠক করার কথা বলে বাড়ি থেকে বার হন কিসান। তারপর থেকে তিনি নিখোঁজ। রাতে দুই দফায় বাড়িতে পাঁচ কোটি টাকা মুক্তিপণের ফোন আসে। পুলিশ রাত থেকেই তদন্তে নামে। বুধবার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলার পর কিসানের মোবাইল নম্বর এবং বাড়িতে আসা দু'টি মোবাইল নম্বরের তথ্য ঘেঁটে তদন্তকারীরা দেখেন, কিসানের ফোনটি শেষবার কুশীনগরে সক্রিয় ছিল। রাত ১১টা নাগাদ হোয়াটসঅ্যাপের সঙ্গে মোবাইলটিও বন্ধ হয়ে যায়। তা হলে কি ওই কিসান আগরওয়ালকে অপহরণ করে উত্তরপ্রদেশের কোথাও রাখা হয়েছে ? নাকি সেখান থেকে পরে তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ? এটাই এখন খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা।

পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার রাতে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে শিলিগুড়ি পুলিশ। কমিশনারেট আলাদা তদন্তকারী দলও গঠন করেছে। বিহারের ভাগলপুরে কিছু সূত্র মেলায় সেখানেও খোঁজখবর শুরু হয়। বৃহস্পতিবারই একটি দল কিসান সেখানে খোঁজে গেছে। শুক্রবার শিলিগুড়ি পুলিশের পূর্ব তল্লাটের এসিপি সুরিন্দর সিংহ বলেন, 'পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অপরহণের মামলা রুজু করা হয়েছে।'

কমিশনারেট সূত্রের খবর, কিসানদের আদি বাড়ি ছিল শহরের মিলনপল্লি এলাকায়। কয়েক বছর আগে বাড়ি বেচে গোটা পরিবার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে ফ্ল্যাট কেনেন। নিজের গাড়ি থাকলেও মোটরবাইকেই যাতায়াত করতেন তিনি। ক্লায়েন্টদের সংস্থার গোটা মাসের হিসেব খুঁটিনাটি তিনি প্রতিমাসে একবার করে সেই সংস্থায় গিয়ে দেখে আসতেন। এছাড়াও নিজের অফিসেও ফাইলপত্র এনে কাজ করতেন। কিছু দিন ধরে সিএ হিসেবে কাজ ছাড়াও বিভিন্ন সংস্থায় লগ্নির পরামর্শও দিতেন তিনি। রবিবারই বেঙ্গালুরু থেকে স্ত্রীকে নিয়ে ফেরেন। সেখানে ওজন কমানোর জন্য চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন। শিলিগুড়ির ফিরে সোমবার থেকে তিনি কাজে যোগ দেন। এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিখোঁজ হন কিসান। তদন্তকারী অফিসারেরা জানিয়েছেন, হিসেব সংক্রান্ত ব্যবসা ছাড়াও লগ্নির সংক্রান্ত কোনও লেনদেনের জেরে সমস্যা হয়েছে কি না, তা দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে, কোনও গ্রাহক বা সংস্থার সঙ্গে টাকাপয়সা সংক্রান্ত লেনদেন নিয়ে কিছু হয়েছে কি না, তা দেখতে তাঁর পরিবার এবং অফিসের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। বেঙ্গালুরু থেকে ফেরার পর তিনি কিছুটা মানসিকভাবে অস্থির ছিলেন বলে গোয়েন্দারা খবর পেয়েছেন। নিখোঁজ হওয়ার দিন প্রথম ফোন করে তিনি স্ত্রীকে ১২ লক্ষ টাকা তৈরি রাখার জন্য বলেছিলেন। একজন গিয়ে সেই টাকা নিয়ে আসবে বলেও জানিয়েছিলেন। সেই জায়গা থেকে টাকা লেনদেনের জেরেই ঘটনাটি কি না খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি সড়কে পথ দুর্ঘটনায় আহত দু'জন

রাজগঞ্জ, ১০ জানুয়ারি (হি. স.) : শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি সড়কের বন্ধুনগর এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন দু'জন। শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহতরা হলেন কৌশিক রায় (২০) ও বিপুল রায় (১৯)। তাঁদের বাড়ি ভুটকিহাট এলাকার দেমদেমা গ্রামে। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্ত করছে আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ওই দুই বাইকে আরোহী জলপাইগুড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। বিপরীত দিক থেকে আসা একটি গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে দুর্ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। আহতদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গিয়েছে, দু'জনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। এদিকে দুর্ঘটনার জেরে এদিন জাতীয় সড়কে যান চলাচল কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে পড়ে। পুলিশি তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার তদন্ত শুরু করছে পুলিশ।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

অজয়কে ছাপিয়ে স্টার হয়ে গেলেন সেফ-ই

অভিনয়:অজয় দেবগন, সেফ আলি খান, কাজল, শরদ কেলকারহাতিশালে হাতি ছিল। ঘোড়াশালে ঘোড়া। ছিল প্রবল পরাক্রমী বীর সেনাও। তবু যুদ্ধ জেতা হল না। মরাঠাদের গড় দখল করেও সেই হাতছাড়াই হয়ে গেল মুঘলদের।এবং কী আশ্চর্য! ছবির কাহিনির সঙ্গে কেমন ছত্রে ছত্রে মিলেমিশে গেল ''তানাজি''র ভাগ্যও। অজয় দেবগন, সেফ আলি, কাজল, শারদ কেলকারদের মতো জাত অভিনেতারা আছেন। আছে দুর্দান্ত ভিএফএক্সে জীবন্ত হয়ে ওঠা মারকাটারি যুদ্ধ, রোমহর্ষক হিংস্রতার দৃশ্যায়ন, লার্জার-দ্যান-লাইফ চোখ ধাঁধানো সেটে তুমুল নাটকীয়তা, জমকালো কোরিওগ্রাফি এবং মানানসই রাজকীয় মেজাজ এনে দেওয়া গান, ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর। অবশ্যই আছে দুর্দম পৌরুষ, তুমুল দেশপ্রেম, অবিচল কর্তব্যবোধে মোড়া বারো আনার সঙ্গে ড্রামা-ইমোশন-সেন্টিমেন্ট-কমেডির পাঁচমিশেলি চার আনায় ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা বীরগাথার জমাটি বিনোদন। তবু শেষরক্ষা হল কই? এমন ভরপুর ভিস্যুয়াল ট্রিট এবং দমদার এন্টারটেনার হয়েও স্রেফ তাতেই আটকে রইল ''তানাজি''। বাস্তবজীবনের চেয়ে অকারণে বড় বেশি বড় হয়ে ওঠা চরিত্রায়নে, অযথা অতিনাটকীয় কার্যকলাপে এবং অনর্থক ঢিমেতালে বলা গল্পে তার চেয়ে বেশি কিছু আর করা হয়ে উঠল না ওম রাউত পরিচালিত, অজয় দেবগন প্রযোজিত এই বিগ বাজেট ছবির।সতেরো শতকে মুঘলদের হাত থেকে কোন্ধনা গড় পুনরুদ্ধারে প্রবল পরাক্রমী মরাঠা বীর তানাজির গৌরবময় ভূমিকার বীরগাথা নিয়েই এ ছবি। নাম ভূমিকায় অজয় দেবগন স্বয়ং। ছত্রপতি শিবাজীর (শরদ কেলকার) ডান হাত তানাজি মালুসরেকে কোন্ধনা গড়ে ফের মরাঠা স্বরাজ কায়েমের শপথ করিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী বাবা। সে যুদ্ধেই শিবাজিকে পরাস্ত করে পুরন্দর চুক্তিতে কোন্ধনা-সহ ২৩টি গড় ছিনিয়ে নেয় মুঘল সম্রাট অওরঙ্গজেব ওরফে আলমগীরের যোদ্ধাবাহিনী। তারপরেই মরাঠাদের সম্মান ও স্বরাজ ফেরাতে বদ্ধপরিকর হন ছত্রপতি শিবাজি। অন্য দিকে, উত্তর ভারত জুড়ে মুঘল শাসন কায়েমের পর এ বার গোটা দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তারে নিজের বিশ্বস্ত যোদ্ধা রাজপুত সেনাপতি উদয়ভান রাঠৌরকে ভার দেন আলমগীর। পরাক্রম, ক্রূরবুদ্ধি ও নৃশংসতায় যার জুড়ি মেলা ভার। বাবাকে দেওয়া কথা এবং শিবাজি রাজের প্রতি অটুট আনুগত্যে স্ত্রী সাবিত্রী (কাজল) এবং ছেলে রায়ভা-র সুখী পরিবার, ছেলের বিয়ের যাবতীয় আয়োজন ফেলে রেখে একক নেতৃত্বে মরাঠা বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তানাজি। দু''দলের বিশ্বাসঘাতকদের ছলচাতুরিতে, উদয়ভানের হাত থেকে বোন কমলকে বাঁচাতে চাওয়া রাজপুত নেতার সহায়তায়, তুমুল বীরত্ব-প্রবল আনুগত্যের মোড়া রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নিজের প্রাণ খুইয়েও মরাঠাদের মান বাঁচাতে সমর্থ হন তিনি। তাঁর একক লড়াইয়ে ফের কোন্ধনা গড়ে মাথা তোলে মরাঠা স্বরাজের গেরুয়া পতাকা।কাজল - অজয় একসঙ্গেচেনা ছকের লার্জার-দ্যান-লাইফ পিরিয়ড পিসে একাধারে পরাক্রমী পৌরুষ, শৌর্য-বীর্যের মূর্ত প্রতীক, প্রবল দেশপ্রেমিক এবং দায়িত্ববান পত্নীনিষ্ঠ স্বামীর ভূমিকায় অজয় দেবগনকে যেমনটা লাগার কথা ছিল, ঠিক তেমনই লেগেছে। এক দিকে তিনি বীরপুরুষ-সুলভ চোখা চোখা নাটকীয় সংলাপে, মরাঠা জাত্যাভিমানে, শিবাজী রাজের প্রতি অটুট আনুগত্যে, তুখোড় যুদ্ধসকৌশলও অস্ত্রচালনায়, দড়ি বেয়ে অতল খাদ পেরোনো বা দুর্গম পাহাড় চড়ার অনায়াস বীরত্বে নজর কাড়েন। অন্য দিকে সেই তিনিই ছেলের বিয়ে নিয়ে আবেগে চোখের জল ফেলা স্নেহশীল পিতা কিংবা স্ত্রী-র সাধপূরণে দুজনকে এক ফ্রেমে দেখতে পাওয়ার আয়না কেনা প্রেমিক স্বামী।শিবাজীর ভূমিকায় বলিষ্ঠ অভিনেতা শরদের জাত্যাভিমানের প্রমাণটুকু দেওয়া ছাড়া তেমন কিছু করার ছিল না। পতিব্রতা স্ত্রীর দায়িত্বপালন এবং এক-আধটা রোমান্টিক মুহূর্ত ছাড়া বিশেষ কিছু করার ছিল না কাজলেরও।তবে অজয় দেবগনের বীরগাথার এ কাহিনিতে চোখ টেনেছেন অবশ্যই সেফ আলি খান। তলোয়ারের এক কোপে হাতির শুঁড়, মরাঠা সেনা কিংবা নিজের বাহিনীর বিশ্বাসঘাতকের মাা উড়িয়ে দিতে এতটুকু হাত না কাঁপা, নিজে হাতে অবলীলায় কুমিরের রোস্ট থেকে মাংস খুবলে নেওয়া নৃশংসতা, বিপক্ষের চোখে ধুলো দেওয়া চাতুর্য, প্রেমিকার সম্মতি ছাড়া তাঁকে অধিকার করতে না চাওয়া পৌরুষে এবং স্রেফ দৃষ্টি ও হাসির ক্রুর হিংস্রতার মিশেলে সেফের উদয়ভান বারবারই ছাপিয়ে গিয়েছেন বাকিদের। এবং বোধ হয় নিজেকেও। এ ছবি তাই তানহাজির পাশাপাশি উদয়ভানেরও নিঃসন্দেহে।লড়াই এবং যুদ্ধের প্রস্তুতির দৃশ্যগুলোয় প্রযুক্তির অনবদ্য ব্যবহা, রাজকীয় সেট, কেক্কো নকাহারার দুর্দান্ত সিনেম্যাটোগ্রাফি কিংবা অজয়-অতুলের জমজমাট ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর এবং চোখ ধাঁধানো কোরিওগ্রাফিতে এ ছবিতে বিনোদনের উপাদানের খামতি নেই। খুচরো কিছু লজিক্যাল ভ্রান্তি বাদ দিলে অ্যাকশন-ড্রামা-পিরিয়ড পিস প্রেমীদের নিরাশ হওয়ার কথাও নয়। বেশ কিছু দৃশ্য সত্যিই তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতোও।বাধ সাধল শুধু ছবির গতি এবং ইতিহাসের মূল গল্পকে অযথা টেনে লম্বা করে তুমুল অতিনাটকীয় রূপায়ণ!

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে বাঁচতে কী করবেন ?

প্রতিদিনের তাড়াহুড়ো আর ব্যস্ততার মধ্যেও দুর্ঘটনা এড়াতে যে ক'টা জরুরি বিষয় মাথায় রাখতে হয়, তার মধ্যে গ্যাস সিলিন্ডার ভালোভাবে বন্ধ হয়েছে কিনা, তা জানা খুবই জরুরি। তবে যদি কখনো মনের ভুলে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয় তবে তা থেকে নিজেকে কীভাবে বাঁচাবেন। জেনে রাখা ভালো, বেশকিছু জরুরি বিষয়ে নজর রাখলেই এড়ানো যায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ। সিলিন্ডারের পাইপ, গ্যাসের রেগুলেটর ইত্যাদির ক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখলেই বাড়িকে নিরাপদ রাখা যায়। জানেন কি, ঠিক কোন কোন দিকে যত্নবান হলে বাড়িকে সুরক্ষা দেয়া যায়।

আসুন জেনে নেই গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে বাঁচতে কী করবেন?

সাবান ব্যবহার

অনেকেই পাইপ পরিষ্কার করতে সাবান ব্যবহার করে। এটা অত্যন্ত ভয়ের। পরিষ্কার শুকনো কাপড় ব্যবহার করুন। খুবনোংরা হলে হালকা করে জলে ভিজিয়ে নিন কাপড়। সেই কাপড়েই পরিষ্কার করুন গ্যাসের পাইপ।

পাইপ বদলান

পাইপ পরিস্কার করতে অনেকে গ্যাসের পাইপের গায়ে কোনও কন্ধাপড় বা প্লাস্টিক দিয়ে মুড়িয়ে রাখবেন না। এমন করলে পাইপ থেকে গ্যাস লিক হলে ধরা পড়বে না। একই পাইপ বছরের পর বছর ব্যবহার না করে প্রতি দুই থেকে তিন বছর অন্তত বদলে ফেলুন।

গ্যাসের রেগুলেটর

গ্যাসের রেগুলেটরের নজল ভালো করে পাইপ দিয়ে ঢেকে রাখুন। গ্যাস বন্ধ করে বেরোনোর আগে দেখে নিন গ্যাসের পাইপ যেন কোনোভাবে গরম বার্নারের গায়ে লেগে না থাকে।

পাইপ পরিষ্কার করতে অনেকে গ্যাসের পাইপের গায়ে কোনও কাপড় বা প্লাস্টিক দিয়ে মুড়িয়ে রাখবেন না। এমনকরলে পাইপ থেকে গ্যাস লিক হলে ধরা পড়বে না। একই পাইপ বছরের পর বছর ব্যবহার না করে প্রতি দুই থেকে তিন বছর অন্তর বদলে ফেলুন।

গ্যাসের রেগুলেটর

গ্যাসের রেগুলেটরের নজল ভালো করে পাইপ দিয়ে ঢেকে রাখুন। গ্যাস বন্ধ করে বেরোনোর আগে দেখে নিন গ্যাসের পাইপ যেন কোনোভাবে গরম বার্নারের গায়ে লেগে না থাকে।

দেশলাই ব্যবহারের

সিলিন্ডার গরম হতে পারে এমন কোনও কাজ করবেন না। অনেকেই গ্যাসের রেগুলেটর বা দেশলাই ব্যবহারের পর অবহেলার সঙ্গে তা রেখে দেন

সন্তান ধারণে ব্যর্থ হলে যা করবেন

সন্তান লাভের চেষ্টা করছেন কিন্তু সে চেষ্টা বরবার ব্যর্থ হচ্ছে। দাম্পত্য জীবনে এমন দুঃখজনক সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। কোনো দম্পতি সন্তান নিতে যাচ্ছে কিন্তুতাদের যে ইচ্ছা সফল হচ্ছে না। এ জন্য দুটো সমস্যা থাকতেপারে। যিনিপিতা হতে চাচ্ছেন তার শুক্রকীটের সমস্যা থাকতে পারে।

অন্যদিকে যিনি মা হতে চাচ্ছেন তার ডিম্বাণু সংক্রান্ত সমস্যা থাকতে পারে। এ ধরনের দম্পতিকে সাব ফার্টাইল বা ইন ফার্টাইল বলে অভিহিত করা হয়। 'আসুন জেনে নেই সন্তান ধারণে ব্যর্থ হলেযা করবেন

গুড টাইমিং' খুবই জরুরি

সবার ক্ষেত্রে এ কথা সত্য না হলেও স্বাভাবিক নিয়ন অনুযায়ী মেয়েদের মাসিকের গড় চক্রকালে ২৮ দিন অনেকের অবশ্য মাসিক অনিয়মিতও হয়ে থাকে। তাই 'ওভুলেশন' বা ডিম্বোস্ফোটনের সাতদিন পর্যন্ত স্বামী বা পার্টনারের সঙ্গে সহবাস করলে একজন নারীর গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সবচেয়ে বেশি।

মানসিক চাপকে দূরে রাখুন

সন্তান না হওয়ার করাণে অনেক নারী মানসিক চাপে ভোগেন। আবার আমাদের সমাজে পরিবার এথকেও চাপ আসে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের চাপকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের মতো করে থাকাটা ভালো। কারণ জোর করে সন্তান ধারণ করা বা সন্তানের মা হওয়া যায় না। এছাড়া মানসিক চাপ থাকলে তা শেষ পর্যন্ত সন্তানের জন্যও মঙ্গলজনক হয় না।

খাওয়া-দাওয়া

গর্ভধারণ করতে চাইলে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও কিছুটা সচেতন হতে হবে। যেমন আপনার খাবারের তালিকায় ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার থাকা জরুরি। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের বাদাম ও দুধ বা জাতীয় খাবারও গর্ভধারণে সহায়তা করে।

ফলিক অ্যাসিড বা আয়রণ ট্যাবলেট

গর্ভধারণ সহজ করার জন্য, অর্থাৎ জননক্ষমতা বাড়তেও জরায়ু সুস্থ রাখতে কিছু নিয়ম মানাযেতে পারে। এক্ষেত্রে ফলিক অ্যাসিড ও আয়রণ ট্যাবলেট সেবন করতে পারেন। তবে তা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে।

হতাশা

কিছুদিনন চেষ্টার পর সফল না হলে মন খারাপ বা নিজেকে দায়ী করার কিন্তু কোনো কারণ নেই। অনেকের ক্ষেত্রে সময় বেশি লাগতে পারে। আসলে গর্ভধারণ নির্ভর করে নারী, তাঁর জননক্ষমতা, ওভুলেশন বা ডিম্বোস্ফোটনের তারিখ, নারীর সাধারণ স্বাস্থ্য এবং জীবনযাত্রার ওপর।

'গুড টাইমিং' কখন?যদিও ডিম্বোস্ফোটনের একেবারে সঠিক সময় বোঝা কঠিন, তারপরেও বেশিরভাগ মেয়েরই ঋতুস্রাব শুরুর ১০ থেকে ১৫ দিন আগে ডিম্বোস্ফোটন হয়। অর্থাৎ এটাই সবথেকেউর্বর সমৈয়। কাজেই হিসেব করে সেভাবে যৌনমিলন হলে নারী গর্ভবতী হতে পারে। তবে শরীরে অন্য কোনো সমস্যা থাকলে অন্য কথা।

দেশকে টুকরো করছে যাঁরা, তাঁদের পাশে আপনি ? দীপিকাকে প্রশ্ন স্মৃতির

নিজস্ব প্রতিবেদন: জ্বাঙ্খড কাণ্ডে পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়ানো নিয়ে এবার দীপিকা পাড়ুকোনকে একহাত নিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। দীপিকা তাঁদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন যাঁরা এই দেশটাকে ভেঙে টুকরো করে ফেলতে চাইছে।বৃহস্পতিবার চেন্নাইয়ে একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। সেখানেই সঞ্চলক স্মৃতিকে দীপিকার জ্বাঙ্খড ক্যাম্পাসে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন করেন। তারই উত্তরে স্মৃতি বলেন, ''''দীপিকা কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক তা আগেই বোঝা গিয়েছিল।(প্রসঙ্গত সম্প্রতি ভাইরাল ২০১১ সালের একটি সাক্ষাতকারের ভিডিয়ো প্রসঙ্গেই একথা বলেন স্মৃতি। যেখানে রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী দেখতে চেয়েছিলেন অভিনেত্রী) আমার মনে হয় যাঁরা এই খবরটি পড়বেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন যে আপনি কাদের পাশে দাঁড়াতে চলেছেন। দীপিকা তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন যাঁরা এই দেশটাকেই ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চাইছে। যাঁরা ঋট্রঞ্চ জওয়ানের মৃত্যু উদযাপন করে তাঁদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন দীপিকা।''''প্রসঙ্গত, গত রবিবার জ্বাঙ্খড ক্যাম্পাসে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। যে হামলায় আহত হন ঐশী ঘোষ সহ বেশকিছু পড়ুয়া। জখম হন এক অধ্যাপকও। আর এই ঘটনার পরই বলিউড তারকাদের একাংশ জ্বাঙ্খড-এর পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়ান। পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়াতে জ্বাঙ্খড ক্যাম্পাসে যান দীপিকা পাড়ুকোন। আর এরপরই একাংশের ক্ষোভের মুখে পড়েন দিপ্পি। নেটিজেনদের একাংশ দীপিকার ''ছবি'' ''ছপক'' বয়কটের ডাক দেয়। আবার বিজেপি নেতাদেরও একাংশের রোষের মুখে পড়েন দীপিকা। বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র এবং তেজিন্দর বগ্গার কটাক্ষের মুখে পড়েন ''ছপক'' অভিনেত্রী। তবে অবশ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর অবশ্য বলেন, 'এটি একটি গণতান্ত্রিক দেশ যেকোনো শিল্পীর যেখানে খুশি গিয়ে তার মতামত প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে।'মুক্তির আগে সিনেমাটির বিশেষ প্রদর্শনীতে অংশ নেন দীপিকার স্বামী অভিনেতা রণবীর সিং। সিনেমাটি দেখার পর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ''পদ্মাবত''খ্যাত এই তারকা। ''ছপাক''-এ দীপিকার অভিনয় দেখে তিনি বিস্মিত বলেও জানিয়েছেন।রণবীরের ভাষ্যে, দীপিকাকে নিয়ে কখনও বেশি গর্বিত হইনি। তবে সে এই সিনেমাটির প্রাণ।ইন্সটাগ্রামে দীপিকাকে উদ্দেশ্য করে রণবীর সিং লেখেন, এই বিশেষ কাজটি করতে তুমি যে নিরলস পরিশ্রম করেছ, এর সাক্ষী আমি। এই প্রজেক্টের পেছনে তুমি ইঞ্জিনের মতো কাজ করেছ এবং তুমি সিনেমাটির প্রাণ। সততার সঙ্গে পরিশ্রম করেছ। নানা চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে নিখুঁতভাবে কাজ করেছ এবং লড়াই করেছ।''নানা ভয়ের মুখোমুখি হয়ে একজন নির্মাতা হিসাবে তুমি এবং তোমার দল আজ বিজয়ী। আমি যতটুকু ভেবেছিলাম, তুমি এর চেয়েও বেশি ভালো অভিনয় করেছ। সিনেমায় তোমার নৈপুণ্য দেখে আমি সত্যি বিস্মিত।''অ্যাসিড সন্ত্রাসের শিকার লক্ষ্মী আগারওয়ালের চরিত্রে ''ছপাক'' সিনেমায় অভিনয় করেছেন দীপিকা পাড়ুকোন। অভিনয়ের পাশাপাশি সিনেমাটি প্রযোজনাও

সিভি লেখার আগে যেসব বিষয় খেয়াল রাখবেন

চাকরির ক্ষেত্রে সিভি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। চাকরি হবে কিনা তাও বেশিরভাগ সময় নির্ভর করে আপনার সিভিটা কতটা ব্যতিক্রম। সিভি ফার্স্ট ইমপ্রেশন তৈরি করতে যে সাহায্য করবে সেটা নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

আসুন জেনে নেই সিভি লেখার আগে যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।

বেকারত্ব

আপনার চাকরি জীবনের ধারাবাহিকতায় দেখা গেল ছয় মাস আপনি বেকার ছিলেন, এই ধরনের গ্যাপ প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ বিভাগ পছন্দ করে না। তাই সিভিতে এই বিষয়গুলো এড়িয়ে চলুন।

নেটওয়ার্ক

আপনি যে বিষয়ে পড়াশুনা করলেন কিংবা আপনার, অভিজ্ঞতা কতটুকু ভালো সেগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং আপনার চাকরিদাতা দেখবে আপনার নেটওয়ার্কয়ের ক্ষমতা কতটুকু।

ইমেইল আইডি

আপনার ইমেইল ঠিকানার মাধ্যমে আপনার ব্যক্তিত্ব অনেকটাই বোঝা যায়। তাই খেয়াল রাখতে হবে উদ্ভট কিংবা অশালীন অর্থ বহন করে এইরকম কোনও ইমেইল আইডি সিভিতে দেবেন না।

এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার তথ্য

আপনার বয়স যদি ৫০ কিংবা ৬০ হয়, কিংবা কোনও সিনিয়র পোস্টে চাকরির আবেদনের ক্ষেত্রে আপনার এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার তথ্য সিভিতে দিতে যাবেন না।অভিজ্ঞতা আপনার সিভিতে সবচেয়ে বেশি জায়গা ব্যবহার করবেন আপনার অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে। কারণ আপনার চাকরিদাতা এই অংশটিই সবচেয়ে খুঁটিয়ে পড়েন।

চাকরির সঙ্গে মিলিয়ে সিভি বানান

যে চাকরির জন্য আবেদন করছেন সে চাকরির সঙ্গে মিলিয়ে সিভি বানান। একই সিভি সব জায়গায় জমা দেবেন না।

দুই পাতা

চাকরি জীবন শুরু করতে যাচ্ছেন? তাহলে সিভি বানাবেন এ ফোর সাইজের এক পাতায় আর সিনিয়র হলে দুই পাতায়। এর বেশী কখনোই নয়।

বলপূর্বক সারাকে চুম্বনের চেষ্টা ভক্তের

জিমে ওয়ার্কআউট সেরে বাড়ি ফিরছিলেন বলিউড অভিনেত্রী সারা আলি খান। ভক্তদের আবদারে রাখছিলেন সেলফির অনুরোধ। আচমকাই ভিড় ঠেলে একজন ভক্ত ছুটে এলেন সারার কাছে।

সারার দিকে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেকের কায়দায় সারার হাত চেয়ে নিতেই ঘটে গেল বিপত্তি।সারার হাত টেনে নিয়ে কিছুটা জোর করেই চুমু খেতে গেলেন সেই ভক্ত। ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে যান সারা। ছিটকে গিয়ে সরিয়ে নেন হাত। পাশে থাকা বডিগার্ডও সেই ভক্তকে মারতে উদ্যত হন। পুরো ঘটনাটি ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। ঘটনার ভিডিও প্রকাশ পেতেই ওই ভক্তের উপর রেগে যান সারা অনুরাগীরা।কমেন্ট সেকশনে একজন লেখেন, ''সারা সবসময় তার ফ্যানদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন বলে এই নয় যে তার সঙ্গে যা ইচ্ছা করা যায়।'' আরেকজন লেখেন, ''সারা ভাল বলে কিছু বলেনি। একজন ফ্যান হিসেবে নিজের লিমিট বোঝা উচিত।''তবে যেভাবে ঠাণ্ডা মাথায় গোটা পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন অভিনেত্রী, তাতে তার প্রশংসায় ফেটে পড়েছেন নেটিজেনেরা।

মানব দেহের কিছু অজানা মজার তথ্য জেনে নিন

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। কতটুকও জানেন আপনি আপানার দেহ সম্পর্কে, তবে এবার আপনাদের জানাবো মানব দেহের আজব কিছু নতুন তথ্য। এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা আপনার সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু আপনি নিজেই জানেন না। নিচে বিস্তারিত তুলে ধরা হলঃ১) আপনার মতো চেহারার প্রায় ৬ জন মানুষ রয়েছে পৃথিবীতে এবং আপনার পুরো জীবনে প্রায় ৯ু সম্ভাবনা রয়েছে আপনার চেহারার কারও সাথে দেখা হওয়ার।২) আপনি যদি দিনের প্রায় ১১ ঘণ্টা বসে কাটান, তাহলে আপনার আগামী ৩ বছরের মধ্যে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ৫০ু।৩) বালিশ ছাড়া ঘুমানোর অভ্যাস আপনার ঘাড় ও গলার ব্যথা থেকে মুক্তি দিতে পারে এবং এর পাশাপাশি মেরুদণ্ড সুস্থ রাখে। ৪) একজন মানুষের উচ্চতা নির্ধারিত হয় তার বাবা ও তার ওজন নির্ধারিত হয় মায়ের মাধ্যমে।৫) মানুষের মস্তিষ্ক ৩ টি জিনিসের দিক থেকে নজর ফেরাতে পারে না, তা চোখের নজর হোক বা মনের নজর হোক।

আর সে ৩ টি জিনিস হচ্ছে খাবার, আকর্ষণীয় মানুষ ও বিপদ।৬) ডানহাতি মানুষেরা খাবার চিবোনোর সময় ডান চোয়াল ব্যবহার করেন।৭) অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মতে, ''যদি পৃথিবীতে মৌমাছি না থাকে তাহলে পৃথিবীর সব মানুষ ৪ বছরের মধ্যে মারা যাবে''।৮) পৃথিবীতে এত বেশি প্রজাতির আপেল রয়েছে যে, আপনি যদি প্রতিদিন ভিন্ন প্রজাতির ১ টি করে আপেল খান, তারপরও সবপ্রজাতির আপেল খেতে আপনার ২০ বছর সময় লাগবে।৯) আপনি খাবার ছাড়া প্রায় ৪ সপ্তাহ অর্থাত ২৮ দিন বেঁচে থাকতে পারলেও ১১ দিন না ঘুমালে আপনার মৃত্যু অনিবার্য।১০) যারা অনেক বেশি হাসেন তারা অন্যান্য মানুষের তুলনায় অনেক বেশি সুস্থ এবং ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী। বলা হয় বিষণ্ণতা রোগের সবচাইতে বড় ওষুধ হল হাসি।১১) ধূমপানের কারণে যত মানুষ মারা যায়, ঠিক তত মানুষই অলসতা এবং পরিশ্রমবিহীন জীবনের জন্যও মারা যান।১২) উইকিপিডিয়াতে যত তথ্য রয়েছে, মানুষের মস্তিষ্ক তার চেয়েও ৫ গুণ তথ্য ধারণ করার ক্ষমতা রাখে।১৩) আমাদের দেহ ৩০ মিনিটে যতটা তাপমাত্রা নির্গত করে তা দিয়ে দেড় লিটার জল ফুটানো সম্ভব।১৪) আমাদের পাকস্থলীতে যে অ্যাসিড রয়েছে, তা দিয়ে রেজর ব্লেড গলিয়ে ফেলা সম্ভব।১৫) মানুষ আনমনে আপনার জুতোর দিকে নজর দেবেন এটি মানুষের প্রাকৃতিক ব্যাপার। তাই সুন্দর জুতো পড়ুন। কারণ মানুষ অনেক সময় জুতো দেখেই ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করে ফেলেন।

মহারানী তুলসিবতী বালিকা বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ । ছবি- নিজস্ব।

ছবি প্রকাশ করে জেএনইউ হিংসার জন্য বামপন্থী পড়ুয়াদের দায়ী করল দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : ছবি প্রকাশ করে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে(জেএনইউ)-এর হিংসার একপ্রকার বামপন্থী ছাত্রছাত্রীদের দায়ী করল দিল্লি পুলিশ। গত ৪ জানুয়ারি জেএনইউ-এর সার্ভার রুমে হামলার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সভানেত্রী ঐশী ঘোষের জড়িত থাকার দাবি করে পুলিশ। তবে হস্টেলে হামলাকারীদের সম্পর্কে তথ্য নেই পুলিশের হাতে।

শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করেন দিল্লি পুলিশের ডিসিপি তথা জেএনইউ কাণ্ডে ঘটিত তদন্তকারী সিট-এর শীর্ষ আধিকারিক জয় তিরকে। তাঁর দাবি, পাঁচ তারিখে যে হিংসায় ঐশী ঘোষ-সহ ৩৪ জন আহত হয়েছেন, তার আগেও দু'দিন লাগাতার মারধর ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। এই হিংসায় নেতৃত্ব দিয়েছিল চারটি বামপন্থী সংগঠন। এ ব্যাপারে পুলিশের পক্ষ থেকে ছবিও প্রকাশ করা হল সাংবাদিক বৈঠকে। পুলিশ জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবার ১-৫ জানুয়ারি অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের সিদ্ধান্ত নেয়। এর বিরোধিতা করে এসএফআই, আইসা, এআইএসএফ, ডিএসএফ। পুলিশ জানিয়েছে, অনেক পড়ুয়া রেজিস্টার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চার বাম ছাত্র সংগঠন ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীলরা পড়ুয়াদের তা করতে বাধা দেয়। পুলিশ গত সপ্তাহে হিংসার ঘটনায় নয় সন্দেহভাজনের ছবি প্রকাশ করেছে। তাঁদের বেশিরভাগই বাম নিয়ন্ত্রিত ছাত্র সংসদের সঙ্গে যুক্ত। এরা হলেন চুনচুন কুমার, পঙ্কজ মিশ্র, ঐশি, ওয়াশকর বিজয়, সুচেতা তালুকদার, প্রিয় রঞ্জন, দোলন সবন্ত, যোগেন্দ্র ভরদ্বাজ ও বিকাশ পটেলের নাম করেছে। তাঁদের মধ্যে দুজন এবিভিপি-র সঙ্গে যুক্ত বলে খবর। বাকিরা বাম ছাত্র সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত।

পুলিশ জানিয়েছে আগের দুই দিনের এই বিক্ষোভের জেরেই পাঁচ জানুয়ারি সবরমতী হস্টেলে হামলা হয়। তবে, ওই হামলায় এখনও কাউকে শনাক্ত করা যায়নি। ৫ জানুয়ারি যে সবরমতী হস্টেলে হামলার তদন্ত নিয়ে দিল্লি পুলিশ বলছে, পাঁচ জানুয়ারি হামলা চালানো হয় সবরমতী হস্টেলে। সেখানেও বেছে বেছে কিছু পড়ুয়াকে আক্রান্ত হতে হয়। এখানেই আক্রান্ত হন ঐশী ঘোষ-সহ ৩৪ জন। কিন্তু, ওই সময় অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া এদের মুখ ঢাকা ছিল। তাই, এদের শনাক্ত করতে সমস্যা হচ্ছে পুলিশের। তাছাড়া সিসিটিভি রেকর্ডিংও মেলেনি। কারও ফোনে ভিডিও-ও নেই। আমরা যে কয়েকজনকে শনাক্ত করেছি, সবটাই ভাইরাল ভিডিও দেখে।

জেল হেফাজতে দুই বাংলাদেশি যুবক

বসিরাট, ১০ জানুয়ারি (হি. স.) : শুক্রবার বসিরহাট ঘোজাডাঙ্গা সীমান্ত থেকে ধৃত দুই বাংলাদেশিকে তোলা হয় বসিরহাট মহকুমা আদালতে। ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে বসিরহাট সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের সময় বিএসএফের হাতে ধরা পড়ে ইদ্রিস গাজী ও রাসেল গাজী নামে দুই বাংলাদেশি যুবক। ধৃতরা বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার বাসিন্দা। যেখানে সীমান্ত তোমার করতে দেখে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে কোন বৈধ পরিচয় পত্র দেখাতে না পাড়ায় তাদের গ্রেফতার করে বিএসএফের ১৫৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। তোদের অনুপ্রবেশের অভিযোগে তুলে দেওয়া হয় বসিরহাট থানার পুলিশের হাতে। শুক্রবার ওই দুই যুবককে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠায় বসিরহাট থানার পুলিশ।

আজকের রিপোর্টে স্পষ্ট হয়ে গেল বামেরাই হামলার পিছনে : প্রকাশ জাভড়েকর

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : আজকের রিপোর্টে স্পষ্ট হয়ে গেল বামেরাই হামলার পিছনে। নিজেরা তাণ্ডব করে আরএসএস, এবিভিপির নাম জড়িয়েছে। দিল্লি পুলিশের সাংবাদিক বৈঠকের পর একথা বলেন কেন্দ্রীয় তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর।

শুক্রবার বিকেলেই দিল্লি পুলিশের সদর দফতরে জেএনইউ-হামলার তদন্ত নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন যুগ্ম কমিশনার জয় তিরকে ও মুখপাত্র এমএস রান্ধাওয়া। তিরকে জানান, মোট ৯ জন হামলাকারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তার মধ্যে যেমন বাম বিরোধী সংগঠনের নেতা বা ছাত্ররা রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন জেএনইউ-র ছাত্র সংসদের সভানেত্রী ঐশী ঘোষও। গত রবিবার তথা ৫ জানুয়ারি বিকেলে পেরিয়ার হস্টেলে হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঐশীই। এ ব্যাপারে বাকি আটজনের সঙ্গে ঐশীর ছবিও প্রকাশ করে দিল্লি পুলিশ।

এরপরই প্রকাশ জাভড়েকর বলেন, "এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু হোক। অনেক হয়েছে। বাবা-মা ছাত্রছাত্রীদের কেন পাঠায় পড়তে? পড়াশোনা করার জন্যই তো! মারামারি করার জন্য তো পাঠায় না।" তাঁর কথায়, "রবিবারই আমার মনে হয়েছিল এই হামলার পিছনে বামেরাই রয়েছে। ঘটনার ১০ মিনিটের মধ্যে যোগেন্দ্র যাদব ওখানে পৌঁছে গেলেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সীতারাম ইয়েচুরি প্রতিক্রিয়া দিয়ে দিলেন, এটা কী ভাবে হয়?" আন্দোলনের ধারা নিয়েও বামেদের তীব্র সমালোচনা করেন জাভড়েকর। তাঁর কথায়, "এটা কী ধরনের আন্দোলন? মাঝে তো একদিন শুনলাম, উপাচার্য ছিলেন না, তাঁর স্ত্রীকেই কোয়ার্টারে ঘেরাও করে রেখেছিল বামে ছাত্র সংগঠনগুলি। এটা কি কোনও আন্দোলন হল? এই হিংসা বন্ধ হোক।

বঙ্গবন্ধুর জন্যই স্বাধীন হয়েছিল বাংলাদেশ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে জানালেন হাসিনা

ঢাকা, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : আজ শুক্রবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। এদিন জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে বিশাল অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা তথা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জন্য শেখ মুজিবুরের রহমানের অবদানের প্রসঙ্গ মনে করিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হত না। শেখ মুজিবুর রহমানের শতবর্ষের সূচনায় তেজগাঁও পুরনো বিমানবন্দরে এমন কথাই বললেন তিনি। আজ থেকে সারা দেশে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদযাপন শুরু হয়ে গেল। শেখ হাসিনার পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ছোট কন্যা শেখ রেহানা, দৌহিত্র সজীব ওয়াজেদ জয়, জাতীয় অধ্যাপক ড: রফিকুল ইসলাম এবং কবি কামাল চৌধুরি। শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিক ভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ উদযাপনের কাউন্টডাউন উদ্বোধন করেন। প্রচুর জনতা উপস্থিত হবে বলে আগে থেকেই অনুমান করা হয়েছিল। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। প্যারেড গ্রাউন্ডের বিভিন্ন জায়গায় জায়েন্ট স্ক্রিন বাসানো হয়েছে। এই প্যারেড গ্রাউন্ডে একদিন বিমানে এসে নেমেছিলেন বঙ্গবন্ধু। মাঠে বিমানের একটি রেপ্লিকাও বসানো হয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, "যে বিজয়ের আলোকবর্তিতা তিনি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, সে মশাল নিয়েই আমরা আগামী দিনে চলতে চাই। বাংলাদেশকে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসাবে গড়তে চাই। সেদিনটিতে আমরা হয়ত বিমানবন্দরে আসতে পারিনি, তখন আমার বাচ্চাটি ছোট ছিল, আমরা এমন অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু আমার মনে পড়ে মা সর্বক্ষণ একটি রেডিও নিয়ে বসেছিলেন, ধারাবাহিক বিবরণ শুনছিলেন, আমরা পাশে বসে সারাক্ষণ ধারা বিবরণী শুনেছিলাম।" পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন ও নয়াদিল্লি হয়ে ১৯৭২ সালে আজকের দিনে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসেছিলেন মুজিবুর। ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। সরকারি ভাবে জানানো হয়েছে সারা দেশে শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষের জন্য নানা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং অনুষ্ঠানের নিরাপত্তার জন্য প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হবে। বঙ্গবন্ধুর শতবর্ষের নানা অনুষ্ঠান নিয়ে আশাবাদী উদযাপন জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান কামাল চৌধুরি।

এনআরসি নিয়ে গান বাঁধলেন মমতা

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি, (হি.স.): রাজনৈতিক জীবনে যখনই কোনও কিছুর প্রতিবাদ করেছেন তখনই প্রতিবাদ জানাতে নিজের কলমকে বেছে নিয়েছেন। প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে এবারও তাই নিজের লেখা গানকেই অস্ত্র হিসাবে তুলে আনলেন তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিজের লেখা সেই গান ফেসবুকে পোস্ট করতে গিয়ে মমতা লিখেছেন, "এ দেশের মাটি ঐক্যের, সংহতির, সম্প্রীতির। কেন্দ্রীয় সরকারের এনআরসি আর সিএএ দেশের একতার ঐতিহ্য-বিরোধী। বন্দুক, গুলি, আগুনে নয়, প্রতিবাদ হোক গানে-কবিতায়। এনআরসি আর সিএএ এর বিরুদ্ধে এই গানের কথা ও সুরে আমি আমার প্রতিবাদের ভাষা ব্যক্ত করলাম। গেয়েছেন শিল্পী ইন্দ্রনীল সেন। যখন দেশ অন্ধকারে ঢেকে যায় মানুষের শিল্পীমনই খুঁজে দেয় আন্দোলনের ভাষা।" এবার নাগরিকত্ব

ছয়ের পাতায়

লাভের রেকর্ড ভাঙল ইনফোসিস, মুনাফা ছাড়াল চার হাজার কোটি টাকা

মুম্বাই, ১০ জানুয়ারি (হি. স.) : দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সফটওয়ার সংস্থা ইনফোসিসের মুনাফা ছাড়াল চার হাজার কোটি টাকা। গত ত্রৈমাসিকে অর্থাৎ অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে লাভ করেছে ৪৪৫৭ কোটি টাকা। শুক্রবার এই তথ্য জানিয়েছে ইনফোসিস। তার আগের ত্রৈমাসিকে তাদের লাভ হয়েছিল ৪০১৯ কোটি টাকা। পর্যবেক্ষকরা ভেবেছিলেন, ওই কোম্পানি অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ত্রৈমাসিকে লাভ করবে বড় জোর ৪২০৬ কোটি টাকা। সেদিক থেকে বলা যায়, ইনফোসিসের লাভ প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

গত বছরের শেষ ত্রৈমাসিকে ইনফোসিসের মোট রাজস্বের পরিমাণ দুই শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩ হাজার ৯২ কোটি টাকা। তার আগের ত্রৈমাসিকে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২২ হাজার ৬২৯ কোটি টাকা। ডলারের হিসাবে বলা যায়, ওই কোম্পানির রাজস্ব এক শতাংশ বা ৩২৪৩ কোটি ডলার বেড়েছে।ইনফোসিসের সিইও সলিল পারেখ বলেন, তৃতীয় ত্রৈমাসিকের রিপোর্টে বোঝা যায়, আমরা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি। ক্লায়েন্টরা আমাদের ওপরে আস্থা রেখেছেন

ছয়ের পাতায়

গোমতী দুধের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে এসইউসিআইয়ের বিক্ষোভ প্রদর্শন। ছবি- নিজস্ব

প্রধানমন্ত্রীকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানাবেন কলকাতার মেয়র

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি. স.) : আগামীকাল শহরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ প্রধানমন্ত্রীকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী এবং কলকাতার মেয়র হিসাবে প্রটোকল অনুযায়ী রিসিভ করতে যাবেন ফিরহাদ হাকিম। সেই কারণে আগামীকাল বন্ধ থাকবে "টক টু মেয়র" অনুষ্ঠানটি ।শনিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী ঊ শনিবার বিকেল ৫টা নাগাদ বিবাদী বাগে ওল্ড কারেন্সি বিল্ডিংয়ে পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঊ তারপর মিলেনিয়াম পার্কে হাওড়া সেতুর 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড' —এর সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী ঊ সূত্রের খবর, মিলেনিয়াম পার্ক থেকে নদীপথে বেলুড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে পারেন মোদী ঊ তবে, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার ভার থাকে স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ-এর (এসপিজি) হাতে ঊ তারাই প্রধানমন্ত্রীর যাত্রাপথ ঠিক করে ঊ সন্ধ্যার পরে নিরাপত্তার অভাব বা আবহাওয়া বিরূপ মনে হলে প্রধানমন্ত্রীর যাত্রাপথ বদলও করা হতে পারেঊ পরবর্তী পরিকল্পনা অনুযায়ী রাত সাড়ে ৮টায় ঢুকে যাবেন রাজভবনে। সেখানেই রাতে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। রবিবার সকাল ১১ টা নাগাদ নেতাজি ইন্ডোরে বন্দরের দেড়শো বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকেই ১২ টা ৪৫ মিনিটে দিল্লি উড়ে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। সূত্রের খবর, রাজ্য বিজেপি মোদীকে সংবর্ধনা দেওয়ার কথা জানিয়েছে। কিন্তু এখনও সেই কর্মসূচির কোনও নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি।

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের যন্ত্রণা শুনে কূটনীতিকরাও আবেগাপ্লুত

জম্মু, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়ার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ১৫ টি দেশের কূটনীতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রথমবার দু''দিনের সফরে এসেছেন। শুক্রবার দ্বিতীয় দিনের সকালে জম্মুর বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে দেখা করেন এবং এখানকার জনগণের সমস্যাও শোনেন। সংগঠনের নেতারা কূটনীতিকদের বলেন, কীভাবে জম্মু ও কাশ্মীরে পূর্ববর্তী সরকারগুলি জম্মুর বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে। এই সরকারগুলি জম্মু জনগণের স্বার্থকে উপেক্ষা করে কাশ্মীরের উন্নয়নের দিকে আরও জোর দিয়েছিল। তারা বলেন, পরিস্থিতি হ''ল কাশ্মীরকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলগুলির স্বার্থসিদ্ধির রাজনীতির কারণে সন্ত্রাসবাদের উত্থান ঘটেছে এবং জম্মুর জনগণও এই কারণে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। এই বৈঠকের পরে কূটনীতিকরা জম্মুর নাগরোটা এলাকার জগতিতে অবস্থিত গৃহহীন কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কলোনী পরিদর্শন করেন। গত ২৮ বছর ধরে গৃহহীন হওয়ার কারণে কাশ্মীরি পণ্ডিতরা কূটনীতিকদের যে বৈষম্য ও হয়রানির মুখোমুখি হয়েছিল এবং যে পরিস্থিতিতে

ছয়ের পাতায়

সঙ্গতিহীন সম্পত্তি : সিবিআইয়ের আদালতে হাজিরা দিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির মামলায় সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে হাজিরা দিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডি। শুক্রবার নামপল্লিতে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে হাজিরা দেন জগন্মোহন।

আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পত্তির মামলায় ২০১১ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডির বিরুদ্ধে এই বিষয়ে একটি মামলা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ১১টি চার্জশিটও দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। হাজিরা দেওয়ার জন্য গত ৩ জানুয়ারি সিবিআই আদালত নোটিস পাঠায় জগন্মোহন রেড্ডি এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী রাজ্যসভার সাংসদ ভি বিজয় সাই রেড্ডিকে। ১০ জানুয়ারির মধ্যেই তাঁদের হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। এ দিন সকালেই বিজয়ওয়াড়া থেকে বেগমপেট বিমানবন্দরে বিশেষ বিমানে নামেন জগন। সেখান থেকে কড়া নিরাপত্তায় নামপল্লি আদালতে পৌঁছন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম সিবিআই আদালতে হাজিরা দিলেন জগন।

একটা সাংবিধানিক পদে রয়েছেন তিনি এবং সে কারণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে উপস্থিত থাকতে হয়। গত বছরের ১ নভেম্বর সিবিআই আদালতে একই মর্মে আবেদন আবেদন জানিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে হাজিরায় অব্যাহতি চেয়েছিলেন জগন। কিন্তু তাঁর সেই আবেদনের বিরোধিতা করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি আদালতে জানায়, সাক্ষীকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে পারেন জগন। আদালতও জগনের আবেদনকে খারিজ করে প্রতি শুক্রবার সশরীরে হাজির থাকার নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ অনুযায়ী এ দিন আদালতে সশরীরে হাজির হয়েছিলেন তিনি।

ভারত-পাক সীমান্ত থেকে তিনজন পাকিস্তানি গ্রেফতার, উদ্ধার দুটি ড্রোন

চণ্ডীগড়, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত থেকে তিনজন পাকিস্তানি হ্যান্ডেলারকে গ্রেফতার করল পঞ্জাব পুলিশ। পঞ্জাব পুলিশের ডিজিপি দিনকর গুপ্ত জানিয়েছেন, ওই তিন ব্যাক্তি পাকিস্তানের পাঠানো ড্রোন ছিল যা বর্তমান সময়ের অস্ত্র বহনের একটি নতুন উপায়"। পুলিশ দুটি ড্রোন উদ্ধার করেছে। একটি ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের টার্ন তারান সাহিব অঞ্চল থেকে অন্যটি হরিয়ানার কার্নাল অঞ্চল থেকে। শুক্রবার দুটি ড্রোনের পাশাপাশি বাক্স ভর্তি অস্ত্র, দুটি ওয়াকি-টকি এবং ছয় লাখ টাকা উদ্ধার করেছে। এদিনের ঘটনার পর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এছাড়াও আরও লোকজনদের যুক্ত আছে এমন সন্দেহ প্রকাশ করেছে পুলিশ। সম্প্রতি গোয়েন্দা সংস্থার একটি রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে, জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশকে ভারতে নাশকতামূলক কাজ করার জন্য আর্থিক সাহায্য করছে পাকিস্তান। পাশাপাশি ভারতে জঙ্গিমূলক কার্যকলাপের জন্য পাকিস্তানের ইন্টার-সার্ভিস-ইন্ট্যালিজেন্স রোহিঙ্গাদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, তেমনই বিস্ফোরক তথ্য দিচ্ছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা।

নৈহাটিতে বোমা নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে বিস্ফোরণে ফাটল ধরেছে হুগলির স্কুল

হুগলি, ১০ জানুয়ারি (হি. স.) : নৈহাটিতে বাজি নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে বিস্ফোরণের জেরে ফাটল ধরেছে চুঁচুড়ার একটি স্কুলে। আর তার জেরে সর্বত্র ফাটল ধরায় শুক্রবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল চুঁচুড়ার একটি স্কুল।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বিস্ফোরণের পরেই চকবাজারের গৌরহরি হরিজন বিদ্যামন্দির উচ্চ বিদ্যালয় ভবনের সর্বত্র ফাটল ধরে বলে অভিযোগ। তাই পড়ুয়াদের নিরাপত্তার স্বার্থে শুক্রবার থেকে স্কুলের পঠনপাঠন বন্ধ করে দেওয়া হল। স্কুলের শিক্ষক অংশুমান চক্রবর্তী জানান, বৃহস্পতিবার ক্লাস চলার সময় ভয়ঙ্কর আওয়াজে কেঁপে ওঠে গোটা স্কুল ভবন। আতঙ্কে ক্লাসঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছোটাছুটি শুরু করেন পড়ুয়ারা। প্রথমে তাঁরা ভাবেন ভূমিকম্প হয়েছে। পরে বুঝতে পারেন বিস্ফোরণ। তিনি বলেন, "কালকেই যেভাবে ভয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছিল পড়ুয়ারা, একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো। কিন্তু কোনও রক্ষা পাওয়া গেছে। প্রধান শিক্ষক- সহ সমস্ত শিক্ষকরা তাদের শান্ত করেন। এরপর নতুন করে ক্লাস করার উদ্যোগ নিতেই দেখা যায় ফাটল ধরতে শুরু হয়েছে স্কুলের সর্বত্র। পড়ুয়াদের নিরাপত্তার কথা ভেবে তারপর স্কুলে ছুটি ঘোষণা করা হয়।"

আজ স্কুলে গিয়ে দেখা যায় ক্লাসঘর থেকে করিডর সর্বত্র ফাটল। ফাটল ধরেছে স্কুলের ল্যাবরেটরি, বাথরুম, সিঁড়ি, ব্যালকনি, মিডডে মিলের স্টোর রুমেও। এই পরিস্থিতিতে ছাত্র ছাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক এস বি যাদব বলেন, "স্কুলের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি উর্দতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তাঁরা মতামত না জানানো পর্যন্ত স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকারা আসলেও পঠনপাঠন বন্ধ থাকবে।" প্রায় চোদ্দোশো পড়ুয়া রয়েছে এই স্কুলে। তাদের সবার নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এমন সিদ্ধান্ত নিতে হল বলে জানান স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

বামেদের মুখোশ খুলে গিয়েছে,জেএনইউ নিয়ে প্রতিক্রিয়া স্মৃতির

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : বামেদের মুখোশ খুলে গিয়েছে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে(জেএনইউ)-এর হামলার ঘটনার তদন্ত নিয়ে দিল্লি পুলিশের সাংবাদিক বৈঠক নিয়ে শুক্রবার এমনই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি।

শুক্রবার বিকেলেই দিল্লি পুলিশের সদর দফতরে জেএনইউ-হামলার তদন্ত নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন যুগ্ম কমিশনার জয় তিরকে ও মুখপাত্র এমএস রান্ধাওয়া। তিরকে জানান, মোট ৯ জন হামলাকারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তার মধ্যে যেমন বাম বিরোধী সংগঠনের নেতা বা ছাত্ররা রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন জেএনইউ-র ছাত্র সংসদের সভানেত্রী ঐশী ঘোষও। গত রবিবার তথা ৫ জানুয়ারি বিকেলে পেরিয়ার হস্টেলে হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঐশীই। এ ব্যাপারে বাকি আটজনের সঙ্গে ঐশীর ছবিও প্রকাশ করে দিল্লি পুলিশ।

ওই সাংবাদিক বৈঠকের পরেই স্মৃতি ইরানি বলেন, এখন পরিষ্কার তো যে জেএনইউ-তে হিংসার পিছনে বামেরাই ছিল। শিক্ষার পীঠস্থানকে ওরা রাজনীতি করার আখাড়ায় পরিণত করেছে।

যদিও দিল্লি পুলিশের দাবিকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিযোগ করেছেন ঐশী। তিনি বলেছেন, "আমি কোনও অন্যায় করিনি। কেন দিল্লি পুলিশ আমার বিরুদ্ধে পক্ষপাত করছে?" অন্যদিকে বামেদের বক্তব্য, দিল্লি পুলিশ তদন্তের নামে প্রহসন করছে। রাজনৈতিক প্রভুর নির্দেশে হয়কে নয় করছে। মানুষ এত বোকা নয়।

তালা পড়ল সোদপুরের রাজা বিস্কুট কোম্পানির কারখানায় কর্মহীন ২০০০ শ্রমিক

বারাকপুর, ১০ জানুয়ারি (হি. স.) : শ্রমিক অসন্তোষের জেরে উত্তর ২৪ পরগণার বারাকপুর শিল্পাঞ্চলে আরও একটি কারখানায় পড়ল তালা। বন্ধ হয়ে গেল সোদপুরের রাজা বিস্কুট প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির কারখানা। নতুন করে কর্মহীন হয়ে পড়লেন ২০০০ শ্রমিক। কিন্তু শ্রমিকদের অভিযোগ, ন্যায্য পাওনা দাবি জানাতে গেলে দুজন শ্রমিককে বৃহস্পতিবার বরখাস্ত করা হয়। এরপর অন্যান্য শ্রমিকরা সম্মিলিতভাবে অভিযোগ করে কর্তৃপক্ষের কাছে। শুক্রবার সকালে কাজে যোগ দিতে এসে তাঁরা দেখেন গেটের সামনে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস ঝোলানো। ফলে তীব্র অনিশ্চয়তার

ছয়ের পাতায়

১৮ জানুয়ারি টালা ব্রিজ ভাঙতে শুরু করবে রাজ্য

কলকাতা ,১০ জানুয়ারি (হি.স): টালা ব্রিজ জানুয়ারি মাস থেকেই নতুন ভাবে নির্মিত হবে এমনটাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল রাজ্য সরকার। টালা ব্রিজ নিয়ে রেলের সঙ্গে রাজ্যের জট সৃষ্টি হয়েছে। রেলের তরফে কোনও সদুত্তর না পেয়ে ১৮ জানুয়ারি টালা ব্রিজ ভাঙার কথা ঘোষণা করে দিল নবান্ন। সময় নষ্ট না করে টেন্ডারও ডাকল পূর্ত দফতর। এর আগে ৪ জানুয়ারি থেকে ব্রিজ ভাঙা শুরুর কথা ছিল। কিন্তু রেল রাজ্য বৈঠকে জট না কাটায় অসন্তুষ্ট হয়েছিল রাজ্য। রেলের অংশ কবে ভাঙা শুরু হবে তাও জানায়নি রেল কর্তৃপক্ষ। তাই কাজ আটকে না রেখে একতরফা ভাবেই দিন ঘোষণা করে দিল রাজ্য সরকার। যা নিয়ে শুরু হয়েছে চাপান উতোর।

টালা ব্রিজ কবে ভাঙা হবে তা নিয়ে ৪ জানুয়ারি পেরিয়ে গেলেও রেল এখনও তাদের সিদ্ধান্তের কথা রাজ্যকে জানায়নি। আর দেরি না সেই কারণেই এক তরফা সিদ্ধান্তগ্র হণ করেছে রাজ্য সরকার। নবান্নের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ১৮ জানুয়ারি ব্রিজ ভাঙার কাজ শুরু করে দেওয়া হবে। পূর্ত দফতর দ্রুত কাজ শুরু করে দিতে চায় বলেই জানিয়েছে। ৮০০ মিটার লম্বা টালা ব্রিজ ভাঙ্গতে খরচ হবে প্রায় ৩০ কোটি টাকা। যার মধ্যে রাজ্য সরকার ১৪ কোটি টাকা দেবে বলে আগেই রেলকে জানিয়েছিল। তবে এরপরও রেলের তরফ থেকে কোনও সাড়া মেলেনি। রেল লাইনের ওপরে ব্রিজের যে অংশ আছে সেটা রাজ্যই ভাঙ্গবে বলে ঠিক করে নিয়েছে।

যদিও তার জন্য রেল কর্তৃপক্ষের গড়িমসিকেই দায়ী করেছে রাজ্য সরকার। রেলের দাবি, টালা ব্রিজের নকশা সঠিক নয়। নকশা বদল নিয়ে ২ জানুয়ারি রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্যসচিব। রেলের বক্তব্য, টালা ব্রিজের যে নকশা তৈরি হয়েছে সেই অনুযায়ী কাজ শেষ হতে সময় লাগবে তিন বছরেরও বেশি সময়। তাই রেলের দাবি নকশা বদল করতেই হবে।

তবে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের বৈঠকে চার সদস্যের টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছিল। টালা ব্রিজে ভারী যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল কয়েকমাস আগে। পূর্ব রেলের দফতরে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে বৈঠক করে জানানো হয়েছিল চার সদস্যের টাস্ক ফোর্সে থাকবেন রেল এবং পূর্ত দফতরের আধিকারিকরা। চিৎপুর রেল ইয়ার্ড লেভেল ক্রসিং ব্যবহারে সম্মতি জানিয়েছিল রেল।দিল্লি থেকে অনুমোদন আসার পর পূর্ব রেল তাদের সিদ্ধান্তের কথা জানাবে বলে রাজ্যকে জানিয়েছিল। এত কিছুর পরও টালা ব্রিজ নিয়ে কোনও তথ্য রাজ্যকে না জানানোর কারণে পূর্ত দফতর থেকে অবশেষে ব্রিজ ভাঙ্গার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

গঙ্গাসাগর মেলার ভিড় সামলাতে অতিরিক্ত বাস-ট্রেন

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি.স.):শুক্রবার থেকে শুরু হয়ে গেল গঙ্গাসাগর মেলাঊ প্রতিবছরই পুণ্যার্থীদের ঢল নামে গঙ্গাসাগরে ঊকারন কথাতেই বলে 'সব তীর্থ বারবার গঙ্গা সাগর একবার'। আর তাই গঙ্গাসাগর মেলার ভিড় সামলাতে অতিরিক্ত বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। চলবে অতিরিক্ত ট্রেনও।

গঙ্গাসাগর মেলার জন্য ১৬০০ অতিরিক্ত বাস চালাচ্ছে রাজ্য সরকারঊ মেলা উপলক্ষ্যে এই বিশেষ বাস পরিষেবা চালু থাকবে। রাজ্য পরিবহণ নিগমের বাস বাবুঘাট থেকে চলাচল করবেঊ এরই পাশাপাশি হাওড়া, ধর্মতলা এবং বাবুঘাট থেকে গঙ্গাসাগর মেলার ক'দিনই গড়ে ১৬০টি করে অতিরিক্ত বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। এবছর রাজ্য পরিবহণ নিগমের ৭৭০টি বাসের পাশাপাশি এসবিএসটিসি অতিরিক্ত প্রায় ৯০০টি বাস চালাবে। সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত গঙ্গাসাগর পর্যন্ত এই পরিষেবা চালু থাকবে।

একইসঙ্গে শিয়ালদহ ডিভিশনে অতিরিক্ত ট্রেন চালানোরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষ্যে আগামী ১২-১৭ জানুয়ারি দিনভর নির্ধারিত ট্রেনের পাশাপাশি অতিরিক্ত ১১টি করে ট্রেন চালাবে পূর্ব রেলঊ এরই পাশাপাশি ৪টি ট্রেনের যাত্রাপথও বাড়ানো হচ্ছেঊ কলকাতা স্টেশন থেকে প্রতিদিন সকাল ৭টা ৩৫ মিনিট এবং রাত সাড়ে ৯টায় একটি করে ট্রেন গঙ্গাসাগর মেলার যাত্রীদের জন্য ছাড়বেঊ এছাড়াও কাকদ্বীপ, ডায়মন্ডহারবার থেকেও থাকছে বিশেষ গাড়ির ব্যবস্থাঊ ২০২০ সালের গঙ্গাসাগর মেলা ১০ জানুয়ারি চলবে ১৬ তারিখ পর্যন্তঊ ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত মিলবে এই পরিষেবা মিলবে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সাফানগর ধর্ষণকাণ্ডে খুনিদের শাস্তির দাবিতে বিজেপির মিছিলকে অনুমতি দিল হাইকোর্ট

কলকাতা ,৯ জানুয়ারি (হি.স): শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ দিনাজপুরের সাফানগর ধর্ষণকাণ্ডে শাস্তির দাবিতে বিজেপির মিছিলকে অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার কোর্ট খুলতেই শুরু হয় ওই মামলার শুনানি। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য সাফ জানিয়ে দেন এই মিছিল হবে। তবে মিছিলের রুট বেঁধে দেন বিচারপতি। বলেন, নন্দন থেকে এই মিছিল বের হয়ে এক্সাইড মোড় হয়ে বিড়লা তারা মন্ডল হয়ে, সেন্ট পলস চার্চ হয়ে নন্দনেই শেষ হবে।

প্রমীলা বিশ্বাসকে ধর্ষন ও খুনের প্রতিবাদে নন্দন চত্বর থেকে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছিল বিজেপি যুব মোর্চা এবং বিজেপি মহিলা মোর্চা। যার নেতৃত্বে থাকার কথা ছিল যুব মোর্চার সভাপতি দেবজিত সরকার ও মহিলা মোর্চা সভানেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের। ৮ জানুয়ারি মিছিল নিয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে কলকাতা পুলিশের সদর দফতরের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়। কিন্তু ৯ তারিখ বৃহস্পতিবার দুপুরে লালবাজার থেকে জানানো হয় এই মিছিলের কোনো রকম কোনো অনুমতি দেওয়া যাবেনা। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন বিজেপির আইনজীবী স্মরজিত রায়চৌধুরি। তিনি বলেন, 'রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এমনি ঠিক নেই। সব জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল হচ্ছে কিন্তু এটা একটা মেয়েকে পুড়িয়ে মারার জন্য প্রতিবাদ মিছিল হবে সেখানে কোন শব্দ হবে না, তা সত্ত্বেও কেন পুলিশ এই মিছিলের অনুমতি দেবে না। 'তখন বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য মামলাটি গ্রহণ করেন। জানান, 'এই মামলা আমি আগামীকাল সকাল ১১টার সময় শুনবো।'শুক্রবার এই মামলার শুনানির শুরুতেই আডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, বিজেপির দেওয়া রুটে এসইউসির একটি মিছিল আছে। তাই পুলিশ ওই রুটে বিজেপিকে মিছিল করার অনুমতি দেয় নি। তখন মামলাকারীর আইনজীবী স্মরজিত রায়চৌধুরি বলেন, তাহলে নন্দন থেকে ধর্মতলা মিছিল করার অনুমতি দেওয়া হোক। কিশোর দত্ত জানান, সেখানে একটি অরাজনৈতিক সংগঠনের মিছিল আছে। তাই ধর্মতলায় মিছিল করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। স্মরজিত রায়চৌধুরি খবর নিয়ে জানতে পারেন যুবাবুর বাজারের ওখানে আজ এসইউসির কোনো প্রোগ্রাম নেই। ফলে নন্দন থেকে মিছিল করার কোনো অসুবিধা নেই বলে আদালতকে জানান। এরপরেই বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য সময়সীমা ও রুট বেঁধে দিয়ে বিজেপিকে নন্দন থেকে মিছিল করার অনুমতি দেন।গত সোমবার দিনাজপুরের সাফানগরের প্রমীলা বিশ্বাসকে বিয়ের জন্য ছেলের বাড়ি থেকে দেখতে আসার কথা ছিল। কিন্তু প্রমীলা বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না থাকায় নিজের আধার কার্ড ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে রবিবার অর্থাৎ ৫ ই জানুয়ারি বেলা একটার সময় প্রেমিক মাহবুবের কথামতো ফুল বাড়ির উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। চাদর কেনার বাহানায়। সেই ভালোবাসার সুযোগ নিয়ে মাহবুব ও তার দুই বন্ধু অশোক গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে বেলখর গ্রামের নির্জন মাঠে তাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষিতা মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে পড়ায় প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে মাহবুব ছুরি দিয়ে প্রমীলার পেটে আঘাত করে গলার নলি কেটে দেয়। এরপর যে বাইকে করে তারা সেই জায়গায় গিয়েছিল, সেই বাইক থেকে রাস্তায় পড়ে থাকা বোতলে তেল ভরে তার গায়ে ঢেলে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সেই অগ্নিদগ্ধ মেয়েটিকে কালভার্টের নিচে ফেলে দিয়ে বাইকে করে এসে প্রাণ সাগরে রাখা অপর একটি বাইক নিয়ে রাত্রি প্রায় দুটো নাগাদ তারা বাড়ি চলে যায়। এই ঘটনার প্রতিবাদেই আজ বেলা বারোটার সময় বিজেপি যুব মোর্চা এবং বিজেপির মহিলা মোর্চা নন্দন থেকে একটা মৌন মিছিলের ডাক দিয়েছিল।

নাগরিকত্ব আইন

● প্রথম পাতার পর

দেশের মানুষের ভাবাবেগ আঁচ করে নেন অমিত শাহ। তুমুল বিক্ষোভ হবে জানতে পেরেও নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন তিনি। ফলস্বরুপ লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাস হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। এরপর এই বিল রাষ্ট্রপতির সিলমোহরও পেয়ে যায়।

প্রতিবাদ কখনই থেমে থাকেনি। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আইনের রূপান্তর হওয়ার পরও একই ভাবে প্রতিবাদ হয়েছে গোটা দেশে। ওই প্রতিবাদের মুখেই আজ আবারও সাহসী সিদ্ধান্ত নিলো কেন্দ্রীয় সরকার। সারা দেশে আজ সংশোধীত নাগরিকত্ব আইন চালু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার আজ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

উচ্চ আদালতের

● প্রথম পাতার পর

এবং ১৫৩ এ ধারায় মামলা রুজু হয়েছিল। ওই মামলায় অরিন্দমকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু তিনি অন্তবর্তীকালীন জামিন পেয়ে যান। ফলে, পুলিশ ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধি ৫০৫ (বি)(সি) এবং ৫০৫ (২) ধারার যুক্ত করার আবেদন জানায় আদালতে। সাথে জামিন বাতিল করে ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ডেও আবেদন করেছিল পুলিশ। রঘুনাথ বাবু বলেন, গতকাল তার মক্কেলের পক্ষ্যে ত্রিপুরা হাইকোর্টে এফআইআর বাতিল করার আবেদন জানানো হয়েছিল। আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এ এ কুরেশির বেঞ্চে ওই আবেদনের জরুরি ভিত্তিতে শুনানি হয়েছে। প্রধান বিচারপতি উভয়পক্ষের সওয়া শেষে অরিন্দম ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে তদন্ত এবং গ্রেফতারিতে স্থগিতাদেশ জারি করেছেন। পাশাপাশি রাজ্য সরকার, পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার, পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি সহ ওই ফেইসবুক পোস্ট নিয়ে মামলাকারীকে নোটিশ জারি করেছেন।

সড়ক অবরোধের হুমকি

● প্রথম পাতার পর

বাঙালীরা ত্রিপুরারই অধিবাসী, মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী জমি দান করে তার নিদর্শন রেখেছিলেন। সে-জন্যই কাঞ্চনপুরে স্বস্তি সমবায় সমিতি স্থাপন হয়েছিল।

রঞ্জিতবাবুর অভিযোগ, ব্রু শরণার্থীদের কাঞ্চনপুরে আশ্রয় দেওয়ার পর থেকেই সমস্যা শুরু হয়েছে। ২০০০ সাল থেকে ৩ দফায় বাঙালীরা ব্রু শরণার্থীদের উপদ্রবে ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছেন। তাঁর আরো অভিযোগ, ব্রু শরণার্থীরা হামলা-হুজ্জুতি করলেও বাঙালীদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হচ্ছে। তিনি বলেন, সম্প্রতি আইপিএফটি এবং জয়েন্ট মুভমেন্টের ডাকা বনধে ব্রু শরণার্থীরা বাঙালিদের উপর আক্রমণ করেছে। তাঁদের বাড়িঘরে ভাংচুর, দোকান লুটপাট করে বাঙালীদের পথে বসিয়েছে। তাঁর দাবি, এখনো ৯২ পরিবারের ৪০০ জন বাঙালী আনন্দবাজার থানায় আশ্রয় নিয়ে আছেন। তাঁরা ভয়ে বাড়ি ফিরতে পারছেন না। রঞ্জিতবাবুর বক্তব্য, কাঞ্চনপুরে উগ্র উপজাতি নেতৃত্ব শান্তি বিঘ্নিত করতে চাইছেন। আইপিএফটি-র উগ্র বক্তব্য সমগ্র মহকুমা জুড়ে পরিবেশ অশান্ত করে রেখেছে।

রঞ্জিতবাবু আজ সাফ জানিয়েছেন, ব্রু শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তন, বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সাথে ক্ষতিপূরণ এবং ত্রিপুরায় বাঙালিদের নিরাপদ জীবনযাপন সুনিশ্চিত করা না হলে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ জাতীয় সড়ক অবরোধে বাধ্য হবে। এখানেই থেমে থাকবে না তাঁরা। এডিসি নির্বাচন বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, দাবি আদায়ে আইনি লড়াইয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ। প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টের দরজায় কড়া নাড়তেও প্রস্তুত, দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলেন রঞ্জিত নাথ। তিনি জানান, আগামীকাল কাঞ্চনপুর মহকুমায় লালঝুরি বাজারে ৬ ঘন্টার গন অবস্থান করবে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ। কারণ, প্রশাসনের প্রতিশ্রুতিতে ২৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে কাঞ্চনপুরে অনির্দিষ্টকালের বনধ প্রত্যাহার করা হয়েছিল। সময়সীমা অতিক্রান্ত হলেও দাবি পুরান হয়নি। তাই, আবারো আন্দোলনের পথেই নামছি আমরা, বলেন তিনি। এ-বিষয়ে মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক দীপ্তেন্দু নাথ বলেন, সুপ্রিম কোর্টে আইনি লড়াই নিয়ে গতকাল আইনজীবীদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করেছি। তাঁর দাবি, বিভিন্ন অরাজনৈতিক সংগঠন এবং ইয়ুথ মিজো এসোসিয়েশন তাদের আন্দোলনকে সমর্থন করেছে। তাই, আগামী ২৩ জানুয়ারি দেশপ্রেম দিবসের অঙ্গ হিসেবে কাঞ্চনপুরে বিশাল জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছে।

ওবিসি কর্পোরেশনের উদ্যোগে ঋণে কেনা অটো রিক্সা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি-নিজস্ব।

শহরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী, কড়া নিরাপত্তা তিলোত্তমায়

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : শনিবার তিলোত্তমায় পা রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর তিলোত্তমায় আসায় নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে দেওয়া হয়েছে শহর কলকাতাকেঊ প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে শুক্রবার এসপিজির একটি দল আসছে কলকাতায়।

শনিবার বিকেল ৫টা নাগাদ বিবাদী বাগে ওল্ড কারেন্সি বিল্ডিংয়ে পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । তারপর মিলেনিয়াম পার্কে হাওড়া সেতুর 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড' —এর সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। সূত্রের খবর, মিলেনিয়াম পার্ক থেকে নদীপথে বেলুড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে পারেন মোদী। তবে, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার ভার থাকে স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ-এর (এসপিজি) হাতে। তারাই প্রধানমন্ত্রীর যাত্রাপথ ঠিক করে। সন্ধ্যার পরে নিরাপত্তার অভাব বা আবহাওয়া বিরূপ মনে হলে প্রধানমন্ত্রীর যাত্রাপথ বদলও করা হতে পারেঊ পরবর্তী পরিকল্পনা অনুযায়ী রাত সাড়ে ৮টায় ঢুকে যাবেন রাজভবনে।

করলো ভারতে

আটের পাতার পর

এটি বাংলাদেশের নাম বহির্বিশ্বে উজ্জ্বল করছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ভারতীয় হাইকমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাশ বলেন, 'আজ মুজিববর্ষ পালন শুরু হচ্ছে। এমন গুরুত্বপূর্ণ দিনে এই আয়োজন বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে আরও গভীর করবে। বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্পে এতদিন প্রবৃদ্ধি অর্জন করে আসছিল। কিন্তু এখন জাহাজ শিল্পেও প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। বাংলাদেশ থেকে ভারত যে জাহাজগুলো কিনছে সেগুলো মানে যেমন ভালো, তেমনি ভালো সার্ভিসও দিচ্ছে।

যেতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

দেববর্মা জানান, প্রধানমী কুসুম প্রকল্পে কৃষকদের কল্যাণে সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানো এবং সোলার পাম্প প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি আরও জানান, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে রাজ্যে ট্রেডার মাধ্যমে ৫টি সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানো হবে। এছাড়াও ট্রেডার মাধ্যমে ১৩০০ কৃষি পাম্পকে সৌরশক্তির সাহায্যে চালানো হবে এবং ১৩০০ নতুন সোলার পাম্প প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সভায় ট্রেডার যুগ্ম অধিকর্তা দেববত শুক্লদাস আরও জানান, প্রধানমী কুসুম প্রকল্পে ফিসারী দপ্তরের মহুরীপুর, সরমা, করমছড়া এই ৩টি ফিসিং বিডিং সেন্টারকে সোলার পাম্প দেওয়া হয়েছে। এরকম আরও ৯টি ফিসিং বিডিং সেন্টারকে সোলার পাম্প দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রাও নেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমী বলেন, ফিসারী দপ্তরের তালিকাভুক্ত যেসব বড় বড় ফিসারী রয়েছে সেগুলিকে সোলার পাম্প প্রদানের উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়া প্রধানমী কুসুম প্রকল্পে কৃষকদের ভর্তকীতে সোলার পাম্প দেওয়ার সংস্থান রয়েছে তা প্রচারের আলোয় নিয়ে যেতে নির্দেশ দেন মুখ্যমী। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমী ছাড়াও মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, মুখ্যমীর অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক, পূর্ত দপ্তরের প্রধান সচিব শশীরঞ্জন কুমার এবং বিদ্যৎ নিগমের অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

চিহ্নিত করতে হবে

আটের পাতার পর

সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ৩৯টি গ্রাউণ্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ৯২৫টি আয়রন রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট, ১৪৭টি ওভারহেড ট্যাঙ্ক, ১৮,০৪৯টি স্পটসোর্স, ১১,৯০৬.৫১ কিমি পাইপলাইন এবং ৫১,১৯১টি হাইড্রেন্ট পয়েন্ট রয়েছে। যে সমস্ত হাইড্রেন্ট পয়েন্টের আর প্রয়োজন নেই বা পানীয় জলের অপচয় হচ্ছে সেগুলিকে বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে। সভায় অটল জলধারা মিশন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের আধিকারিক জানান, রাজ্যে শহর ও গ্রামীণ এলাকা মিলে মোট ১০ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫২টি পরিবার রয়েছে। এরমধ্যে অটল জলধারা মিশন প্রকল্প চালু করার আগে মোট ১ লক্ষ ১১ হাজার ২০৬টি পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছিল।

বর্তমানে অটল জলধারা মিশন প্রকল্পে মোট ৯ লক্ষ ৫৭ হাজার ৮৪৬টি পরিবারে বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হবে। এরমধ্যে শহর এলাকায় রয়েছে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৫৩৬টি পরিবার এবং গ্রামীণ এলাকায় রয়েছে ৮ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩১০টি পরিবার। তিনি আরও জানান, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে এই প্রকল্পে ৬৯ হাজার ৩৩৭টি পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ৫৫ হাজার ২১২টি পরিবারে ইতিমধ্যেই পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমী বলেন, নগর এলাকায় অটল জলধারা মিশন প্রকল্পে দ্রত পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে ডি ডব্লিও এস দপ্তরকে এখন থেকে সরাসরি ফাণ্ড প্রদান করা হবে। তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার যেহেতু অটল জলধারা মিশন প্রকল্পে পাইপলাইনের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাই প্রতিটি জেলায় কলমিস্ত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি জেলায় কতজন কলমিস্ত্রী রয়েছে তা চিহ্নিত করে জেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন মুখ্যমী। তিনি আরও বলেন, কলমিস্ত্রীদের প্রশিক্ষিত করতে পারলে তারা পারদর্শিতার সাথে জলের পাইপ মেরামতি করতে পারবে। পাশাপাশি তাদের কর্মসংস্থানেরও একটা সুযোগ সৃষ্টি হবে।

পর্যালোচনা সভায় এছাড়াও স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে শৌচালয় নির্মাণের অগ্রগতি বিষয়েও আলোচনা করা হয়। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমী ছাড়াও মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, মুখ্যমীর অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক, পূর্ত দপ্তরের প্রধান সচিব শশীরঞ্জন কুমার সহ ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

চা বাগানের কাঁটাতারের বেড়ায় আটকে মৃত্যু হল পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী চিতাবাঘেব

আলিপুরদুয়ার, ১০ জানুয়ারি (হি. স.) : চা বাগানের কাঁটাতারের বেড়ায় আটকে মৃত্যু হল একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী চিতাবাঘের। এই ঘটনায় ওই বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ইঙ্গিত দিয়েছে বনদফতর।

বৃহস্পতিবার রাত দশটা নাগাদ কালচিনির বিচ চা বাগানের কাঁটাতারের বেড়ায় ওই চিতাবাঘটিকে আটকে থাকতে দেখেন কয়েকজন চা শ্রমিক। বনদফতরকে খবর দেন তাঁরা। নীলপাড়া রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করেন। কিন্তু ততক্ষণে মৃত্যু হয়েছে ওই চিতাবাঘটির।

বনদফতরের কর্মীরা জানান, চা বাগানের কাঁটাতারের বেড়া পার হওয়ার সময় কোনওভাবে কাঁটায় আটকে যায় চিতাবাঘটি। প্রচন্ড রক্তক্ষণের ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। জলদাপাড়া বনবিভাগের ডিএফও কুমার বিমল বলেন, "চিতাবাঘটির গলার দাগ থেকেই বোঝা যাচ্ছে কাঁটাতারের বেড়ায় সেটি আটকে গিয়েছিল। ময়নাতদন্তের পর বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। প্রয়োজনে ওই চা বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেব আমরা।'

৫ বিধায়ক

আটের পাতার পর

নিহারনগর দ্বাদশশ্রেণি বিদ্যালয় পরিদর্শন করে। স্কুলের বাস্তব অবস্থা প্রত্যক্ষ করে অসন্তোষ ব্যক্ত করেন বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস। স্কুল এবং হোস্টেলগুলির সমস্যা সমাধানের জন্য বিধায়ক প্রতিনিধি দল রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ করবে বলে জানানো হয়েছে।

থানায় ডেপুটেশন

আটের পাতার পর

অভিযোগও দায়ের করেছিল। কিন্তু ১২ দিন অতিক্রান্ত হলেও মঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেনি বলে অভিযোগ। উল্টো অভিযুক্তরা ওই মহিলাকে বিভিন্নভাবে হুমকী প্রদর্শন করে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। এবার সুররাই সলং সোসাইটি কর্মকর্তারা এলাকাবাসীদের নিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে মঙ্গিয়াকামী এলাকায় শুক্রবার র‍্যালি করে থানায় ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য যাওয়ার পথে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি হয়। পরে সোসাইটির সম্পাদক প্রভাত দেববর্মার নেতৃত্বে ৮ জনের এক প্রতিনিধি দল থানায় গিয়ে ডিএসপি সোনাচরণ জমাতিয়ার কাছে দাবি সনদ পেশ করেন।

কূটনীতিকরাও আবেগাপ্লুত

পাচের পাতার পর

তারা কাশ্মীর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন সে সম্পর্কে ক্ষোভপ্রকাশ করেন। তাদের যন্ত্রণা বর্ণনা করার সময়, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের দুঃখের অভিব্যক্তি তাদের মুখে স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল, যা শুনে কূটনীতিকরাও সংবেদনশীল হয়ে পড়েছিলেন।

কর্মহীন ২০০০ শ্রমিক

পাচের পাতার পর

মধ্যে পড়েছে রাজা বিস্কুটের ২০০০ শ্রমিক। এ ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছে মালিকপক্ষ। জানা গিয়েছে, মালিকপক্ষের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ কর্মহীন শ্রমিকরা লক আউট নোটিস নিয়ে জেলার লেবার কমিশনারের সঙ্গে দেখা করবেন। তাঁরা প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। শ্রমিকরা চান, প্রশাসন কারখানা চালু করুক।

নিয়ে গান বাঁধলেন মমতা

পাচের পাতার পর

সংশোধনী আইন এবং এনআরসি নিয়ে গান বাঁধলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। নিজের ফেসবুকে পেজে সেই গান পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য বিধানসভায় আসার পর বৃহস্পতিবার অধ্যক্ষের ঘরে সেই গান নিজের সতীর্থদের শুনিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাতেই সেই গান ফেসবুকে পোস্ট করা হয়। গানটি গেয়েছেন রাজ্যের অপর এক মন্ত্রী তথা গায়ক ইন্দ্রনীল সেন।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে দেশজুড়ে এখন চলছে প্রতিবাদ, আন্দোলন, বিক্ষোভ। প্রথম থেকেই এই আইনের বিরোধীতা করে আসছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিয়মিত পদযাত্রা করছেন তিনি। কলকাতার পাশাপাশি সচেতবনতা তৈরি করতে জেলাতেও পৌঁছে যাচ্ছেন তিনি। এনআরসি নিয়ে ইতিমধ্যেই তিন চারটি কবিতাও লিখে ফেলেছেন মমতা। কিন্তু গান এই প্রথম।

চার হাজার কোটি টাকা

পাচের পাতার পর

আগের মতোই। ইনফোসিস থেকে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, বেনামে এক ব্যক্তি অভিযোগ করেছিলেন, সলিল পারেখ কোম্পানির মুনাফা বাড়ানোর জন্য অসাধু পন্থা অবলম্বন করেন। আমরা তদন্ত করে দেখেছি, এই অভিযোগ ঠিক নয়। বম্বে স্টক এক্সচঞ্জে এদিন ইনফোসিসের শেয়ারের দাম ১.৫ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৭৩৮ টাকা ২৫ পয়সা। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে শুরু হচ্ছে ইলেকট্রিক ট্রেনের যাত্রা

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি (হি. স.) : শুক্রবার নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে শুরু হচ্ছে ইলেকট্রিক ট্রেনের যাত্রা। প্রথমদিন এখান থেকে ছাড়বে দার্জিলিং মেল। যদিও ট্রেনটি প্রথমবার ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের সাহায্যে বৃহস্পতিবার শিয়ালদাহ থেকে নিউ জলপাইগুড়ি অভিমুখে যাত্রা করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের সাহায্যে শুক্রবার শতাব্দী এক্সপ্রেস ছাড়বে হাওড়া থেকে। ওই ট্রেনটি পরের দিন নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ছাড়বে। একই দিনে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের সাহায্যে এখান থেকে ছাড়বে মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার। ১৫ জানুয়ারি ছাড়বে সাপ্তাহিক এনজেপি-হাওড়া এসি এক্সপ্রেস।

রাহুল-শিখরের ব্যাটে ঝড় পুণেয় বড় রানের ভিত ভারতের

টস হেরে ব্যাট করতে নেমে বড় রানের ভিত গড়লেন লোকেশ রাহুল ও শিখর ধওয়ন। পাওয়ারপ্লে-রছয় ওভারে দু''জনে যোগ করলেন ৬৩ রান।কোহালি-স্মিথ নন, মার্ক ওয়ার মতে ইনিই টেস্টে বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটসম্যানগুয়াহাটিতে প্রথম টি-টোয়েন্টি ভেস্তে গিয়েছিল বৃষ্টিতে। ইনদওরে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে দাপটে জিতেছিল ভারত। একই সঙ্গে তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ এগিয়েগিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। শুক্রবার পুণেয় তাই সিরিজে সমতা ফেরানোর লক্ষ্যে নেমেছিল শ্রীলঙ্কা।টস জিতে লাসিথ মালিঙ্গা শুরুটা ভাল করেছিলেন।এই সিরিজে আগের দুই ম্যাচে টস জিতেছিলেন বিরাট কোহালি। রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দু''বারই। রান তাড়াই ভারতের শক্তি। কিন্তু মালিঙ্গা টস জেতায় প্রথমে ব্যাট করতে হচ্ছে টিম ইন্ডিয়াকে। যা নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে ভারতকে। বিরাট কোহালি অবশ্য বললেন, টস জিতলে তিনি ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্তই নিতেন।ভারতীয় দলে এদিন তিনটি পরিবর্তন হয়েছে। বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে চায়নাম্যান কুলদীপ যাদবকে। সুযোগ পেয়েছেন লেগস্পিনার যুজভেন্দ্র চহালকে। দলে এসেছেন মিডল অর্ডার বাটসম্যান মণীশ পাণ্ডে। বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে অলরাউন্ডার শিবম দুবেকে। আর অভিষেক ঘটছে সঞ্জু স্যামসনের। বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে ঋষভ পন্থকে। শ্রীলঙ্কা দলে ঘটেছে দুটো পরিবর্তন। দলে ফিরেছেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ।

মহেন্দ্র সিং ধোনি খুব শীঘ্রই একদিনের ক্রিকেটে ইতি টানবেন মতপ্রকাশ রবি শাস্ত্রীর

গত বছর ইংল্যান্ডের মাটিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দল সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে যাওয়ার পর থেকেই আর জাতীয় দলে দেখা যাচ্ছে না প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। বিসিসিআইয়ের প্রতিটা ব্যক্তিকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে কবে ধোনি ক্রিকেটের মধ্যে ফিরছেন সেটার উত্তর কেউই এখনো পর্যন্ত জবাব দিতে পারেননি। প্রত্যেকেই বলেছেন এই ব্যাপারটা পুরোপুরি ধোনির ব্যক্তিগত ব্যাপার সেখানে কারোর কিছু বলার নেই।ধোনি দীর্ঘদিন সময় মাঠের বাইরে থাকায় সকলেই আলোচনা সমালোচনা শুরু করে দিয়েছেন। প্রত্যেকেই বলাবলি করছেন এবার কি দু''বারের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক অবসরের কথা চিন্তা-ভাবনা করছেন। কিন্তু সামনেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসর সেখানে কি ধোনি খেলতে নামবেন না। নানান প্রশ্ন এখন সকলের মনের মধ্যে রয়েছে। জাতীয় দলের জার্সি গায়ে একের পর এক সিরিজে খেলছেন না। আবার অনেকে মনে করছেন আইপিএলে খেলে নিজের খেলা কতটা ভালা হচ্ছে বা তিনি কতটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারছেন সেটা দেখার পরই পুনরায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আঙিনায় ফিরে আসবেন কিনা চিন্তা-ভাবনা করবেন।এদিকে ধোনি প্রসঙ্গে ভারতীয় কোচ রবি শাস্ত্রী বৃহস্পতিবার জানিয়ে দিলেন, ''ধোনি নাকি খুব শীঘ্রই একদিনের ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে চলেছেন। আমার সঙ্গে ধোনির কথাবার্তা হয়েছে। সে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছে ইতিমধ্যে। এবং খুব তাড়াতাড়িই একদিনের ক্রিকেট থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিতে চলেছে। ধোনিকে প্রত্যেকেই সম্মান করে। আমিও ধোনির প্রতি মুগ্ধ''।''তবে ধোনির যা বয়স হয়েছে এখন আমার মতে ওঁর এখন পুরোপুরি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে মনোনিয়োগ করা উচিত। যত পারবে টি-টোয়েন্টি খেলে যাক। যদিও সে কখনো টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় তাহলে আইপিএল ক্রিকেট থেকে কখনোই নিজেকে সরিয়ে নেবে না ধোনি সেটা আমি বলতে পারি। আর আমারও মনে হয় ধোনির আইপিএল ক্রিকেটে খেলা চালিয়ে যাওয়া উচিত। তবে ধোনি নিজেকে সেভাবে বিশ্বকাপের আসরে নিজেকে মেলে ধরতে পারেনি। কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা এবং দলের কাছে উপস্থিতিটাই বড় ব্যাপার'', এমন কথাই জানালেন রবি শাস্ত্রী।এদিকে চারদিনের টেস্ট ক্রিকেট চালু করার কথা ভাবছে আইসিসি। দ্বিতীয় সংস্করণ আইসিসি অনুমোদিত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চারদিনের হবে বলে শোনা যাচ্ছে। এই চারদিনের টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে বলতে গিয়ে শাস্ত্রী বলেন, ''এটা সবথেকে ভুল সিদ্ধান্ত। আরে এটা আস্তে আস্তে সীমিত ওভারের মতন টেস্ট ক্রিকেট হয়ে যাচ্ছে। আমি মনে করি, প্রথম সারির ছয়টি দল পাঁচদিনের টেস্ট খেলুক এবং বাকি ছয়টি দল চারদিনের টেস্টে অংশগ্রহণ করুক। তার উপর রয়েছে দিন-রাতের টেস্ট। তবে এই দিন-রাতের টেস্টে গোলাপি বলে কোনও সময়ের জন্যই স্পিনাররা সাহায্য পায় না। শেষ একটা কথা বলব যদি ছয়টি দল নিয়ে পাঁচদিনের টেস্ট অনুষ্ঠিত করা হয় তাহলে ম্যাচ দেখার আগ্রহ আরো বাড়বে''।

ডিনারে দেখা রোহিত -রাহানের, ক্রিকেট নয় আলোচনা করলেন ''মেয়ে'' নিয়ে!

মুম্বই : ভারত এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ক্রিকেট সিরিজ খেলছে। বুধবার শেষ টি টোয়েন্টি খেলবে তারা। প্রথম টি টোয়েন্টি বৃষ্টিতে ভেস্তে গেছে, আর ইনদওরে দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে ৭ উইকেটে জিতেছে ভারত। ফলে কোনওভাবেই এই সিরিজ ভারত খোয়াচ্ছে না তা নির্ধারিত হয়ে গেছে। এদিকে এই সিরিজে বিশ্রামে রয়েছেন ভারতীয় দলের সহ অধিনায়ক রোহিত শর্মা। আর দলে নেই অজিঙ্ক রাহানেও। ফলে এই দুই ক্রিকেটার নিজেদের মতো করে সময় কাটানোর জন্য নৈশভোজে দেখা করলেন।নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন এই দুই ক্রিকেটারই ! আরে খেলার মাঠে কোনও নতুন দায়িত্ব পাওয়ার কথা নয় ব্যক্তিগত জীবনে এই পদোন্নতি। দু''জনেই সদ্য সদ্য বাবা হয়েছেন। রোহিতের মেয়ে ২০১৮ -র ৩০ ডিসেম্বর জন্মেছে সামাইরা। আর ২০১৯ -র ৫ অক্টোবর জন্মেছে রাহানের মেয়ে। ফলে দুই বাবা নিজেদের বাচ্চা প্রতিপালন ও কন্যাদের নিয়ে গল্পে মাতেন।আর এই গল্পের টপিকের সিক্রেট আউট করেছেন জিঙ্কস বা অজিঙ্ক রাহানে। নিজেদের স্ত্রীকে নিয়ে ডিনারে গিয়েছিলেন তাঁরা। সেখানেই জমেছিল এই গল্প।এদিকে রোহিত শর্মা অধিনায়ক বিরাট কোহলির সুরে সুর মিলিয়েছেন। দিন কয়েক আগে বিরাট কোহলি জানিয়েছেন চারদিনের টেস্টের পক্ষে তিনি নন। সেই একই কথা বললেন রোহিত শর্মা। তিনি জানিয়েছেন আইসিসি-র নয়া প্রস্তাবিত চারদিনের টেস্টের পক্ষে তিনি নন। তিনি জানিয়েছেন, ''যদি এটা চারদিনের হয় তাহলে সেটা টেস্ট নয় প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট ম্যাচ।এটা একেবারে সহজ কথা।'' আইসিসি-র এই নয়া প্রস্তাবে ক্রিকেট দুনিয়া দু''ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। রোহিত, বিরাটের দলে রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্যাফ ডু প্লেসি ও ইংল্যান্ডের জো রুট।চার দিনের হলে সেটা টেস্ট-ই নয়, দাবি রোহিত শর্মারচার দিনের নয়,পাঁচ দিনের টেস্টের পক্ষেই সওয়াল করলেন রোহিত শর্মা। ভারতীয় ওপেনার কোনও ভাবেই টেস্টের দিন সংখ্যা কমানোর প্রস্তাবে রাজি নন।নেই একাধিক তারকা, টি২০ বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় দল বেছে নিলেন ভিভিএস লক্ষ্মণআন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রস্তাবের ব্যাপারে রোহিত স্পষ্ট বলেছেন, ''যদি চার দিনের হয়, তবে সেটাকে টেস্ট বলতে পারব না। চার দিনের মানে সেটা প্রথম শ্রেণির ম্যাচ। ব্যাপারটা এতটাই সোজাসুজি।''এর আগে ভারতের অধিনায়ক বিরাট কোহালি,দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক ফাফ দু''প্লেসি ও ইংল্যান্ডের অধিনায়ক জো রুট একই সুরে গলা মিলিয়ে বলেছিলেন যে, টেস্টের দিন কমানোর বিরুদ্ধে তাঁরা। গুয়াহাটিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টির আগে কোহালি বলেছিলেন,ক্রিকেটের শুদ্ধতম ফরম্যাটে পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তিনি। এ বার রোহিতও একই কথা বললেন।

তার আগে ভারতের প্রধান কোচ রবি শাস্ত্রীও পাঁচ দিনের টেস্টের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। যা খবর,তাতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডও কোহালি-শাস্ত্রী-রোহিতের সঙ্গে এই ব্যাপারে একমত।সংবাদ সংস্থার খবর,ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এবং ইংলিশ ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে চার দিনের টেস্টের ব্যাপারে আলোচনায় বসবে বিসিসিআই। তবে বোর্ড চাইছে না টেস্টের দিন কমানো হোক। বিশেষ করে ক্রিকেটের শক্তিধর দলগুলো যখন মুখোমুখি হবে,তখন যেন এটা একেবারেই না হয়।

নীচের সারির দলগুলোর ক্ষেত্রে অবশ্য টেস্টের দিন কমানো যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বোর্ড মনে করছে,ক্রিকেটের ঐতিহ্যের সঙ্গে ছেলেখেলা করা উচিত হবে না।

ভারতীয় বোলিং ভান্ডারে নভদীপ সাইনি এখন নতুন হিরে,বললেন গম্ভীর

স্বল্প সময়ের ক্রিকেট কেরিয়ারে দেশের জার্সিতে নজর করেছেন নভদীপ সাইনি। অভিষেক টি-টোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৭ রান খরচ করে ৩ উইকেট পেয়েছিলেন। এবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দ্বিতীয় মহারণে গতির কারণে শিরোনামে নভদীপ। চার ওভারে ১৮ রান খরচ করে ২ উইকেট পান সাইনি। ইন্দোর টি-টোয়েন্টিতে ঘন্টায় ১৫০ কিমি গতিবেগে বল করে কুড়ি-বিশের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট যুদ্ধে নভদীপই এখন ভারতের ফাস্টেস্ট পেসার। তাঁকে নিয়ে এবার বড় মন্তব্য করলেন গম্ভীর। ইন্দোর টি-টোয়েন্টিতে ঘন্টায় ১৫০ কিমি গতিবেগে বল করে কুড়ি-বিশের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট যুদ্ধে নভদীপই এখন ভারতের ফাস্টেস্ট পেসার। তাঁকে নিয়ে এবার বড় মন্তব্য করলেন গম্ভীর।বিশ্বকাপে বাজি হতে পারেন সাইনিদেশের হয়ে ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম আসর জিতেছিলেন গম্ভীর। সামনে ২০২০ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আরও একটি বিশ্বকাপ। গতির স্বর্গরাজ্য অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সাইনির উপর বাজি ধরছেন প্রাক্তনী। উল্লেখ্য ২০২০ সালে পঞ্চাশ ওভারে বিশ্বকাপে সাইনি রিসার্ভ বোলার হিসেবে ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন।দুবারের বিশ্বকাপজয়ী গম্ভীর যা বললেনগম্ভীর বলেছেন, ''সাইনি এখন ভারতের বোলিং ভান্ডারে এক নতুন হিরে।'' সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের এক কলামে গম্ভীর নভদীপের প্রশংসায় লিখেছেন, ''সেনসেক্সের উর্ধমুখী যেমন ইকোনমি গ্রাফকে উপস্থাপন করে, ঠিক তেমনি সাইনির এই ধাপে ধাপে উন্নতি ভারতীয় ক্রিকেটের বোলিং বিভাগ যে ঠিক পথে যাচ্ছে, তার প্রমাণ দেয়। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে নভদীপ যে বোলিংটা করেছে তাতে কোহলি মনে সাইনি নিশ্চয়ই জায়গা করে নিতে পেরেছে।''এখানেই না থেমে গম্ভীর আরও লিখেছেন, ''সাইনির বোলিং কোহলিকে আরও সাহসী করে দিল। কোহলির দলে এখন মহম্মদ শামি, জসপ্রীত বুমরাহ, দীপক চাহার রয়েছে। সঙ্গে চোট সারিয়ে ভুবনেশ্বর কুমার ফিরবে। সেই তালিকায় নভদীপের নাম জুড়ে গিয়েছে। ভারতীয় বোলিংয়ের ভবিষ্যতটা একবার চিন্তা করুন। ভারতীয় পেস ব্রিগেডের এই উন্নতি দেখে গর্ব হয়।''২০১৩-১৪ ক্রিকেট মরসুমে দিল্লির দলের এক সতীর্থ গম্ভীরকে সাইনির গতির কথা শুনিয়েছিলেন। গম্ভীর সেই ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেছেন, ''সাইনির কপালে হয়ত এটাই লেখা ছিল। একদিন টেনিস বলের টুর্নামেন্ট বাতিল হয়ে যায়। যারপর দিল্লির রঞ্জি দলের সদস্য সুমিত নারওয়ালকে নেটে বোলিং করতে এসেছিল। সেসময় রোগা পাতলা সাইনি স্থানীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ও কর্ণাল প্রিমিয়র লিগে খেলত। সেসময় ৪ থেকে ৫টি ম্যাচ খেলার জন্য সাইনি ২১০০ টাকা পেত। পরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু তাঁকে ৩ কোটি টাকায় দলে নেয়। এরপর জাতীয় দলের হয়ে সাইনির অভিষেক।

পাকিস্তান বিশ্বের অন্যতম নিরাপদ দেশগুলোর মধ্যে একটি, মন্তব্য ক্রিস গেইলের

এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম নিরাপদ দেশ পাকিস্তান। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই বক্তব্য ক্যারিবিয়ান ''দৈত্য'' ক্রিস গেইলের। ''চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স'' দলের হয়ে বর্তমানে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বা বিপিএলে খেলেন তিনি। এদিন ঢাকায় সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, ''এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম নিরাপদ স্থান পাকিস্তান। পাকিস্তানের তরফ থেকে আমাদের জানানো হয়েছে যে, আমরা সেখানে রাষ্ট্রপতির মতোই সুরক্ষা পাব। সুতরাং আপনি নিরাপদেই থাকতে পারবেন সেখানে। অবশ্য বাংলাদেশেও এখন আমরা নিরাপদেই রয়েছি, তাই না?'' সম্প্রতি প্রায় ১০ বছর পর পাকিস্তানের মাটিতে প্রথম টেস্ট ম্যাচ আয়োজিত হয়েছিল। পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট খেলতে সেদেশে গিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। সেই সিরিজের পরেই পিসিবির প্রধান ইশান মণি জানিয়ে দেন পাকিস্তান এখন নিরাপদ। তিনি বলেছিলেন, ''আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি পাকিস্তান নিরাপদ। যদি কেউ খেলতে না আসত তাহলে প্রমাণিত হত এটা নিরাপদ নয়।এই মুহূর্তে ভারতে খেলা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ পাকিস্তানের চেয়ে।'' তিনি আরও বলেছিলেন, ''শ্রীলঙ্কার সঙ্গে টেস্ট সিরিজ সফল ভাবে আয়োজনের পর কারও পাকিস্তানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। এটাই পাকিস্তানে টেস্ট ফেরানোর পক্ষে টার্নিং পয়েন্ট। সারা বিশ্বে পাকিস্তানের সদর্থক চেহারা তুলে ধরতে সংবাদমাধ্যম ও ফ্যানেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।'' যদিও গেইলের এহেন মন্তব্যের পরেই অনেকেই তাঁর সমালোচনা করেছেন।

মুহূর্তের মধ্যেই পাল্টে যেতে পারে ক্রিকেটের ভবিষ্যত এর গতিপথ!

আইসিসি এবং বাকী দেশগুলোকে বাদ দিয়ে নিজেদের মধ্যে এক বৈঠকের আয়োজন করেছে ভারত, অস্ট্রেলিয়া আর ইংল্যান্ড। চতুর্থ পক্ষ হিসেবে তাদের সঙ্গে রাখা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকাকেও। এই সভার আয়োজক হয়েছেন স্বয়ং বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী এবং বোর্ডের সচিব জয় শাহ। তাদের বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তে পাল্টে যেতে পারে ক্রিকেটের ভবিষ্যত গতিপথ।জানা গেছে, এই সভার আলোচ্য বিষয় হিসেবে থাকবে চার দিনের টেস্ট। অস্ট্রেলিয়া যে ধারণাকে সমর্থন দিয়েছে। ইংল্যান্ড বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসতে চায়। দক্ষিণ আফ্রিকা আলোচনা শুনতে চায় আর ভারত নাকি ''নিরপেক্ষ'' হিসেবে সভার আয়োজন করেছে! এই সভায় বহুল আলোচিত ''চার জাতি সিরিজ'' নিয়েও আলোচনা হবে। শোনা যাচ্ছে, চার জাতির টুর্নামেন্ট আয়োজন করার বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড এখনো একমত হতে পারেনি।তাদের বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তে পাল্টে যেতে পারে ক্রিকেটের ভবিষ্যত গতিপথ।জানা গেছে, এই সভার আলোচ্য বিষয় হিসেবে থাকবে চার দিনের টেস্ট। তবে ভারত, অস্ট্রেলিয়া আর ইংল্যান্ডের মধ্যে সমঝোতা না হলে সভায় নিউজিল্যান্ডকেও ডাকা হতে পারে।সভার আলোচ্যসূচির মাঝে আরও থাকছে আইপিএল, বিগ ব্যাশ ও শুরু হতে যাওয়া হান্ড্রেড টুর্নামেন্টের জন্য আলাদা সময় বের করা। এছাড়া দুবাইয়ে আসন্ন আইসিসির পরিচালকদের বৈঠক নিয়ে আলোচনা করা। এ বৈঠকে ক্রিকেটের প্রভাবশালী সম্প্রচারকদের কথাও ভাবা হবে বলে জানা গিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী জানুয়ারি ২০২১ বর্ষে দেরাদুনস্থিত রাষ্ট্রীয় ইন্ডিয়ান মিলিটারি কলেজে (আর.আই.এম.সি) অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ভর্তি পরীক্ষা সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও অনুষ্ঠিত হবে। ইংরেজী ও গণিত পরীক্ষা ১লা জুন ২০২০ইং এবং সাধারণজ্ঞান ২রা জুন ২০২০ ইং তারিখে এস.সি.ই.আর.টি. (রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ) আগরতলা, অভয়নগর কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষা কেবলমাত্র ছাত্রদের জন্য।

স্বীকৃত বিদ্যালয়গুলিতে পাঠরত ছাত্র যারা ২রা জানুয়ারি ২০০৮ইং হইতে ১লা জুলাই ২০০৯ সালের মধ্যে হতে হবে। যারা ১লা জানুয়ারি ২০২১ ইং তারিখে আর.আই.এম.সি-তে ভর্তির সময় সপ্তম শ্রেণীতে পাঠরত থাকবে অথবা সপ্তম শ্রেণী উত্তীর্ণ হবে, তারাই কেবল উক্ত পরীক্ষায় বসতে পারবে।

এই ভর্তি পরীক্ষায় বসতে ইচ্ছুক ছাত্রের পিতা/মাতা/অভিভাবকগণ, দেরাদুন আর.আই.এম.সি.কমান্ডেন্টের নিকট সাধারণ ছাত্রদের ক্ষেত্রে ৬০০ (ছয়শত) টাকার ব্যাঙ্ক ডিমান্ড ড্রাফট এবং এস.সি/এস.টি. ছাত্রদের ক্ষেত্রে (এস.সি/এস.টির প্রমাণপত্র দিতে হবে) ৫৫৫ (পাঁচশত পঞ্চান্ন) টাকার ব্যাঙ্ক ডিমান্ড ড্রাফট স্পিড পোস্টের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ইন্ডিয়ান মিলিটারি কলেজ, গরহি ক্যান্টনমেন্ট, দেরাদুন, উত্তরাখন্ড, পিন-২৪৮০০৩ এই ঠিকানায় পাঠিয়ে পরীক্ষায় বসার আবেদনপত্র, প্রসপেক্টাস ও পুরোনো প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করতে পারেন। ব্যাঙ্ক ড্রাফটটি কমান্ডেন্ট, রাষ্ট্রীয় ইন্ডিয়ান মিলিটারি কলেজ, দেরাদুন, (ড্রয়ী ব্রাঞ্চ-স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, তেল ভবন, দেরাদুন, ব্যাঙ্ক কোড নং ০১৫৭৬) এই নামে কাটতে হবে।

বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে এস.সি.ই.আর.টি অভয়নগর, অফিসে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, প্রয়োজনে আর.আই.এম.সি.ওজেব সাইট www.rimc.gov.in ও দেখা যেতে পারে। পূরণ করা আবেদনপত্র এস.সি.ই.আর.টি., অভয়নগর, অফিসে ৩১ শে মার্চও ২০২০ইং তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

ICA/D-1531/2019-20

স্বাক্ষর
(এ দত্ত)
উপ অধিকর্তা,
এস.সি.ই.আর.টি
আগরতলা, ত্রিপুরা

বড়দের না পারা কাজ সম্পূর্ণ করতে মরিয়া পাকিস্তানের অনূর্ধ ১৯

সিনিয়রদের ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে চিরশত্রু ভারতকে একবারও হারাতে পারেনি পাকিস্তান। সেই ঘটনা যে তাদের কাছে অপমানজনক, তা পাকিস্তানের প্রায় সব প্রাক্তন ক্রিকেটারদের আক্ষেপের সুরেই বোঝা যায়। কিন্তু সেই আক্ষেপের শরিক না হয়ে ইতিহাস পাল্টে ফেলার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন পাকিস্তানের অনূর্ধ ১৯ দলের ক্রিকেটাররা। বিশ্বকাপে তাঁরা ভারতকে হারাবেন বলে শপথ নিয়েছেন।আগামী ১৭ জানুয়ারি থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় শুরু হচ্ছে এ বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া ১৬টি দলের মধ্যে ভারতকে অন্যতম শক্তিশালী বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। ভারতকেই এই টুর্নামেন্ট জয়ের অন্যতম দাবিদারও ভাবা হচ্ছে। সেই দলকেই হারাবেন বলে হুংকার ছাড়লেন ধারেভারে অনেকটাই পিছিয়ে থাকা পাকিস্তানের অনূর্ধ ১৯ দলের কোচ ইজাজ আহমেদ।এই মুহূর্তে ভারত বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রিকেট শক্তি, তা স্বীকার করে নিয়েও ইজাজ আহমেদ বলেছেন, ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নামলে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের মধ্যে অন্যরকম আবেগ কাজ করে। সেই ম্যাচে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের মধ্যে অন্যরকম ফ্যাক্টর কাজ করে বলেও জানিয়েছেন ইজাজ। সম্প্রতি বাংলাদেশে হয়ে যাওয়া এশিয়ান ইমার্জিং নেশন কাপের সেমিফাইনালে অনূর্ধ ১৯ ভারতীয় দলকে হারিয়েছিল পাকিস্তান। সেই স্মৃতি উস্কে বিশ্বকাপেও পাকিস্তানের অনূর্ধ ১৯ দল ভারতকে হারাবে বলে দাবি কোচ ইজাজ আহমেদের।

সৌরভকে নিয়ে ''ব্যঙ্গ'' শচীনের, ফাঁস হল দাদার ''কীর্তি''

প্রকাশ্যে সৌরভকে নিয়ে এবার মজা করলেন শচীন। সোশ্যাল মিডিয়ার ভক্তদের সামনেই সৌরভের কীর্তি ফাঁস করে দিলেন। যা নিয়ে আপাতত উত্তাল সোশ্যাল মিডিয়া।দেশের ক্রিকেট ইতিহাসে দুই ওপেনার সোনালী ইতিহাস লিখে গিয়েছেন। রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়েছেন। ব্যাট হাতে ওপেনার হিসেবে ১৩৬ ম্যাচে শ-সৌ জুটি ৪৯.৩২ গড়ে করেছেন ৬৬০৯ রান। বাইশ গজের বন্ধুত্বের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে মাঠের বাইরেও। ক্রিকেট জীবন পেরিয়ে পরবর্তীতেও সৌরভ-শচীন ব্যক্তিগত স্তরে হৃদ্যতা বজায় রেখেছেন। নতুন বছরের শুরুতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিজের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে একটি ছবি শেয়ার করেছিলেন। যেখানে সৌরভকে দেখা গিয়েছিল সবুজ মাঠে পা মুড়ে বসে রয়েছেন। ক্যাপশনে সৌরভ লিখেছেন, ''ঠাণ্ডা সকালে ফিটনেস সেশন সতেজ করে দেয়।''সেই ছবিই শচীনের নজরে আসতে মাস্টার ব্লাস্টার কমেন্ট করেন, ''ওয়েল ডান দাদি। কেয়া বাত হ্যায়'' সেই সঙ্গে চোখ মারার একটি ইমোজিও জুড়ে দেন। প্রিয় বন্ধুর কমেন্টে এবার সৌরভ লেখেন, ''ধন্যবাদ চ্যাম্পিয়ন। সবসময়েই আমি ফিটনেস ফ্রিক। তোমার নিশ্চয় মনে রয়েছে অনুশীলনের পুরনো দিনগুলো।''বিরাট-রোহিতের ব্যাট নিখোঁজ বারবার! ''চোর'' ধরা পড়ল অবশেষেবন্ধুত্বপূর্ণ কথাবার্তার মধ্যেই শচীন এবার সৌরভকে ট্রোল করে লেখেন, ''হ্যাঁ দাদি, আমরা প্রত্যেকেই জানি তুমি ট্রেনিং কতটা পছন্দ করতে।

কোহালি-স্মিথ নন, মার্ক ওয়ার মতে টেস্টে বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটসম্যান

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের র‍্যাঙ্কিংয়ে টেস্টে বিশ্বের এক নম্বরে থাকা বিরাট কোহালি নন। নন স্টিভ স্মিথও। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক মার্ক ওয়ার মতে, এখন টেস্টে বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটসম্যান হলেন মার্নাস লাবুশানে।কোহালি-স্মিথ-উইলিয়ামসনদের মতো সব ফর্ম্যাটে সফল হতে চাইছেন বিশ্বের প্রথম কনকাসন সাব২০১৮ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টে অভিষেক ঘটিয়েছিলেন মার্নাস লাবুশানে। গত বছর টেস্টে অসাধারণ ফর্মে ছিলেন এই অজি। এই গ্রীষ্মে ঘরের মাঠে পাঁচ টেস্টে ৮৯৬ রান করেছিলেন। এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের টেস্ট ব্যাটসম্যানের র‍্যাঙ্কিংয়ে কোহালি-স্মিথের পরে তিন নম্বরে রয়েছেন ২৫ বছর বয়সি।মার্ক ওয়া বলেছেন, ''বিশ্বক্রিকেটে ওই সম্ভবত এখন সেরা ব্যাটসম্যান। বিশেষ করে টেস্ট ফরম্যাটে। তবে আমার মনে হয় এই ফর্ম ও সাদা বলের ফরম্যাটেও ধরে রাখতে পারবে। ব্যাটিং অর্ডারে ওর প্রথম চারের মধ্যে ব্যাট করতে নামা উচিত।'' ১৪ জানুয়ারি ভারতের বিরুদ্ধে ৫০ ওভারের ফরম্যাটে অভিষেক ঘটাচ্ছেন লাবুশানে। মার্ক বলেছেন, ''ফিঞ্চ, ওয়ার্নার ওপেন করবে। স্টিভ স্মিথ নামুক তিনে। আর লাবুশানে চারে। ও স্পিন ভাল খেলে। সুইপ মারায় দক্ষতা রয়েছে। তাই আদর্শগত ভাবে চার নম্বরে ওই ঠিকঠাক। ''তবে ভারতীয় স্পিনাররা তিন মাচের ওয়ানডে সিরিজে লাবুশানেকে কড়া পরীক্ষায় ফেলবেন বলেই মনে করছেন মার্ক ওয়া। তিনি বলেছেন, ''কুলদীপ যাদব, যুজভেন্দ্র চহাল, রবীন্দ্র জাডেজারা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে ওকে। তবে ও ফর্মে রয়েছে। আর সেটাই আমাদের চাই। আমার মনে হয় ভালই খেলবে লাবুশানে।''

দুধের মূল্য বৃদ্ধি প্রতিবাদ এসইউসিআই'র

আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন ৭ জানুয়ারি ২০২০ ইং থেকে বিভিন্ন প্রকারের পেকেটজাত দুধের দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি করেছে। এই বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ প্রায় ৩০ শতাংশ. ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ডেয়ারি অনেকবার দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করলেও এবার এই রূপ অস্বাভাবিক হারে দাম বৃদ্ধি করায় ভোক্তাদের মধ্যে বিস্ময় ও তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। শহর ও শহরতলীর সাধারণ মানুষ গরুর দুধের অভাবে ডেয়ারির দুধ দিয়েই তাদের চাহিদা পূরণ করে। এমনিতেই অত্যাবশ্যিক পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস। ডেয়ারির সকল প্রকার দুধের দাম বৃদ্ধি ঘটায় দর-কর-মূল্যবৃদ্ধিতে জর্জরিত সাধারণ মানুষের উপর বাড়তি বোঝা চাপালো। দুধের এই দাম বৃদ্ধির ফলে দুগ্ধজাত অন্যান্য জিনিসের দামও বাড়বে। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে 'আমুলের' মতো কর্পোরেট সংস্থাগুলি দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের বাজার দখল করবে। খবরে প্রকাশ এই দাম বৃদ্ধির ফলে গোমতী ডায়েরির দুধের চাহিদা অনেক কমে গেছে। গো-পালকেদর যেসব সমস্যা দেখিয়ে গেমাতী কর্তৃপক্ষ দুধের দাম বৃদ্ধি করেছে সেবিষয়গুলি রাজ্য সরকারেরও দেখার বিষয়। এমতাবস্থায় আমাদের দল এসইউসিআই(সি) এর উদ্যোগে নিম্নলিখিত দাবিগুলি নিয়ে গোমতী কোপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়নের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের নিকট এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক অরুণ ভৌমিক, সদস্য সুব্রত চক্রবর্তী, সঞ্জয় চৌধুরি, শিবানী ভৌমিক প্রমুখ। দাবিসমূহ ১) কয়েক লক্ষ ভোক্তার স্বার্থে সকল প্রকার ডেয়ারির দুধের বর্ধিত মূল্য অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। ২) দুগ্ধজাত অন্যান্য সামগ্রীর দামও বৃদ্ধি করা চলবে না।

মহিলাকে শ্লীলতাহানি থানায় ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ জানুয়ারি।। এক মহিলাকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে মুঙ্গিয়াকামী থানায় অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে এলাকায় র‍্যালি ও ডেপুটেশন দিল শুক্রবার সুররাই সলং সোসাইটির কর্মকর্তারা। এই সোসাইটির সম্পাদক প্রভাত দেববর্মা জানান, গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন পূর্ব চাকমাঘাটে জনৈক উপজাতি মহিলার শ্লীলতাহানি করে দুই যুবক। পরে ওই মহিলার পক্ষ থেকে মুঙ্গিয়াকামী থানায়

ছয়ের পাতায় দেখুন

সচিবালয়ে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমী

এডিসি এলাকার যেসমস্ত গ্রামে পানীয় জলের উৎস নেই সেই গ্রামগুলিকে একমাসের মধ্যে চিহ্নিত করতে হবে

আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। এডিসি এলাকার যেসব গ্রামে পানীয় জলের কোনও উৎস নেই সেই গ্রামগুলিকে একমাসের মধ্যে চিহ্নিত করতে হবে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরকে। পাশাপাশি চিহ্নিত গ্রামগুলিতে ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের পানীয় জলের বিকল যেসকল উৎস রয়েছে সেগুলি দ্রত চালু করার জন্যও উদ্যোগ নিতে হবে দপ্তরকে। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের জল জীবন মিশন, অটল জলধারা মিশন এবং স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পের পর্যালোচনা করে মুখ্যমী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমী বলেন, রাজ্যের জনগণকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা রাজ্য সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রাজ্য সরকার গত ২০১৮ সালের ২৮ নভেম্বর অটল জলধারা মিশন নামে নতুন একটি প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি পরিবারে বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

পর্যালোচনা সভায় ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের আধিকারিক বৈশম্পায়ন চক্রবর্তী জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৮,৭২৩টি পাড়া রয়েছে। এরমধ্যে ৬,১৫৮টি পাড়ায় সম্পর্ণ জলের উৎস রয়েছে। ২,৫৫৩টি পাড়ায় আংশিক জলের উৎস রয়েছে এবং ১২টি পাড়ায় জলের কোন উৎস নেই। তিনি আরও জানান, ৮, ৭২৩টি পাড়ার মধ্যে ৪,৮৩৭টি পাড়ায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ১,২৪৯টি পাড়ায় আংশিকভাবে পাইপলাইনে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমী বলেন, যেসব পাড়ায় কোন জলের উৎস নেই সেখানে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে জলের উৎস সৃষ্টি করার জন্য দপ্তরকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া যেসকল পাড়ায় এখনও পাইপলাইনের মাধ্যমে জল পৌঁছানো সম্ভব হয়নি সেই পাড়াগুলিতে পাইপলাইন সম্পসারিত করার জন্য দপ্তরকে দ্রত উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমী। পর্যালোচনা সভায় ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের আধিকারিক বৈশম্পায়ন চক্রবর্তী আরও জানান, পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পে রাজ্যে বর্তমানে ২,০১৫টি ডিপটিউবওয়েল, ৩৭০৪টি মলবোর ডিপটিউবওয়েল, ৫৪টি

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্তদের দ্বারা বিভিন্ন সিপিআইএম অফিস ভাঙচুর, লুণ্ঠ ও পুড়িয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে মিছিল আগরতলায়। ছবি নিজস্ব

উজালা এবং প্রধানমী কুসুম প্রকল্প নিয়ে সচিবালয়ে পর্যালোচনা সভা

প্রধানমী কুসুম প্রকল্পে কৃষকদের ভর্তকীতে সোলার পাম্প দেওয়ার বিষয়টি প্রচারের আলোয় নিয়ে যেতে হবেঃ মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমী বিপ্লব কুমার দেবের পৌরহিত্যে আজ মহাকরণের কনফারেন্স হলে কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্ল্যাগশীপ প্রকল্প উজালা এবং প্রধানমী কুসুম প্রকল্পের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের জেনারেল ম্যানেজার নরেশ দাস জানান, রাজ্যে উজালা প্রকল্পে এনার্জি এফিসিয়েন্সি সার্ভিস লিমিটেড (এর মাধ্যমে ৯ ওয়াটের ১৫ লক্ষ এল ই ডি বাল বিতরণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১০ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮৩২ টি এল ই ডি বাল বিতরণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ২০ ওয়াটের ১ লক্ষ ৫০ হাজার টিউব লাইট বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৮৪ হাজার ৮৩টি টিউব লাইট বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও এই প্রকল্পে ৫০ হাজার ৫০ ওয়াট যুক্ত ফ্যান দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ হাজার ২৭০টি ফ্যান ইতিমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমী বলেন, উজালা প্রকল্পে এল ই ডি বাল, টিউব লাইট ও ফ্যান দেওয়ার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিতরণ করার প্রয়াস নিতে হবে। সেগুলি যাতে গুণগতমানের হয় সেদিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

পর্যালোচনা সভায় প্রধানমী কুসুম প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ত্রিপুরা রিনিউভ্যাল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক এম

ছয়ের পাতায় দেখুন

মহারানী তুলসিবতী বালিকা বিদ্যালয়ে ১২৫তম বার্ষিকী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ১২৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের শুক্রবার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি হয়েছে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ভবতোষ সাহা, বিধায়ক আশিস কুমার সাহা, ত্রিপুরা খাদি ও গ্রাম উদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য প্রমুখ। তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ১২৫তম বর্ষপূর্তি সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, মেয়েরা আজ আর অবহেলিত বঞ্চিত নয়।

সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলারাও পুরুষদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। শিক্ষাক্ষেত্রেও মহিলারা এগিয়ে রয়েছে। তবু আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে কলুষিত করতে, ত্রাসের সৃষ্টি করতে অশুভ শক্তি তাড়া করছে। ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে রাজীব বলেন, শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় নয়, সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সছিক দায়িত্ব নিতে হবে। সরকার, নেতা মন্ত্রীরা যতই চেষ্টা করুক তাতে কাজ হবে না।

ছাত্র ছাত্রীদের সুষ্ঠু সমাজ গঠনে এগিয়ে আসতে হবে। মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে জাগ্রত সমাজ গঠনে অগ্রসর হতে হবে। শুধু মুখে বললেই চলবে না। সমাজ পরিবর্তন করতে হবে, শুধুমাত্র সরকার বা ক্ষমতায় পরিবর্তন করলেই চলবে না বলে উল্লেখ করেন রাজীব বাবু। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, মহারানী তুলসীবতীর প্রতি মহিলা সমাজ ঋনী। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শিক্ষা ছাড়া কোন সমাজ অগ্রসর হতে পারেনা। এই মহারানী তুলসীবতী একটি ভোকেশন্যাল ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তুলতে প্রভাবিত করেছিলেন। বিএম হাসপাতালে মেয়েদের জন্য ১০ সংখ্যা বিশিষ্ট ওয়ার্ড তিনি স্থাপন করেছিলেন। গ্রামীণ মানুষের কথা চিন্তা করে নলগড়িয়ায় বাজার গড়ে তুলেছিলেন। এই বাজারটিই রানীর বাজার নামে পরিচিত। নলগড়িয়ায় শ্রী শ্রী রাধামোহন এবং অভয় নগরে পুথিবা মন্দির স্থাপন করেছিলেন মহারানী তুলসীবতী। মহিলা শিক্ষ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, মহিলাদের মর্যাদা ও আত্মসম্মান, শক্তি, স্বাধীনতা প্রদানের জন্য ত্রিপুরায় মহিলা শিক্ষার ইতিহাসে মহারানী তুলসীবতী চিরকালের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ১২৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

রাজনগর এলাকা পরিদর্শনে ৫ বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১০ জানুয়ারি।। রাজনগর ব্লকের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন ৫ বিধায়কের প্রতিনিধির দল। শুক্রবার সকাল ১১ টা ৩০ মিনিট নাগাদ বড়পাথরি এলাকার একটি বয়েজ হোস্টেল ও একটি গার্লস হোস্টেল পরিদর্শন করেন। এই দুই হোস্টেল পরিদর্শন শেষে বিধায়কের প্রতিনিধির দল রাজনগর ব্লকের বাটারফ্লাই পার্ক ও তৃষ্ণা অভয়ারণ্য পরিদর্শনে যান। এই দুই পার্ক পরিদর্শন শেষে নিহার নগর দ্বাদশশ্রেণি বিদ্যালয়ের বয়েজ হোস্টেল ও নিহার নগর দ্বাদশশ্রেণি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। সর্বশেষে বিধায়কের প্রতিনিধি দল চোত্তাখলা ভারত বাংলা মৈত্রি উদ্দ্যান পরিদর্শনে যান। এদিন বিধায়কের পরিদর্শনের সময় উনাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজনগর ব্লকের বিডিও সরূপ কুমার পাল, দক্ষিণ জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুরেশ চন্দ্র দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এলাকা পরিদর্শনে এসে

ছয়ের পাতায় দেখুন

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রেই ভেঙে পড়েছিল ইউক্রেনের বিমান, দাবি জাস্টিন ট্রুডোর

অটোয়া, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতেই ভেঙে পড়েছিল ইউক্রেনের যাত্রীবাহী বিমান। এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। জাস্টিন ট্রুডো দাবি করেছেন, বিভিন্ন গোয়েন্দা সূত্র মারফত এমন তথ্যই প্রকাশ্যে এসেছে তাঁর কাছেউ পাশাপাশি ট্রুডো এটাও বলেছেন, অনিচ্ছাকৃতভাবেই ওই বিপত্তি। গত ৮ জানুয়ারি, মঙ্গলবার ইরানের রাজধানী তেহরান বিমানবন্দরের কাছে ভেঙে পড়েছিল ইউক্রেনের একটি বিমানউ ওই বিমানটিতে ৯ জন ক্রু মেম্বার এবং ১৬৭ জন যাত্রী-সহ মোট ১৭৬ জন ছিলেন। টেক-অফের কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানটি ভেঙে পড়েউ বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ১৭৬ জনইউ তাঁদের মধ্যে ৬৩ জন কানাডার নাগরিক। বিমান দুর্ঘটনার পরই ক্ষেপণাস্ত্র হামলার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছিল। বৃহস্পতিবার চাঞ্চল্যকর দাবি করে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো দাবি করেছেন, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতেই ভেঙে পড়েছিল ইউক্রেনের যাত্রীবাহী বিমান। ট্রুডোর বক্তব্যকে সমর্থন করে তদন্তের দাবি তুলেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনও। ট্রুডোর এই দাবির পরই পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়েছে ইরানউ তেহরান জানিয়েছে, সমস্ত প্রমাণ দিক কানাডা।

গৌরী লঙ্কেশ হত্যা মামলা ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী

বেঙ্গালুরু, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ খুন-মামলায় আরও একজনকে গ্রেফতার করল বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। ধৃতের নাম রুশিকেশ দেবদিকর ওরফে মুরালি (৪৪)। বৃহস্পতিবার ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলার কাটরাসে গোপন ডেরা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে রুশিকেশ দেবদিকরকে। বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) সূত্রের খবর, সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ হত্যায় ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে অন্যতম রুশিকেশ। রুশিকেশ ওরফে মুরালিই এই মামলার ১৮ তম অভিযুক্ত।

শুক্রবার সিট-এর পক্ষ থেকে বিবৃতি মারফত জানানো হয়েছে, বহু দিন ধরেই পলাতক ছিল রুশিকেশ দেবদিকর ওরফে মুরালিউ বৃহস্পতিবার ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলার কাটরাসে গোপন ডেরা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে রুশিকেশ দেবদিকরকে। বেঙ্গালুরুর সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ ২০১৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর রাতে নিজের বাড়ির সামনেই খুন হয়েছিলেন। বাইকে চড়ে আসা আততায়ীরা তাঁকে গুলি করে খুন করেছিল। গৌরী লঙ্কেশ হত্যা মামলায় নাম জড়িয়েছে 'সনাতন সংস্থা' নামে একটি সংগঠনের। এই মামলার তদন্ত করছে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)।

দিল্লির সরাই রোহিল্লায় ঘিঞ্জি বস্তিতে আগুন, হতাহতের কোনও খবর নেই

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছেউ ফের অগ্নিকাণ্ড দিল্লিতে। এবার আগুন লাগল দিল্লির সরাই রোহিল্লা এলাকায় অবস্থিত ঘিঞ্জি বস্তিতে। শুক্রবার সকালে চারটি বস্তিতে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট চারটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের প্রায় দেড় ঘন্টার প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুন। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে লিবার্টি সিনেমার কাছে সরাই রোহিল্লা এলাকায় অবস্থিত চারটি ঝুপড়িতে আগুন লাগেউ সকাল ৯.৪০ মিনিট নাগাদ ফোন করে অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে দমকলকে জানানো হয়উ আগুন নেভাতে ততণাতঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট চারটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় সকাল ১০.১৫ মিনিট নাগাদ আয়ত্তে এসেছে আগুন। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইউ আগুন লাগার প্রকৃত কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বাংলাদেশ জাহাজ রপ্তানি করলো ভারতে

মনির হোসেন ঢাকা ১০ জানুয়ারি : জেএসডব্লিউ সিংহগড় ও জেএসডব্লিউ লোহগড় নামে বাংলাদেশে তৈরি সবচেয়ে বড় দুটি জাহাজ প্রতিবেশী ভারতে রফতানি করলো বাংলাদেশ। প্রতিটি জাহাজ বিক্রি হলো ৫০ কোটি টাকা করে। ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ডে এ দুটি জাহাজ নির্মাণ করা হয়েছে। শুক্রবার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে জাহাজ দুটি হস্তান্তর করা হয়। ভারতের 'জিন্দাল স্টিল ওয়ার্কস' নামের একটি প্রতিষ্ঠান জাহাজ দুটি বুঝে নেয়। এ উপলক্ষে চট্টগ্রাম বন্দরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি এবং ভারতের হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাশ উপস্থিত ছিলেন। জানা যায়, প্রতিটি জাহাজের ধারণ ক্ষমতা ৮ হাজার ডিডব্লিউটি (ডেডওয়েট টনেজ)। এত ধারণক্ষমতার কার্গো জাহাজ এর আগে বাংলাদেশে তৈরি হয়নি। ফলে এই দুটি দেশে নির্মিত সবচেয়ে বড় জাহাজ। ওয়েস্টার্ন মেরিনকে ২০১৫ সালে ভারতের জিন্দাল স্টিল ওয়ার্কস চারটি জাহাজ নির্মাণের কার্যাদেশ দেয়। তার মধ্যে জেএসডব্লিউ রায়গড় ও জেএসডব্লিউ প্রতাপগড় নামের দুটি জাহাজ ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে হস্তান্তর করা হয়। বাকি দুটি আজ হস্তান্তর করা হলো। সর্বোচ্চ ১০ নটিক্যাল মাইল গতিতে চলতে সক্ষম জাহাজগুলি ভারতের মুম্বাই এবং গোয়ার মধ্যবর্তী জয়গড় বন্দর থেকে মহারাষ্ট্রে অবস্থিত ধরমতার বন্দরে খনিজ লোহা এবং কয়লা বহনের কাজে ব্যবহার করা হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'বর্তমান পৃথিবী হচ্ছে পার্টনারশিপ ব্যবসার ক্ষেত্র। ভারতের কাছে কোনো একটা জিনিস বিক্রি করতে পারলে আমাদেরই লাভ। আমরা ভারত থেকে বেশি সুবিধা নিতে পারি। যখন সমস্যা হয়েছে ভারত আমাদের পাশে ছিল। আশা করি ভারত জাহাজ নির্মাণে আরও কার্যাদেশ দেবে।' তিনি আরো বলেন, 'আমরা এখন আর একটি পণ্য রপ্তানি নিয়ে বসে নাই। শুধু পোশাকই নয়, এখন জাহাজও রপ্তানি করছি আমরা। বিভিন্ন ধরনের জাহাজ নির্মাণে আমাদের সক্ষমতা বাড়ছে। সামগ্রিকভাবেই জাহাজ নির্মাণশিল্পের অগ্রগতি হয়েছে।' বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, '২০২১ সালে আমাদের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ৬০ মিলিয়ন ডলার। তাই আমরা নতুন নতুন পণ্য রপ্তানির দিকে যাচ্ছি। আগে শুধু গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানি হতো। কিন্তু এখন আমাদের জাহাজও রপ্তানি হচ্ছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।